Contents

মাসিক

# আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٧ عدد:٩، ربيع الثاني و جمادى الأولى ١٤٢٥هـ/يونيو ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدني علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ পুত্রজায়া গ্র্যান্ড মসজিদ, মালয়েশিয়া।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
**Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
**Mailing Address** : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

# আত-তাহরীক

## مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

| | |
|---|---|
| ৭ম বর্ষঃ | ৯ম সংখ্যা |
| রবীঃ ছানী-জুমাঃ উলা | ১৪২৫ হিঃ |
| জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | ১৪১১ বাং |
| জুন | ২০০৪ ইং |


সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
**ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

সম্পাদক
**মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন**

সহকারী সম্পাদক
**মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

সার্কুলেশন ম্যানেজার
**আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান**

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
**শামসুল আলম**

*কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স*

*যোগাযোগঃ*
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
**সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি**
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

*হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।*

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

## সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ *(শেষ কিস্তি)* ০৩
    *- মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী*
  - ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধঃ মুসলিম শাসনের পতন ও বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি ০৯
    *-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয*
- **ছাহাবা চরিতঃ** ১৫
  - বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)
    *- মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ১৯
  - আমরা কার কাছে বিচার চাইব?
    *- মাস'উদ আহমাদ*
- **নবীনদের পাতাঃ** ২১
  - ইলমে গায়েবের অধিকারী আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) নন
    *- মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২৬
  - প্রতিবন্ধী
    *- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ২৭
  - গাছ-গাছড়ার নানাগুণ
    (১) ঘৃতকুমারী (২) অর্জুন
- **ক্ষেত-খামারঃ** ২৮
  * করলার পুষ্টিগুণ
  * কীটনাশকের বিকল্পঃ সাবান পানি দিয়ে জাব পোকা দমন
  * কচুরিপানায় জৈব সার ও নানা গুণ
  * ফরিদ মিয়াঁর হাঁসের গ্রাম
- **কবিতাঃ** ৩০
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩১
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৩
- **মুসলিম জাহান** ৩৯
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪০
- **সংগঠন সংবাদ** ৪১
- **পাঠকের মতামত** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০৪

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

# সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বনাম অষ্টম সংশোধনী

গত ১৬ই মে রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল ২০০৪ পাস হয়ে গেল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও স্বতন্ত্র তিনজন সহ সংসদে উপস্থিত ২৬৬ জন সদস্য একযোগে উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান করেছেন। প্রধান বিরোধী দল তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বিলের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু আমরা উক্ত বিলের প্রধান দু'টি বিষয়ের বিরোধিতা করছি আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধানের বিরোধী হওয়ার কারণে। সেটি হ'ল সকল সরকারী অফিস ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো এবং জাতীয় সংসদে ৪৫টি মহিলা এম,পি-র আসন সংরক্ষিত রাখা। কেননা প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে (সাধারণ) কুকুর থাকে কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে' *(বুঃ মুঃ)*। তিনি বলেন, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিতে (ক্বিয়ামতের দিন) রূহ প্রদান করা হবে এবং জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে'। অতঃপর রাবী আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রশ্নকারীকে বলেন, যদি তুমি একান্তই ছবি তৈরী করতে চাও, তাহ'লে বৃক্ষ-লতা বা এমন বস্তুর ছবি তৈরী কর, যাতে প্রাণ নেই' *(বুঃ মুঃ)*। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন জিনিষই রাখতেন না। দেখলেই ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতেন' *(বুখারী)*। খলীফা আলী (রাঃ) একদা স্বীয় পুলিশ প্রধান আবু হাইয়াজ আল-আসাদীকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সেটি হ'ল এই যে, তুমি এমন কোন ছবি ছাড়বে না, যাকে নিশ্চিহ্ন না করবে এবং এমন কোন উঁচু কবর দেখবে না, যাকে সমান না করে দেবে' *(মুসলিম)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এই আদেশ কেবল আলী (রাঃ) নয়, তাঁর পূর্বে খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর সময়েও জারি ছিল' *(তাহযীর পৃঃ ৯২)*। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলের নির্দেশে ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম কা'বা গৃহের মূর্তি গুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন। অতঃপর সকল মূর্তি ও ছবি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন না' *(আবুদাঊদ)*। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, কা'বা গৃহে প্রবেশ করে বালতিতে কাপড় ভিজিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবি সমূহ মুছতে থাকেন ও বলেন, আল্লাহ ঐ জাতিকে ধ্বংস করুন! যারা ছবি তৈরী করে। অথচ সেগুলিকে তারা সৃষ্টি করতে পারে না' *(মুসনাদে আবুদাঊদ ত্বায়ালেসী, সনদ 'জাইয়িদ' দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টে'০২, দরসে হাদীছ 'ছবি ও মূর্তি')*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, প্রাণীদেহের সব ধরনের ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। সম্মানের উদ্দেশ্যে অর্ধদেহী বা পূর্ণদেহী সকল প্রকার প্রাণীর ছবি টাঙানো বা স্থাপন করা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে ও বাধ্যগত কারণ ব্যতীত কোন প্রাণীর ছবি তোলা বা সংরক্ষণ করা জায়েয নয়। অথচ এই নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের জাতীয় নেতা ও নেত্রীদের ছবি তাদের বিরোধীদের হাতে সর্বত্র পদদলিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। আমরা ছবি টাঙানোর আইন বাতিলের দাবি জানিয়েছিলাম *(এপ্রিল-মে '০২, পৃঃ ৫০)*। এর পরেও সরকারের হুঁশ তো ফেরেইনি, বরং এতকাল ছিল কেবল প্রধানমন্ত্রীর ছবি, এবার যোগ হ'ল তার সাথে প্রেসিডেন্টের ছবি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'লঃ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন। উদ্দেশ্য, মহিলাদের ক্ষমতায়ন। জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের নেত্রী রওশন এরশাদ সমর্থন দিয়েছেন কেবল মহিলাদের ক্ষমতায়নের স্বার্থেই। সরকারী দলের বক্তব্যও তাই। ভাবখানা এই যে, পুরুষ শাসিত সমাজে ক্ষমতাহারা মহিলা সমাজ এ যাবত পুরুষের অধীনে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন তারা ক্ষমতা হাতে নিয়ে স্বাধীনভাবে পুরুষ সমাজকে এক চোট দেখে নিবেন।

আমরা বলতে চাই সংবিধানের উক্ত সংশোধনী স্বভাবধর্ম ইসলামের ঐশী বিধানের বিরোধী। ইসলাম পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল করেছে (নিসা ৩৪) এবং নারীকে করেছে পুরুষের আনুগত্যশীল। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর অবচেতন হৃদয় নিঃসন্দেহে বিষয়টি স্বীকার করে। যদিও মঞ্চে ও মিছিলে এবং জাতীয় সংসদের বিতর্ক অনুষ্ঠানে তারা সর্বদা এর বিপরীত বলতে চেষ্টা করেন। সরকারের জানা উচিত ছিল যে, চিত্র জগতের ল্যাংটা মেয়েরা আর এনজিওদের কাছে আত্মবিক্রীত নারীবাদী সংগঠনগুলি এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ট পর্দানশীন মা-বোনদের প্রতিনিধি নয়। ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ইসলামী বিধানে পুরুষের স্বাভাবিক কর্মস্থল হ'ল বাইরে এবং নারীর হ'ল ঘরে। ইসলাম নারীকে সাংসারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিল ও দুর্বহ বোঝা বহনের দুরূহ কষ্ট থেকে রেহাই দিয়েছে এবং তাকে সন্তান পালন ও পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কর্মজীবী পুরুষ সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী শেষে ঘরে ফিরে আসে তার প্রেমময়ী স্ত্রীর কাছে, সন্তান স্কুল-কলেজ শেষে ফিরে আসে স্নেহময়ী মায়ের কাছে, তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কাছে। কিন্তু আজকের বস্তুবাদী সমাজ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহমর্মিতাপূর্ণ সেই চিরন্তন অবস্থানকে ধ্বংস করে কথিত ক্ষমতায়নের সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী করতে চায়, গৃহের শান্তি ও পারিবারিক শৃংখলা বিনষ্ট করতে চায়। রাজনীতির প্রতারণাপূর্ণ ও পারস্পরিক সংঘর্ষশীল অঙ্গনে নারীকে ডেকে এনে তার সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ধ্বংস করার পিছনে সত্যিকার অর্থে নারীর কোন কল্যাণ নেই, বরং অকল্যাণই বেশী। বরং আমরা বলব, আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধানের কোন একটিরও বিরোধিতায় মানবজাতির কোন কল্যাণ নেই। আমরা বুঝতে পারি না 'আল্লাহ্‌র আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে যেসব ইসলামপন্থী দলের নেতারা জাতীয় সংসদে মন্ত্রী ও এম,পি-র আসনে বসে আছেন, তারা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে উক্ত বিলে সমর্থন দিলেন? নাকি নিজেদের ফাসিদ 'ক্বিয়াস' ও কথিত 'হিকমতে'র দোহাই দিয়ে সবকিছুকে জায়েয করে নিচ্ছেন? নারীর ক্ষমতায়ন দূরে থাক, ঐসব নেতাদের নিজেদের কি কোন ক্ষমতা আছে? তারা নিশ্চয়ই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত বিলের উক্ত বিষয় দু'টির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কারণ সংখ্যাগরিষ্ট দলের মতি-মর্জির বাইরে কিছু করার নৈতিক সাহস ও ক্ষমতা কোনটাই তাদের নেই। তাহ'লে আগামীতে বিভিন্ন দলের কৃপায় ক্ষমতাসীন ৪৫ জন মহিলা এম,পি-র ক্ষমতা কতটুকু হবে? জাতীয় সংসদে পুরুষ এম,পি-দের পাশে মহিলা এম,পি-দের শোভা বর্ধন এবং সকল বিষয়ে স্ব স্ব দলের পক্ষে সমর্থন ও ভোট প্রদান ব্যতীত তাদের আর কোন কাজ থাকবে কি? তাহ'লে কি প্রয়োজন এইসব অথর্ব আসন সৃষ্টি করার ও অযথা তাদের বেতন-ভাতা, টেলিফোন বিল ও পুলিশী প্রহরার জন্য জাতীয় বাজেট থেকে লাখ লাখ টাকা খরচের অংক বৃদ্ধি করার?

হাঁ, দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সকল দলের এম,পি-দের জন্য একটি সহজ পথ খোলা ছিল। সেটি এই যে, তারা বলতে পারতেন যে, উপরোক্ত দু'টি বিষয় সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বিল ১৯৮৬-এর বিরোধী হচ্ছে বিধায় বাতিলযোগ্য। কেননা ৮ম সংশোধনীতে 'ইসলাম'-কে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান সম্মত এই রাষ্ট্র ধর্মের ঐশী বিধানের বিপরীত কোন বিল বা বিষয় কেউ উত্থাপন করলে ৮ম সংশোধনীর দোহাই দিয়ে ইসলামপন্থী যে কোন এম,পি তার বিরোধিতা করতে পারতেন। কিন্তু কোন এম,পি এমনকি মহামান্য প্রেসিডেন্টও যখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি, তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তাহ'লে কি 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' নামক সংশোধনীটি কেবল ইসলামভক্ত জনগণকে খুশী করে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের ভোট নেওয়ার একটি অপকৌশল মাত্র? হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নামধারীরা ৮ম সংশোধনীটি বাতিলের যে দাবী করে আসছে, ইসলামপন্থী জোট সরকার কি তাহ'লে সেটা কার্যতঃ মেনে নিয়েছেন? সরকারের নিকটে আমরা আমাদের পূর্বের দাবীর *(সম্পাদকীয়, সেপ্টে' ০২)* পুনরুক্তি করছি যে, সংবিধানের সংশোধনী এনে বাংলাদেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করুন এবং বিশ্বব্যাপী 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স)।

প্রবন্ধ

# সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ

মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী*

(শেষ কিস্তি)

(٢٢) إِنَّ الْوَرْدَ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْمِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ-

(২২) 'গোলাপ ফুল নবী করীম (ছাঃ)-এর ঘাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে অথবা বুরাক্ব-এর ঘাম থেকে'।

ইবনু আসাকির ও ইবনু তায়মিয়া বলেন, হাদীছটি জাল। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ ছহীহ নয়। এরূপ আরো কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়। যেমন-

اَلْوَرْدُ الْأَبْيَضُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِي لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَالْوَرْدُ الْأَحْمَرُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيْلَ وَالْوَرْدُ الْأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ-

'সাদা গোলাপ মি'রাজ রজনীতে আমার ঘাম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। লাল গোলাপ জিবরীল (আঃ)-এর ঘাম থেকে এবং ধূসর রংয়ের গোলাপ বুরাক্ব-এর ঘাম থেকে'। হাদীছটি জাল।

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ-

'যে ব্যক্তি আমার সুগন্ধি নিতে চায়, সে যেন লাল গোলাপ শোঁকে'। হাদীছটি জাল।

হাফেয সুয়ূত্বী (রহঃ) 'হুসনুল মুহাযারাহ' গ্রন্থে বলেন, গোলাপ ফুল সম্পর্কিত যত হাদীছ আছে, সবই জাল। ইমাম ইবনুল জাওযী 'আল মওযু'আত' গ্রন্থে বলেছেন, এ সকল হাদীছ জাল, বাতিল এবং ভিত্তিহীন। হাফেয ইবনু হাজার হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[১]

(٢٣) مَنْ شَمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، فَقَدْ جَفَانِي-

(২৩) 'যে ব্যক্তি লাল গোলাপ শোঁকে কিন্তু আমার উপর দরূদ পড়ে না, সে আমার সাথে অন্যায় ব্যবহার করল'। হাদীছটি জাল।[২]

(٢٤) مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلْهُ مُوَدَّتِي-

(২৪) 'যে ব্যক্তি আরবকে ধোঁকা দিবে, সে আমার সুপারিশ প্রাপ্ত হবে না এবং আমার মুহাব্বতও পাবে না'।

শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি জাল। এর সনদে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে।[৩]

(٢٥) تَسْلِيْمُ الْغَزَالَةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم-

(২৫) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হরিণীর সালাম দেওয়া'।

ইবনু কাছীর বলেন, হাদীছটি ভিত্তিহীন। হাফেয সাখাভী বলেন, এই হাদীছকে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি নিছবত করবে, সে বস্তুতঃ মিথ্যা বলবে।[৪]

(٢٦) شُفِّعْتُ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ فِيْ أُمِّيْ وَعَمِّيْ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ-

(২৬) 'আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তিদের ব্যাপারে, আমার মা, আমার চাচা আবু ত্বালেব এবং আমার দুধ ভাই (অর্থাৎ হালীমা ছা'দিয়ার পুত্র)'।

খত্বীব বাগদাদী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শাওকানী বলেন, হাদীছটি বাতিল।[৫]

(٢٧) أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَجُلًا عَرَقَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ حَتَّى امْتَلَأَتْ فَجَعَلَ يَتَطَيَّبُ بِهِ، فَيَشَمُّ مِنْهُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ رِيْحًا طَيِّبَةً وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْمُطَيِّبِيْ-

(২৭) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে স্বীয় বাহুদ্বয়ের ঘাম দান করলেন। সে তা একটি শিশিতে নিল আর শিশিটা ভরে গেল। অতঃপর সে তা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। মদীনাবাসীরা তার থেকে সুঘ্রাণ পেত এবং সেকারণ তারা লোকটির নাম রেখে দিল 'সুগন্ধি ব্যবহারকারীদের বাড়ী'।

খত্বীব বাগদাদী আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি জাল।[৬]

(٢٨) أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى عِيْسَى عليه السلام يَا عِيْسَى

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১. আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/২৬১, পৃঃ ১৫৯; আল-কাশফুল ইলাহী হা/১১১৭, ২/৭৭৪ পৃঃ।
২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৭, ২/২০ পৃঃ।
৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৫, ২/২৪ পৃঃ।
৪. আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/৩৩২, পৃঃ ১৮৭; 'আল-কাশফুল ইলাহী হা/২৮৭, ১/২৬২ পৃঃ।
৫. আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, হা/১০০১, ২/২০৮ পৃঃ।
৬. আল-ফাওয়ায়িদ, হা/১০০৫, ২/৪০৮ পৃঃ।

آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِهِ، فَلَوْ لاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْ لاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ لاَ النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَسَكَنَ-

(২৮) 'আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-এর কাছে এ মর্মে অহি পাঠালেন যে, হে ঈসা! মুহাম্মাদ-এর উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁকে পাবে, তাদেরকে তাঁর উপর ঈমান আনতে বল। স্মরণ রেখ! যদি মুহাম্মাদ না হ'ত, তবে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। যদি মুহাম্মাদ না হ'ত, বেহেশত-দোযখ সৃষ্টি করতাম না। যখন আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করলাম, তখন আরশ নড়াচড়া করছিল। যখন তার উপর 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখে দিলাম, তখন আরশ স্থির হয়ে গেল'।

ইমাম হাকেম (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি জাল।[৭]

(٢٩) كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ-

(২৯) 'সুলায়মান (আঃ)-এর আংটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দ্বারা নকশাকৃত ছিল'।

মুহাদ্দিছ ইবনু আদি জাবের (রাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন, হাদীছটি বাতিল।[৮]

(٣٠) كَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ-

(৩০) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোতে যেমন দেখতেন, অন্ধকারেও ঠিক তেমনই দেখতেন'।

আলবানী বলেন, এ হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এতে 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ' নামে এক ব্যক্তি রয়েছে, তার ব্যাপারে মুহাদ্দিছ উকায়লী বলেন, সে ভিত্তিহীন হাদীছ বলে থাকে এবং ইবনু ইউনুস বলেন, তার হাদীছ মুনকার তথা দুর্বল। যাহাবী বলেন, হাদীছটি জাল। এছাড়া মু'আল্লা ইবনু হেলাল নামে এক ব্যক্তি আছে, যে সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমতে মিথ্যুক।[৯]

(٣١) إِنَّ لِيْ حِرْفَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِيْ اَلْفَقْرُ وَالْجِهَادُ-

(৩১) 'আমার দু'টি পেশা আছে, যে ব্যক্তি সেই দুই পেশাকে ভালবাসল, সে যেন আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি এ দু'য়ের সাথে শত্রুতা করল, সে যেন আমার সাথে শত্রুতা করল। পেশাদ্বয় হ'ল, দারিদ্র্য ও জিহাদ'। হাদীছটি ভিত্তিহীন।[১০]

(٣٢) مِنْ كَرَامَتِيْ عَلَى رَبِّيْ أَنِّيْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْءَتِيْ-

'আল্লাহ পাকের কাছে আমার সম্মানের কারণে আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং কেউ আমার সতর দেখেনি'।

ইমাম ত্বাবরাণী 'আল-আউসাত্ব' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এটি দুর্বল, প্রমাণযোগ্য নয়।[১১]

(٣٣) أَطْعَمَنِيْ جِبْرِيْلُ الْهَرِيْسَةَ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَشُدَّ بِهَا ظَهْرِيْ لِقِيَامِ اللَّيْلِ-

(৩৩) 'জিবরীল আমাকে জান্নাতের 'হারীসা' (বিশেষ খানা) খাওয়ায়েছেন, যেন আমি রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য শক্তি অর্জন করতে পারি'।

ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান, তাম্মাম ও উকাইলী স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের অনেকেই হাদীছটিকে জাল বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি জাল।[১২]

(٣٤) أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ بِقِدْرٍ فَأَكَلْتُ مِنْهَا، فَأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ-

(৩৪) 'আমার কাছে জিবরীল (আঃ) আসল একটি ডেগচি নিয়ে, আমি সেই ডেগচি থেকে খেলাম। ফলে স্ত্রী সহবাসে আমাকে চল্লিশ জন পুরুষের শক্তি দেয়া হ'ল'।

ইবনু সা'দ, আবু নু'আইম ও অন্যান্যরা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। খত্বীব বাগদাদী বলেন, হাদীছটি বাতিল। আলবানী বলেন, এই হাদীছের সনদে সুফইয়ান ইবনু ওয়াকী নামে একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার বলেছেন, তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। আবু যুর'আ বলেন, 'তাকে মিথ্যুক বলে ধারণা করা হ'ত'।[১৩]

---

৭. *আল-মুস্তাদরাক, তাহক্বীক্ব শায়খ মুকবিল ইবনু হাদী হা/৪২৮৬, ২/৭২২ পৃঃ।*
৮. *আল-ফাওয়ায়েদ হা/১৩৭৪, ২/৬০৬ পৃঃ।*
৯. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪১, ১/৫১৫ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৪৫৪৭, পৃঃ ৬৫৭।*
১০. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৬, ২/৪০ পৃঃ।*
১১. *যঈফুল জামে' হা/৫৩১০, পৃঃ ৭৬৭।*
১২. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯০, ২/১৩৩ পৃঃ।*
১৩. *সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৮৫, ৪/১৭৯ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৬৩, পৃঃ ১১।*

(৩৫) أَتَانِىْ جِبْرِيْلُ بِهَرِيْسَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فَأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِى الْجِمَاعِ-

(৩৫) 'জিবরীল (আঃ) আমার জন্য জান্নাত থেকে হারীসা নিয়ে আসলেন, আমি তা খেলাম। ফলে আমাকে স্ত্রী সহবাসে চল্লিশ জন পুরুষের সমান শক্তি প্রদান করা হ'ল'।

হাদীছটি জাল। মুহাদ্দিছ ইবনু আদী 'আল-কামিল' (১/১৬৫ পৃঃ) গ্রন্থে এবং ইবনুল জাওযী 'আল-মাওযূ'আত' (৩/১৭ পৃঃ) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছের সনদে 'সালাম' নামক রাবী সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করেছেন।[১৪]

উল্লেখ্য যে, এরূপ আরো কয়েকটি হাদীছ বিভিন্ন কিতাব পাওয়া যায়, যেখানে উল্লিখিত কথাগুলি বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিছগণের গবেষণা অনুযায়ী উক্ত মর্মের একটি হাদীছও ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। তবে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একথার চর্চা বিদ্যমান ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি দেওয়া হয়েছিল। যেমন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِى السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيْقُهُ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিবা-রাত্রির কোন এক সময় পর্যায়ক্রমে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। অথচ তারা সংখ্যায় এগার জন ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর এত শক্তি ছিল! আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি দেওয়া হয়েছিল'।[১৫]

(৩৬) إن اللّٰه تَعَالَى فَضَّلَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى الْمُقَرَّبِيْنَ، فَلاَ بَلَغْتُ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ لَقِيَنِىْ مَلَكٌ مِّنْ نُوْرٍ عَلَى سَرِيْرٍ مِّنْ نُوْرٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ، فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ صَفِيِّىْ وَنَبِيِّىْ فَلَمْ تَقُمْ إِلَيْهِ، وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ لَتَقُوْمَنَّ فَلاَ تَقْعُدَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

(৩৬) 'আল্লাহ তা'আলা নিকটতম ফেরেশতাদের উপরও নবীদের প্রাধান্য দান করেছেন। যখন আমি (মি'রাজ রজনীতে) সপ্তম আসমানে পৌঁছলাম তথায় নূরের চৌকীতে বসা এক নূরের ফেরেশতার সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা অহি-র মাধ্যমে তাকে বললেন, আমার প্রিয় নবী তোমাকে সালাম দিলেন আর তুমি তার জন্য দাঁড়ালে না! আমার ইয্যত ও জালালের কসম! তুমি এখন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বসতে পারবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে'। হাদীছটি জাল।

খত্বীব বাগদাদী স্বীয় 'তারীখে' হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং জাল বলেছেন। ইবনুল জাওযী 'আল-মাওযূ'আত' গ্রন্থে, হাফেয যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী 'আল-লাআলী' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করে জাল প্রমাণ করেছেন।[১৬]

(৩৭) يَا عَائِشَةُ! أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ اللّٰهَ زَوَّجَنِىْ فِى الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَكُلْثُوْمَ أُخْتَ مُوْسَى، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ-

(৩৭) 'হে আয়েশা! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মারইয়াম বিনতু ইমরান, মূসা (আঃ)-এর বোন কুলছূম এবং ফির'আউনের স্ত্রীকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছেন (অর্থাৎ জান্নাতে এরা তিনজন আমার স্ত্রী হিসাবে থাকবে)'। হাদীছটি জাল।

মুহাদ্দিছ উকাইলী 'আয-যু'আফা' গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেন, এটি মুনকার। এই হাদীছের এক রাবীকে ইমাম যাহাবী 'মিথ্যুক', 'হাদীছ জালকারী' ইত্যাদি বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১৭]

(৩৮) اَلْفَقْرُ فَخْرِىْ وَبِهِ أَفْتَخِرُ-

(৩৮) 'দারিদ্র্য আমার গৌরব, আর তা দিয়ে আমি গর্ব করে থাকি'। হাদীছটি জাল।[১৮]

দারিদ্র্যের বিষয়ে বেশ কিছু বাতিল ও অত্যন্ত দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করা হয়। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল। যেমন ইমাম ত্বাবারাণী 'আল-কাবীর' গ্রন্থে শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন এবং ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

اَلْفَقْرُ أَزْيَنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِذَارِ الْحَسَنِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ-

'মুসলমানের জন্য দারিদ্র্য ঘোড়ার গালে সুন্দর লাগামের চেয়েও বেশী চমৎকার'। হাদীছটি যঈফ।[১৯]

১৪. *সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৮৬, ৪/১৮০ পৃঃ।*
১৫. *ছহীহ বুখারী, আরবী-বাংলা হা/২৬১, ১/১৪৬ পৃঃ।*
১৬. *সিলসিলা যঈফাহ, হা/৮৪৬, ২/২৪২ পৃঃ।*
১৭. *সিলসিলা যঈফাহ, হা/৮১২, ২/২২০ পৃঃ।*
১৮. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/৭৪৫, পৃঃ ৩৫৫; আল-কাশফুল ইলাহী, হা/৬২১, ২/৫২৫ পৃঃ।*
১৯. *আল-মাক্বাছিদ হা/৭৪৫, পৃঃ ৩৫৫; আল-কাশফুল ইলাহী, হা/৬১১, ২/৫১৯; যঈফুল জামে' হা/৪০২৯, পৃঃ ৫৮৭; সিলসিলা যঈফাহ, হা/৫৬৪, ২/৩৯ পৃঃ।*

এমনিভাবে মুহাদ্দিছ দায়লামী 'ফেরদাউস' গ্রন্থে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

اَلْفَقْرُ شَيْنٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَزَيْنٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'দারিদ্র্য মানুষের কাছে দোষ, আর ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র কাছে গুণ'। হাদীছটি জাল।[20]

অনুরূপভাবে আরো বলা হয়,

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُقَرَاءُهَا وَأَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِى الْجَنَّةِ ضُعَفَاءُهَا-

'এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক হচ্ছে দরিদ্ররা এবং অতি শীঘ্র জান্নাতে আরামকারী হচ্ছে দুর্বল লোকেরা'। হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছের কোন ভিত্তি নেই।[21]

পক্ষান্তরে কিছু ছহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো জীবনে দারিদ্র্য চলে আসলে সে যদি অধৈর্য না হয়ে বরং ধৈর্যের সাথে তা বরণ করে নিতে পারে, তাহ'লে তার জন্য বড় ফযীলত রয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ-

'দরিদ্র মুমিনগণ ধনী লোকদের অর্ধ দিবস অর্থাৎ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে'।[22]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবন, মরণ এবং হাশর দরিদ্র লোকদের দলে করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দো'আ করার সময় একথা বলতে শুনেছি,

اَللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ-

'হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন তথা দরিদ্র হিসাবে জীবিত রাখ, মিসকীন হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর'। হাদীছটি ছহীহ।[23]

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ-

'আমি জান্নাত দেখেছি। অতঃপর তাতে এর অধিকাংশ অধিবাসী গরীবদেরই দেখতে পেয়েছি। আমি জাহান্নামও দেখেছি। আর নারীদেরকেই তার অধিকাংশ বাসিন্দা দেখেছি।[24]

(٣٩) مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوْتُ، فَيُقِيْمُ فِيْ قَبْرِهِ إِلاَّ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا-

(৩৯) 'কোন নবী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি চল্লিশ দিনের বেশী নিজ কবরে অবস্থান করেন না'। হাদীছটি জাল।

মুহাদ্দিছ আবু নু'আইম 'আল-হিলয়া' গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির তাঁর 'তারীখে' হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি জাল।[25]

এ বিষয়ে আরো কয়েকটি জাল হাদীছ বলা হয়ে থাকে। যেমন-

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لاَيُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ حَتَّى يُنْفَخَ فِى الصُّوْرِ-

'আম্বিয়ায়ে কেরামকে চল্লিশ দিনের পর তাঁদের কবরে রাখা হয় না। তাঁরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সামনে ছালাতরত থাকেন'।

ইমাম বায়হাক্বী 'হায়াতুল আম্বিয়া' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন। শায়খ আলবানী বলেন, এ হাদীছের সনদ দুর্বল। কারণ তাতে হাদীছ জালকারী ব্যক্তি রয়েছে।[26]

মোটকথা, যে সকল হাদীছে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-কে মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে, সেগুলি সবই জাল। বেশ কিছু ছহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকালের পরে তাঁদের কবরে (বার্যাখী জীবনে) জীবিত থাকেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ- صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ- أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ-

'আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) স্ব স্ব কবরে জীবিত এবং ছালাতরত আছেন'।

মুহাদ্দিছ বাযযার 'মুসনাদ' গ্রন্থে, মুহাদ্দিছ তাম্মাম 'আল-ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থে ইবনে আসাকির 'তারীখ' গ্রন্থে, ইবনে আদী 'আল-কামিল' গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাক্বী

২০. যঈফুল জামে' হা/৪০৩১, পৃঃ ৫৮৭।
২১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৭, ২/৪০ পৃঃ।
২২. ছহীহ ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ 'কিতাবুয-যুহদ' বাবু 'মানযিলাতুল ফুক্বারা' হা/৩৩৪৩, ৩/৩৫১ পৃঃ।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. ছহীহ বুখারী হা/৩০০১, ৩/২৮৫ পৃঃ)।
২৫. যঈফুল জামে', হা/৫২২৪, পৃঃ ৭৫৫; সিলসিলা যঈফাহ, হা/২০১, ১/৩৬০ পৃঃ।
২৬. সিলসিলা যঈফাহ, হা/২০২, ১/৩৬৪ পৃঃ।

Contents



মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

'হায়াতুল আম্বিয়া' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীছটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে হাদীছটিকে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[২৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِىْ عَلَى مُوْسَى فَرَأَيْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ-

'মি'রাজ রজনীতে মূসা (আঃ)-এর পার্শ্ব দিয়ে আমার যাত্রা হয় তখন আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি লাল টিলার কাছে নিজ কবরে দাঁড়িয়ে ছালাত পড়ছেন'।[২৮]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَى رُوْحِىْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ-

'কোন ব্যক্তি যখন আমাকে সালাম করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দিবেন এমনকি আমি তার সালামের উত্তর দিব'। হাদীছটি ছহীহ।[২৯]

আউস ইবনু আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ-

'আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীর খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন'। হাদীছটি ছহীহ।[৩০]

উক্ত হাদীছগুলি দ্বারা বুঝা যায়, নবীগণ স্ব স্ব কবরে স্বশরীরে জীবিত আছেন এবং ইবাদতে রত আছেন। মাটি তাঁদের পবিত্র শরীর স্পর্শ করে না। সুতরাং ইন্তেকালের কিছু দিন পর তাঁদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে নেওয়ার কথাটি এ সকল ছহীহ হাদীছ বিরোধী হওয়ার কারণেও ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল।

উল্লেখ থাকে যে, নবীদের জন্য উক্ত হাদীছগুলি দ্বারা ইন্তেকালের পর যে জীবন প্রমাণিত হয়েছে, এটা দুনিয়াবী জীবন নয়; বরং এটা বারযাখী জীবন। এ জীবনের ধরন, পদ্ধতি ও আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। সুতরাং কেউ যদি নবীদের কবরে জীবিত থাকার অর্থ এই বলে যে, তাঁরা বাস্তবে মৃত্যুবরণ করেন না, আমাদের মত খানা-পিনা করেন, চলাফেরা করেন, স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি করে থাকেন, আমাদের সভা মজলিসে উপস্থিত হন, আমাদের চলাফেরা দেখতে পান এবং আমাদের সালাম-দরূদ নিজ কানে শুনেন, তাহ'লে এটি হবে কুরআন-হাদীছ বিরোধী অনৈসলামিক এবং মস্ত বড় ভ্রান্ত ও বাতিল আক্বীদা। আম্বিয়ায়ে কেরাম বা অলিদের ব্যাপারে এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক-বিদ'আত ছাড়া কিছুই নয়। মুসলমানদেরকে এ সকল আক্বীদা থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

(٤٠) مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ يُبَلِّغُنِىْ، وَكُفِىَ بِهَا أَمْرُ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْشَفِيْعًا-

(৪০) 'যে ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্বে আমার উপর দরূদ পড়বে তা আমি শুনব। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে দরূদ পড়বে, তার জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, সে আমার কাছে তা পৌঁছে দিবে এবং দরূদের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে। আর আমি তার জন্য সাক্ষীদাতা ও সুপারিশকারী হব'। হাদীছটি ভিত্তিহীন।[৩১]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের মধ্যের অংশ অর্থাৎ দূর থেকে কেউ দরূদ পড়লে তা ফেরেশতার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কথাটুকু বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ أُمَّتِىْ السَّلاَمَ-

'আল্লাহ পাকের কিছু ফেরেশতা আছেন, যাঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছান'। হাদীছটি ছহীহ।[৩২]

আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَىَّ، فَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِىْ مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِىْ، فَإِذَا صَلَّى عَلَىَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِىْ، قَالَ لِىْ ذَلِكَ الْمَلَكُ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ-

২৭. *সিলসিলা ছহীহা, হা/৬২১, ২/১৮৭ পৃঃ।*
২৮. *ছহীহ মুসলিম 'ফাযায়েল' অধ্যায় 'মূসা (আঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ হা/৩৭৫।*
২৯. *সুনানু আবি দাঊদ, হা/২০৪১, ১/১৭৫ পৃঃ, 'মানাসিক' অধ্যায় 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী, আহমাদ, ত্বাবরাণী।*
৩০. *আবুদাঊদ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জুম'আর দিনের ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/১০৪৭, ১/২৯০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১০৩১, ১/৪০৪ পৃঃ; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান।*
৩১. *যঈফুল জামে', হা/৫৬৭০, পৃঃ ৮১৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩, ১/৩৬৬ পৃঃ; ফয়যুল ক্বাদীর ৬/১৭০ পৃঃ; আল-কাশফুল ইলাহী, হা/৯৪০, ২/৭০১ পৃঃ।*
৩২. *নাসাঈ হা/১২৭৮, ২/৪৪ পৃঃ; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৩৬৩৩, ২/৪৯৫ পৃঃ।*

'আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার কবরের পার্শ্বে একটি ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যখন আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়বে, তখন সে ফেরেশতা আমাকে বলবে, হে মুহাম্মাদ! অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দরূদ পড়েছে'। এ হাদীছটি হাসান।[৩৩]

আবু মাস'উদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ-

'জুম'আর দিন আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়। কেননা তোমাদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তি জুম'আর দিনে আমার উপর দরূদ পড়লে তার দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়'।[৩৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَتَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَلاَتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تُبَلِّغُنِيْ-

'আমার কবরকে ঈদ তথা মেলায় পরিণত কর না এবং তোমাদের ঘরকে কবর বানাবে না। আর যেখানেই থাক, সেখান থেকে আমার উপর দরূদ পড়। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়'।[৩৫]

এ সকল হাদীছ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে দরূদ পড়ুক বা পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে দরূদ পড়ুক উভয় দরূদ ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং পৌঁছানোর পর রাসূল (ছাঃ) সেই ছালাত ও সালামের উত্তর প্রদান করে থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যেহেতু পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সকল দরূদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেহেতু দরূদের হাদিয়া গ্রহণ করার জন্য তাঁকে মাহফিলে মাহফিলে ধরণা দিতে হয় না। তাই বলি, আমাদের দেশের বিদ'আতীরা যে বলে থাকেন, 'প্রত্যেক মীলাদ মাহফিলে নবীজি উপস্থিত হন অথবা তাঁর রূহ হাযির হয় ইত্যাদি কথাবার্তার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য উক্ত হাদীছগুলিই যথেষ্ট।

(٤١) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُمِلْتُ عَلَى الْبُرَاقِ، وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةِ الْعَضْبَاءِ وَحُمِلَ بِلاَلٌ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوْقِ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِ الْأَذَانِ، يَسْمَعُ الْخَلاَئِقُ-

(৪১) 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাকে বুরাক্বের উপর উঠাবেন, ফাতেমাকে 'আযবা' উটনীর উপর বসানো হবে, বেলালকে বেহেশতের একটি উটে উঠানো হবে। সে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে আযান দিতে থাকবে, যা সকল সৃষ্টি শুনতে পাবে'। হাদীছটি জাল।[৩৬]

(٤٢) يُجْلِسُنِيْ عَلَى الْعَرْشِ-

(৪২) 'আল্লাহ পাক ক্বিয়ামতের দিন আমাকে আরশে বসাবেন'। ইমাম যাহাবী 'আল-উলু' কিতাবে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন, এ হাদীছ মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য। শায়খ আলবানী বলেন, এ হাদীছের কোন একটি সনদও ছহীহ নয়।[৩৭]

(٤٣) مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أَنْمُلَتَيِ السَّبَّابَتَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ .... الخ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتُهُ-

(৪৩) 'মুআযযিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন উভয় তর্জনী আঙ্গুলের তলদেশ দ্বারা দুই চোখ যে ব্যক্তি মাসাহ করবে, তার জন্য রাসূলের সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে'। হাদীছটি যঈফ।[৩৮]

(٤٤) عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ-

(৪৪) 'আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত'। আলবানী বলেন, সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমতে এ হাদীছটি ভিত্তিহীন।[৩৯]

(٤٥) اِتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَمُوْسَى نَجِيًّا، وَاتَّخَذَنِيْ حَبِيْبًا ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لَأُوْثِرَنَّ حَبِيْبِيْ، عَلَى خَلِيْلِيْ وَنَجِيِّيْ-

(৪৫) 'আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে 'খলীল' বানিয়েছেন। আর মূসা (আঃ)-কে 'নাজী' (গোপন বিষয় আলোচনায় শরীক ব্যক্তি) বানিয়েছেন। আর আমাকে

---

৩৩. *সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৫৩০, ৪/৪৩ পৃঃ; ছহীহুল জামে', হা/১২০৭, পৃঃ ২৬৩।*
৩৪. *মুস্তাদরাক হাকেম, হা/৩৬৩৪, ২/৪৯৫ পৃঃ; ছহীহুল জামে', হা/১২০৮, পৃঃ ২৬৩।*
৩৫. *আবুদাউদ হা/২০৪২, ২/১৭৬ পৃঃ; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর, হা/৭২২৬, পৃঃ ১২১১।*
৩৬. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৭৩, ২/১৯২ পৃঃ।*
৩৭. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৬৫, ২/২৫৫ পৃঃ।*
৩৮. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, হা/১০২১, পৃঃ ৪৫০; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, হা/৫৮, ৫৯, ১/৩৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৩, ১/১৭৩ পৃঃ।*
৩৯. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, হা/৭০২, পৃঃ ৩৪০; আল-ফাওয়ায়িদ হা/৮৯৮, ২/৩৬৪ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ, হা/ ৪৬৬, ১/৬৭৯পৃঃ।*

বানিয়েছেন 'হাবীব' (বন্ধু)। অতঃপর বলেছেন, আমার ইয্যত ও জালালের শপথ! আমি আমার খলীল ও নাজীর উপর আমার হাবীব তথা বন্ধুকে প্রধান্য দান করব'। হাদীছটি জাল।[৪০]

এই হাদীছটি জাল হওয়ার সাথে সাথে ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল বানিয়েছেন, তেমনি নবী করীম (ছাঃ)-কেও খলীল বানিয়েছেন। যেমন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يَكُوْنَ لِىْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِىْ خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً-

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে নিষ্কৃতি চাইছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। যেমনভাবে খলীল রূপে গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-কে। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে খলীল রূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবুবকরকেই খলীল রূপে গ্রহণ করতাম'।[৪১]

(٤٦) لَايَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتًا فِيْهِ إِسْمِىْ-

'যে ঘরে আমার নাম থাকবে, সে ঘরে দারিদ্র্য প্রবেশ করবে না'। হাদীছটি জাল।[৪২]

(٤٧) مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِهِ كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهُ فِىْ الْجَنَّةِ-

'যে ব্যক্তির কোন ছেলে সন্তান জন্ম নিবে, আর সে বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে তার ছেলের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখবে, তাহ'লে সে এবং তার সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে'। হাদীছটি জাল।[৪৩]

*৪০. যঈফুল জামে' হা/৯০, পৃঃ ১৫; সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৬০৫, ৪/১০৯ পৃঃ।*

*৪১. মুসলিম (আরবী-বাংলা), হা/১০৬৯, ২/৩০৫ পৃঃ, আরবীঃ কিতাবুল মাসাজিদ, বাবু আননাহ্য়ু আন বিনায়িল মাসাজিদ, হা/৫৩২।*

*৪২. আল-ফাওয়ায়িদ, হা/১৩২৯, ২/৫৭৯ পৃঃ।*

*৪৩. আল-ফাওয়ায়িদ, হা/১৩৩২, ২/৫৭৯ পৃঃ।*

# ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধঃ মুসলিম শাসনের পতন ও বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি

*মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয**

প্রতি বছর ২৩ জুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পলাশী ট্র্যাজেডির কথা। ইংরেজী ১৭৫৭ সালের এই দিনে পলাশীর প্রান্তরে নামমাত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন উপমহাদেশ তথা বিশ্ব ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মূলে ছিল বিশ্বাসঘাতকতা।[১] এ যুদ্ধে মীরজাফর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে উপমহাদেশে দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ 'ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী' তথা বৃটিশরা প্রায় দু'শ' (১৯০) বছর ভারতবর্ষ শাসন তথা শোষণ করে। এ সময়ে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় এবং মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা ধ্বংস করতে সদা সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে প্রতিবাদকারী শত শত আলেম-ওলামাকে তারা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে তাদের জায়গা-জমি। মীরজাফর ও কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিবর্গ ইংরেজদের কু-প্ররোচনায় ইতিহাসের এই ন্যক্কারজনক অধ্যায়টি রচনা করেছিল। কঠিন দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল উপমহাদেশের মুসলমানসহ অগণিত মানুষকে।

পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইংরেজরা শুধু তাদের শাসন প্রতিষ্ঠাই করেনি, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু রাজ্যও জয় করেছে এবং লুণ্ঠন করেছে অপরিমেয় অর্থ-সম্পদ। তাদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে অত্র অঞ্চল দারিদ্র্যের রোষানলে পড়ে ধ্বংসমুখে নিপতিত হয়।

বৃটিশরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উপমহাদেশের লোকদেরর উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছিল, তার প্রকৃত ইতিহাস জানা বেশ কষ্টসাধ্য। কারণ সে সময়ের ইতিহাস রচয়িতারাও ছিল স্বার্থ-সচেতন ইংরেজ লেখক কিংবা তাদের করুণালিপ্সু আত্মপরায়ণ দেশীয় ঐতিহাসিক। বৃটিশ শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে সত্যকে চাপা দিয়ে ভিন্ন ধারায় ইতিহাস রচনা করেছে তারা।

হিন্দু জমিদারদের অনেকেই বৃটিশদের মোসাহেবী করেছে। শীর্ষস্থানীয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই যা লিখেছেন তারও মুখ্য অংশ বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক।[২] তবে দুই একজন ব্যতিক্রম। একথা সত্য যে পরাধীন জাতির

** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রোজী মোজাম্মেল মহিলা কলেজ, গুরুদাসপুর, নাটোর।*

*১. মহসিন হোসাইন, পলাশীর যুদ্ধঃ বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু কাহিনী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭)।*

*২. মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪)।*

প্রকৃত ইতিহাস বন্দীকালীন অবস্থায় সৃষ্টি হয় না। সে ইতিহাস সৃষ্টি হয় সর্বাঙ্গীন মুক্তি লাভের পর।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পলাশীর ঘটনা, পলাশীপূর্ব এবং পলাশী যুদ্ধোত্তর উপমহাদেশে এর প্রভাব এবং যারা উক্ত ঘটনায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের যে পরিণতি হয়েছিল তা অতি সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

## বৃটিশ শাসনের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থাঃ

বৃটিশ শাসনের পূর্বে ভারত উপমহাদেশ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা-দীক্ষা সকল দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল খুবই উন্নত। বাংলার মসলিন বস্ত্র শিল্প ছিল সে সময়ে পৃথিবীখ্যাত। ইউরোপীয়দের নিকট তা বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। ঐ বস্ত্র এত মসৃণ ছিল যে, ২০ গজ কাপড় অনায়াসে হাতের তালুতে মুষ্টিবদ্ধ করা যেত।[৩]

সম্রাট মুহাম্মাদ বিন তুঘলকের শাসনামল হ'তে ভারতীয় অর্থ যেন বাইরে চলে যেতে না পারে, সেজন্য বিদেশে চালান নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধন ভাণ্ডারে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থ কি পরিমাণ ছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। তিনি সিংহাসনে আরোহনের পর দিল্লী ও আগ্রায় অবস্থিত রাজকোষের ধন-দৌলত পরিমাপের কাজে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করলে দেখা গেল রাজকোষের একটি কোনাও শেষ করা সম্ভব হয়নি। স্বর্ণমুদ্রা, হীরা, জহরত ইত্যাদি অবশিষ্ট রয়েই গিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি পরিমাপের কাজ স্থগিত করে দক্ষিণ ভারতে অভিযানে নেমে পড়েন।[৪] ভারতীয় ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যই মূলতঃ ১ম আলেকজান্ডার, কলম্বাস, ভাস্কো-দা-গামা, জার সম্রাট পীটারকে ভারত অভিযানে প্রলুব্ধ করেছিল। আর এটিই ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ* ও পর্তুগীজ বণিকদেরকে ভারতীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সে সময়ে মুসলমানগণ ইসলামী নিয়ম-কানূন মোটামুটিভাবে মেনে চলতেন। মুসলমানদের আদর্শ ও ভাবধারায় কতক হিন্দুও আকৃষ্ট হ'ত। সে কারণে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলে কতক মর্যাদাবান হিন্দু নারীও বাইরে বের হওয়ার সময় বোরক্বা পরে বের হ'ত।[৫] মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতবাসী প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সে সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষার সকল ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক। মুসলিম শাসকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মুলার উল্লেখ করেছেন, 'ইংরেজরা ক্ষমতা দখলকালে শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই ৮০ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল'।[৬] অথচ সে সময়ে আজকের তুলনায় লোক সংখ্যা অনেক অনেক গুণ কম ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য মুসলিম শাসকগণ লা-খারাজ* সম্পত্তি প্রদান করতেন। যার আয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নির্মাণ, সংস্কার পরিচালনা এবং শিক্ষকদের বেতন ভাতার ব্যয় মিটানো হ'ত। অনুরূপভাবে মসজিদ ইত্যাদি পরিচালনা এবং বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কাজ করা হ'ত। জানা যায়, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সময় বাংলায় মোট ভূমির এক চুতর্থাংশই ছিল লা-খারাজ ভূমি।[৭]

## পলাশীর প্রেক্ষাপটঃ

বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ এবং প্রাচুর্যে ভরপুর ভারতবর্ষের প্রতি বহু পূর্বকাল থেকেই ইউরোপীয় বণিকদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করতে এসে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে শাসন ক্ষমতা দখলের কূট কৌশল ও প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। অবশেষে ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল নবাব আলী বর্দীর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাদের এ প্রচেষ্টা আরো জোরদার হয়। এদেশের কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোভী অমাত্যবর্গকে অর্থের লোভ দেখিয়ে তারা এ পথে লেলিয়ে দেয়। ইংরেজদের প্রধান হিসাবে কাজ করে রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজদের এ সহযোগিতার কর্ণধার ছিল মীরজাফর এবং আরো ছিল উমি চাঁদ, রাজ বল্লভ, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ, রাজা রাম কৃষ্ণরায়, নন্দ কুমার রায়, মাহতাব চাঁদ, মানিক চাঁদ, ঘষেটী বেগম প্রমুখ।

ইংরেজ প্রধান রবার্ট ক্লাইভ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে মসনদে বসাবে বলে লোভ দেখিয়ে গোপনে সকল ষড়যন্ত্র পাকা করে। নবাব বিরোধী সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সবকিছু ঠিকঠাক করার পর আলী নগরের সন্ধির সামান্য আপত্তির অভিযোগে রবার্ট ক্লাইভ প্রায় ৩ হাযার সৈন্য এবং ৮টি কামান নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ওদিকে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ৫০ হাযার সৈন্য ও ৫৩টি ভারী কামান নিয়ে মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশী প্রান্তরে উপস্থিত হন।[৮] পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব থাকলে

৩. *অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস ২য় খণ্ড, (কলিকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী, পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৭)।*

৪. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা প্রবন্ধ- সাম্রাজ্যবাদ শাসন বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আলিমগণের অবদান, ৪০ বর্ষ- ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০ইং, পৃঃ ১৫।*

* *নেদারল্যাণ্ড তথা হল্যাণ্ডের বণিকদেরকে ওলন্দাজ বলা হয়।*

৫. *ঢাকা ডাইজেস্ট, এপ্রিল ১৯৯৩ইং খুশবন্ত সিং, হযরত খাজা নিজামুদ্দিন ও মুসাদ্দিলাল'।*

৬. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ জুন ১৯৯৬ইং, পলাশী দিবস সংখ্যা, পৃঃ ৭।*

* *যে ভূমির কোন রাজস্ব বা কর নেওয়া হয় না তাকে লা-খারাজ বলা হয়।*

৭. *তদেব।*

৮. *সিকান্দার আবু জাফর, সিরাজ উদ্দৌলা, (ঢাকাঃ তাজ কোম্পানী তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৬), পৃঃ ২৫।*

নবাব সিরাজদ্দৌলার ইংরেজ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও পরাজয় বরণ করেন।

আসলে যুদ্ধ নয় বিশ্বাসঘাতকতাই সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মূল কারণ। মাত্র আধা ঘন্টার যুদ্ধে (সকাল ১০-৩০ মিঃ হ'তে ১১ টা) সিরাজ এভাবে পরাজয় বরণ করেন।

অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সিরাজ রাজধানী মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদ হ'তে বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্যে। তার যাত্রার প্রাক্কালে তার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা এবং কন্যা যোহরা যেতে চাইলে তাদেরকেও সাথে নেন। কিন্তু রাজ মহলের নিকট একটা পুরনো ভাঙ্গা মসজিদে রাত্রি যাপনের সময় মীরজাফরের জামাতা মীর কাসিমের হাতে তিনি বন্দী হন। পরে মীরজাফরের কুখ্যাত পুত্র মীরণের আদেশে মুহাম্মদী বেগ ১৭৫৭ সালের ২রা জুলাই তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে।

পরবর্তীতে ১৭৬৪ মতান্তরে ১৭৬৫ সালে মীর কাসিম ও দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে বটে। কিন্তু কিছু হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায় বক্সারের এ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা সমগ্র ভারত উপমহাদেশ দখল করে নেয় এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

## পলাশী যুদ্ধোত্তর প্রভাবঃ

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় মীরজাফর ও মীর কাসিম নাম মাত্র শাসক ছিলেন। পরোক্ষভাবে ইংরেজরাই সবকিছু পরিচালনা করত। কিন্তু ১৭৬৪ মতান্তরে ১৭৬৫ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম ও শাহ্ আলমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের নিকট পরাজিত হ'লে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ঐতিহাসিকভাবে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বলে কোম্পানী (ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী) আমল এবং ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময় হচ্ছে সরাসরি বৃটিশের কেন্দ্রীয় শাসন।[৯]

বৃটিশরা তাদের শাসনামলে ভারত থেকে যে পরিমাণ সম্পদ লুট করেছে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করেছে এবং ভারতবাসীর উপর যে অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা আদৌ সম্ভব নয়। তবে আমরা এ ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব মাত্র।-

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮ বছরে ইংরেজরা শুধু বাংলার মসনদ (মীরজাফর, মীর কাসিমের নিকট) বিক্রি করে ৪ দফায় (১৭৫৭, ১৭৬০, ১৭৬৩, ১৭৬৫) যে পরিমাণ অর্থ লুট করে নেয় তার পরিমাণ হচ্ছে মোট ৩,৬৬,৩৩,৮৩০ (তিন কোটি ছিষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাযার আটশত ত্রিশ টাকা)।[১০]

উইলিয়াম ডিগবী এবং মিঃ হ্যাণ্ডম্যান ১৮৩৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা যা লুটে নিয়েছে তার পরিমাণ উল্লেখ করেছেন ১১ লক্ষ ৯৮ হাযার কোটি টাকা।[১১] অথচ সে সময়ে ১ টাকায় ৪ থেকে ৫ মন চাউল পাওয়া যেত।[১২] তাহ'লে কি পরিমাণ সম্পদ তারা এদেশ থেকে লুট করে নিয়েছে তা সহজে অনুমেয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত এবং অন্যভাবেও তারা প্রচুর পরিমাণ সম্পদ লুট করেছে। তাদের একচেটিয়া শোষণ এবং লুণ্ঠনের ফলে সমৃদ্ধ এ উপমহাদেশ কয়েক বছরের মধ্যেই দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিপতিত হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১১৭৬ সালে উপমহাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় তা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। তাতে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় এবং এক তৃতীয়াংশ আবাদী জমি পতিত জমিতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক হান্টারের বর্ণনায় জানা যায়, 'এ দুর্ভিক্ষে জনগণ তাদের অভাবের কারণে বীজ ধান পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। এমনকি গাছের পাতা এবং ঘাস পর্যন্ত খায়। অনশনে জীর্ণ, রোগে ক্লিষ্ট কংকাল সার মানুষ এত পরিমাণ মারা যায় যে, রাস্তাঘাটে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তা পোঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না'।[১৩] ঐতিহাসিক হান্টারের বিবরণে আরো জানা যায় যে, (১৭৭০ সালের) 'জুন মাসে প্রতি ষোল জনের ছয় জন মারা গিয়েছিল বলে ধরা হয়'।[১৪]

এত শোষণ-পীড়নের পরও কোম্পানী সরকারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটেনি। শকুনের মত লাশের উপরে বসেও কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল মৃত প্রায় চাষীদের উপর। তাই দেখা যায়, দুর্ভিক্ষের পূর্বে (১৭৬৮) যেখানে বাংলাদেশের রাজস্ব ছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৪ হাযার ৮শ' ৫৬ টাকা, সেখানে দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ সালে সমগ্র দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ার পরও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৬ হাযার ৫শ' ৭৬ টাকা।[১৫]

সে সময়ে ভারতীয় কর্মচারীদের ন্যায্য বেতনও দেওয়া হ'ত না। একটা তথ্য মতে জানা যায়, কোম্পানী আমলে একজন ইংরেজ কর্মচারীকে একজন ভারতীয়ের ২০ গুণ পারিশ্রমিক দেওয়া হ'ত।[১৬] অর্থাৎ একজন ভারতীয়

৯. *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ, পৃঃ ৭।*

১০. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬।*
১১. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।*
১২. *অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।*
১৩. *হান্টার, পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal): পৃঃ ২২-২৩।*
১৪. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।*
১৫. *বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, পৃঃ ৫।*
১৬. *ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকা পৃঃ ২৮।*

কর্মচারী ইংরেজ কর্মচারীর বিশ ভাগের এক ভাগ পারিশ্রমিক পেত।

ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পর প্রথমেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে দুর্বল করে দেয়। মুসলিম বাদশাগণ মাদরাসা-মসজিদ, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য যে সকল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন, ইংরেজরা তা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া শিক্ষা থেকে ভারতীয় জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখাও ছিল তাদের একটা কৌশল। কারণ কোন জাতি শিক্ষিত হ'লে, তারা যালিমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। তারা তা ভাল করেই জানত। বৃটশরা খুব কৌশলে এমন মানবতা বিরোধী পদক্ষেপ নেয়। ফলে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষার হার যেখানে ছিল ৫১%, বৃটিশ শাসনামলে তা ২%-এ নেমে আসে।[১৭] যা একটা জাতির জন্য বড়ই বেদনাদায়ক।

তাদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে লর্ড ম্যাকল বলেন, "A class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect." অর্থাৎ 'আমাদের এমন একটি দল গড়ে তুলতে হবে, যারা রক্ত ও বর্ণের দিক দিয়ে হবে ভারতীয়। আর রুচি, চিন্তাধারা ও অনুভূতির দিক দিয়ে হবে ইংরেজ'।[১৮]

ম্যাকল তার পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেন, "It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respected classes in Bengal thirty years since. And this will be effected without any efforts to proselytes." অর্থাৎ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খৃষ্ট ধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, ধর্ম প্রচারের আবশ্যকই হবে না। পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তি পূজক থাকবে না'।[১৯] সে সময়ে ইংরেজদের চক্রান্তে অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমানের উপর তাদের কৃষ্টি-কালচারের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এমনকি আজ তার প্রভাব স্বরূপ এদেশে ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

পরবর্তীতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে এদেশে বহু আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। যেমন মীর নেছার আলী তিতুমীরের মুহাম্মাদী আন্দোলন, ওয়াহাবী আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন, রেশমী রুমাল আন্দোলন, বালাকোটের যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ফারায়েযী আন্দোলনসহ আরো অসংখ্য আন্দোলন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

*১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।*
*১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯ (৬৮ তথ্য সূত্র)।*
*১৯. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ (ঢাকাঃ জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং), পৃঃ ৫০।*

## বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতিঃ

বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে। এ বিশ্বাসঘাতক চক্র শুধু যে তাদের ঘৃণ্য কাজের জন্য ইতিহাসে ধিকৃত তাই নয়, তারা তাদের নিজ নিজ কৃতকর্মের ইহলৌকিক চরম পরিণতি তাদের জীবদ্দশায়ই উপলব্ধি করেছিল।

মহান আল্লাহ বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে'? *(মুহাম্মাদ ১০)*। যারা আল্লাহ্‌র বিধান না মেনে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং নিজেকে বড় মনে করে আত্মগর্ব করেছে, অতঃপর যখন তাদের করুণ পরিণতি বা মৃত্যু হয়েছে, তখন তাদের ঘটনা থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে।

পলাশী যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সাথে জড়িতদে পার্থিব পরিণতি নিম্নরূপঃ

### (১) মীরজাফরঃ

পলাশী ট্র্যাজেডির প্রধান নায়ক ছিল মীরজাফর। যুদ্ধের পর থেকে মীরজাফর নামটি বিশেষ রূপে তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। লোকেরা শত শত বছর ধরে মীরজাফর নামের অর্থ করে আসছে 'বিশ্বাসঘাতক'। বোধ করি বাংলাদেশ ও বাঙালীর অস্তিত্ব যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ততদিন মীরজাফর নামটি ঘৃণার সঙ্গে বেঈমানীর প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হবে।

মীরজাফর নবাব সিরাজের পাশে থাকবে বলে অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু সে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং মিথ্যা বলে। সে পলাশী যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করবে না মর্মে ইংরেজদের সাথে গোপনে অঙ্গীকার করে এবং বিনিময়ে সিরাজের পরিবর্তে বাংলার নবাবী লাভ করবে। কিন্তু তার স্বপ্নসাধ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। অল্পদিন পরেই সে বিশ্বাসঘাতকতার ফল উপলব্ধি করতে থাকে। তার গায়ে দেখা দেয় কুষ্ঠরোগ। ইতিপূর্বে মুর্শিদাবাদে কেউ এ রোগের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দুশ্চিন্তায় ও অতীত দুষ্কর্মের অনুশোচনায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। অবশেষে ১৭৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে সীমাহীন দুর্ভোগের পর ৭৪ বছর বয়সে মারা যায় বাংলার এই কুখ্যাত প্রধান বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর।[২০]

*২০. দৈনিক দিনকাল, ২৩ জুন-১৯৯৭ইং (বিশেষ ক্রোড়পত্র)।*

## (২) মীরণঃ

মীরজাফরের পুত্র পাপাত্মা মীরণ ছিল দুষ্কর্মের শিরোমণি। তারই নির্দেশে মুহাম্মাদী বেগকে দিয়ে নবাব সিরাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। অতঃপর নবাব পত্নী লুৎফুন্নেসাকে বিয়ে করতে চাইলে লুৎফা ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

অপরদিকে তারই নির্দেশে সিরাজ মাতা আমেনা বেগম এবং খালা ঘষেটী বেগমকে পদ্মার মাঝ নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়।[২১] পদ্মা নদীতে ডুবে মরার সময় তারা উভয়েই অভিশাপ দিয়েছিলেন মীরণ যেন বজ্রাঘাতে মারা যায়।[২২] অতঃপর ১৭৬০ সালের ২রা জুলাই কোন এক ছাউনীতে অবস্থান কালে মীরণ বজ্রাঘাতে মারা যায়।[২৩]

তবে মীরণ হত্যার একটি ভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় যে, সে বজ্রাঘাতে মারা যায়নি। ইংরেজরা কৌশলে তাকে হত্যা করেছিল। ইংরেজদের নির্দেশে মীরণকে হত্যা করে মেজর ওয়ালস। তবে তার এ মৃত্যু ঘটনাটি ধামা চাপা দেওয়ার জন্য ইংরেজরা মিথ্যা গল্প বানিয়েছিল। তারা বলেছে, মীরণ বিহারের শাহজাদা আলী গাওহার-এর (পরে বাদশা আলম) সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পথিমধ্যে বজ্রাঘাতে তাবুতে আগুন ধরে গেলে সে নিহত হয়। প্রকৃত ঘটনা হ'ল, তাকে আততায়ীরা হত্যা করেছিল। প্রচণ্ড ঝড় আর ঘন ঘন বজ্রপাতের সময় তার তাবুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। আর এটা আসল ঘটনা চাপা দেওয়ার একটি কৌশল মাত্র।[২৪]

## (৩) রাজ বল্লভঃ

হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পরে রাজ বল্লভ ঢাকার দেওয়ান হন। ঘষেটী বেগমের স্বামী ওয়াজেশ খাঁ ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক। সেকারণ ঢাকার প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রাজ বল্লভ। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন কায়েমে রাজ বল্লভের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে সহায়ক ছিল।

রাজ নগরকে রাজ বল্লভ রাজোচিত শোভায় সাজিয়েছিল। কিন্তু নদী ভাঙ্গনে তার ইমারতগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। তার জমিদারী তার জীবদ্দশাতেই তার ৫ পুত্রের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে গোলযোগ ও দুর্ভোগ শুরু হয়ে যায়। নবাব ও নবাব পরিবারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ রাজ বল্লভ প্রথমে কারাগারে ও পরে মুক্তি লাভ করে জনসাধারণের অতি ঘৃণার পাত্র হয়ে দীনাবস্থায় দুঃসহ নিপীড়ন ভোগ করে। নবাব মীর কাসিম রাজ বল্লভকে ১৭৬৩ সালে দেশদ্রোহিতার শাস্তি স্বরূপ গলায় বালুর বস্তা বেঁধে গঙ্গা বক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করে।[২৫]

## (৪) উমি চাঁদঃ

উমি চাঁদ ছিল জাতিতে শিখ। ইংরেজ কোম্পানীর দাদন-বায়না নিয়ে উমি চাঁদ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়। দালালী ব্যবসা করে উমি চাঁদ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিল। তখন সে দেশের রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করে। উমি চাঁদ ছিল বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে দু'পক্ষেই খাতির রাখত। সে মীরজাফর প্রমুখদের নবাব বিরোধী চক্রান্ত ও শলাপরামর্শের সহযোগী ছিল।

ইংরেজরা পলাশীতে জয়লাভ করতে পারলে তাকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পর ধূর্ত ক্লাইভ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিশ্বাসঘাতক উমি চাঁদ মাত্র ৩০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রিতে হাত মিলিয়েছিল ইংরেজদের সাথে। কিন্তু টাকা না পেয়ে চারিদিকে অন্ধকার দেখে। টাকার শোকে সে পাগল হয়ে যায় এবং যেখানে সেখানে পথে পথে ঘুরতে থাকে। কখনো সে রাজা-উযিরের ন্যায় বাক্যালাপ করত, আবার কখনো হায়! কি হ'ল বলে কান্নাকাটি করত। এভাবে উমি চাঁদ তার অতীত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে মালদহের কোন এক স্থানে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায় এবং ১৭৫৮ সালের ৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করে।[২৬]

## (৫) ইয়ার লতীফ খানঃ

পলাশী ষড়যন্ত্রের শুরুতে ষড়যন্ত্রকারীরা ইয়ার লতীফ খানকে ক্ষমতার মসনদে বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এক্ষেত্রে মীরজাফরের নাম উচ্চারিত হয় এ জন্য যে, সে নবাবের আত্মীয় তাই কেউ সহজে সন্দেহ করবে না। ইয়ারলতিফ ছিল নবাবের একজন সেনাপতি। সে পলাশী ষড়যন্ত্রের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার বাহিনী মীরজাফরের ন্যায় নীরব ভূমিকা পালন করে।

তার সম্পর্কে জানা যায়, সে যুদ্ধের পর আকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। অনেকের ধারণা, তাকে কে বা কারা গোপনে হত্যা করেছে।[২৭]

## (৬) জগৎশেঠ, মাহতাব চাঁদ, স্বরূপ চাঁদঃ

জগৎ শেঠ, মাহতাব চাঁদ, স্বরূপ চাঁদ এরা সব সময় নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য-সহযোগিতা করে এসেছে সর্বতোভাবে। এরা ছিল প্রচুর টাকার মালিক। ইংরেজদের প্রয়োজনের সময় তারা তাদেরকে অনেক টাকা পয়সা ধার দিয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু নবাবের প্রয়োজনে কখনো তা করেনি।

---

২১. তদেব; *পলাশীর যুদ্ধঃ বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু কাহিনী।*
২২. তদেব।
২৩. তদেব; *সিকান্দার আবু জাফর, সিরাজ উদ্দৌলা।*
২৪. *দৈনিক দিনকাল, ২৩ জুন ১৯৯৭ ইং।*
২৫. *পলাশীর যুদ্ধঃ বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু কাহিনী, পৃঃ ৪৫।*
২৬. তদেব, পৃঃ ৪০-৪১।
২৭. *দৈনিক দিনকাল, ২৩ জুন ১৯৯৭ইং (বিশেষ ক্রোড়পত্র)।*

পরবর্তীতে মীর কাসিমের সময় 'উদয় নালার' যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে পরাজিত হ'লে মীর কাসিম মুঙ্গেরের অতি উঁচু দুর্গ শিখর থেকে গঙ্গার পাহাড়িয়া নদীগর্ভে ফেলে দিয়ে এই বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করে। এটাই ছিল মাতৃভূমি বাংলার সাথে তাদের বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি।[২৮]

## (৭) নন্দ কুমার ও কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ঃ

নন্দ কুমার চাটুকার ও তোষামোদকারী বলে ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। একটি মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নন্দ কুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির দিন কলকাতা শহরে হিন্দুর গৃহে রন্ধন কার্য চলেনি। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার ভয়ে গঙ্গার অপর পাড়ে উঠে যায়।[২৯]

কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষ হ'তে মুসলিম শাসন অবসানের জন্য বিশ্বাসঘাতকদের সাথে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল। এ চেষ্টার মূলে ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষ।

মীর কাসিমের সময় 'উদয় নালার' যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজধানী মুঙ্গেরে বন্দী করা হয় এবং পরে তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মুঙ্গের থেকে নবাবের দ্রুত গমনের জন্য বিশ্বাসঘাতক কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তবে তার যে দুর্গতি হয়েছিল তাতেই তার বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য শাস্তি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়।[৩০]

## (৮) মীর কাসিমঃ

মীর কাসিম ছিল মীরজাফরের জামাতা। সিরাজুদ্দৌলা পলাশীতে পরাজয় বরণ করার পর যখন তিনি স্ত্রী লুৎফুন্নেসাকে নিয়ে রাজ মহলের নিকটে একটি ভাঙ্গা মসজিদে রাত্রি যাপনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন মীর দাউদের আদেশে মীর কাসিম নবাব পরিবারকে রাতের আঁধারে বন্দী করে। ঐ রাতে সিরাজ মীর কাসিম কর্তৃক বন্দী না হয়ে যদি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতে পারতেন, তাহ'লে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে রচিত হ'ত।

পরবর্তীতে মীর কাসিম তার ভুল বুঝতে পারে। মীর কাসিম নবাবী লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। পরে সে মাতৃভূমি রক্ষার্থে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। মীর কাসিম তার ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের মারাত্মক ভুলের কথা বুঝতে পেরে নবাব সিরাজের পতনের জন্য হৃদয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। মীর কাসিম সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ইংরেজ সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বক্সারের (১৭৬৪ খৃঃ) যুদ্ধে মুসলমানদের সম্মিলিত বাহিনী কিছু হিন্দু জমিদার ও কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে মীর কাসিমের পতন ঘটে।

বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম আত্মরক্ষার জন্য গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মীর কাসিমের কোন সন্ধান পায়নি। কিছুকাল পরে নবাব মীর কাসিমকে মৃত অবস্থায় দিল্লীর রাজ পথের পার্শ্বে পাওয়া যায়।[৩১]

## (৯) মুহাম্মাদী বেগঃ

এই সেই মুহাম্মাদী বেগ, যে নবাব সিরাজকে নিজ হাতে হত্যা করেছিল। অথচ নবাব সিরাজের পিতা তাকে বড় আদর-যত্নে লালন-পালন করেছিলেন। উপকারীর প্রতিদান এভাবে দিল স্বার্থপর, লোভী, নরপিশাচ, নিষ্ঠুর বেগ। অর্থের লোভে মীরণের আদেশে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে নবাব সিরাজকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় করে দিল। কুখ্যাত বেগ নবাব সিরাজের মৃত্যুর পূর্বে দু'রাকাত ছালাত আদায়েরও সময় দেয়নি। পূরণ হ'তে দেয়নি তার অন্তিম ইচ্ছা।

পরবর্তীতে মুহাম্মাদী বেগ মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় বিনা কারণে কুপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। এভাবেই শাস্তি হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচের।[৩২]

এক্ষণে আমরা আলোচনা করব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের পরিণতি সম্পর্কে-

## (১০) উইলিয়াম ওয়াটসঃ

ওয়াটস 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'র কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসাবে প্রবেশাধিকার লাভ করে। সর্বপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে তার জুড়ি ছিল না। মীরজাফর প্রমুখদের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ রাখা এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবার অন্যতম প্রধান সহায়ক ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেছিল সে। পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী তাকে বরখাস্ত করেছিল। হতোদ্যম ওয়াটস দেশে ফিরে গিয়ে অকালে মারা যায়।[৩৩]

---

*২৮. পলাশীর যুদ্ধঃ বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু কাহিনী, পৃঃ ৪২।*
*২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।*
*৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।*
*৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।*
*৩২. দৈনিক দিনকাল, ২৩ জুন, ১৯৯৭ইং (বিশেষ ক্রোড়পত্র)।*
*৩৩. সিরাজ উদ্দৌলা, পৃঃ ২৮-২৯।*

## (১১) ওয়াটসনঃ

এ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন ছিল ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনী প্রধান। নবাবের ফৌজদার মানিক চাঁদকে তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজরা কলকাতা দখল করে। উক্ত ইংরেজ দলে ওয়াটসনও ছিল প্রধান ভূমিকায়। এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবাহিনীর নেতৃত্বে ইংরেজরা অতি সহজে চন্দন নগরের ফরাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।

কিন্তু এ্যাডমিরাল ওয়াটসন যুদ্ধ জয়ের সুখ বেশী দিন ভোগ করতে পারেনি। সে পলাশী যুদ্ধের দু'মাস পরেই অসুস্থ হয়ে কলকাতায় মারা যায়।[৩৪]

## (১২) রবার্ট ক্লাইভঃ

ইংরেজ প্রধান রবার্ট ক্লাইভ যেমন ধূর্ত, তেমনি সাহসী ছিল। আবার যেমন মিথ্যাবাদী, তেমনি কৌশলী। সে চারিদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করত তরুণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। নবাবের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থপর, শঠ ও বিশ্বাসঘাতক আমাত্য ও সেনাপতিকে উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে সে নিজের দলে নিয়ে এলো। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হ'ল শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার। অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল না। সহজেই ক্লাইভের সৈন্য জয়লাভ করল।

১৭৬৭ সালের জুলাই মাসে ক্লাইভ ভারত থেকে দেশে ফিরে যায় শেষবারের মত। কিন্তু তার মনে শান্তি নেই। দেশের মানুষ তাকে অভিযুক্ত করেছে। এ অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ক্লাইভ স্নানের ঘরে দাড়ি কাটা তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে। অনেকের মতে, অসৎ, মিথ্যাবাদী, পররাজ্য লুণ্ঠনকারী এবং বিশ্বাসঘাতকদের পৃষ্ঠপোষক ক্লাইভের এই পরিণতি অনিবার্য ছিল।[৩৫]

উপরিউক্ত আলোচনায় আমাদের নিকটে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা নিজ স্বার্থে এবং অর্থ লোভে জন্মভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা কেউ মূলতঃ মানসিক প্রশান্তি বা সুখ-শান্তি পায়নি। ইহ জীবনেই তারা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করেছে এবং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

তাই আমাদের সবারই উচিৎ, পলাশী ট্র্যাজেডীর উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ট হওয়া। তাহ'লে আমরা ইহ জীবনে পাব শান্তি এবং পরকালে পাব মুক্তি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

*৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।*
*৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।*

## ছাহাবা চরিত

# বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)

*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*

### ভূমিকাঃ

আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। কেবলমাত্র তারা ব্যতীত, যারা (১) ঈমান এনেছে (২) সৎকর্ম সম্পাদন করেছে (৩) পরস্পরে হক্বের উপদেশ দান করেছে এবং (৪) পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১-৩)*। মক্কায় অবতীর্ণ তিন আয়াত বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র সূরায় বর্ণিত ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে নিশ্চিত মুক্তির চারটি অনন্য গুণাবলীর একত্রে সন্নিবেশ ঘটেছিল ছাহাবায়ে কেরামের ত্যাগপূত জীবনীতে। ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবরের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইসলামের প্রথম সারির মুসলমানগণ। কাফের-মুশরিকদের সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন, দম্ভ-অহংকার, বয়কট, অবাঞ্ছিত ঘোষণা ইত্যাদি কোন ঘৃণ্য মাধ্যমই তাঁদের ঈমানী চেতনায় সামান্যতম ঘাটতি আনতে পারেনি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বরং নির্যাতনের রকম ও পরিধি বৃদ্ধি পর্যন্তই তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল।

পৌত্তলিক আরব সমাজে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় তমসায় নিমজ্জিত আরব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত চূড়ান্ত সত্য 'অহি'-র আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য, অশান্ত বিশ্বকে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের পতাকামূলে জমায়েত করার জন্য, সর্বোপরি পরকালীন অনন্ত জীবনে সীমাহীন সুখ-শান্তি ও নিরাপদে বসবাসের জন্য বিশ্ব নবী (ছাঃ)-এর বিপ্লবী ঘোষণা সমকালীন পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দকে থমকে দিয়েছিল। পূর্ব পুরুষদের থেকে চলে আসা নিজেদের আচরিত বহু দেবতার পূজারী আরবদের পক্ষে এ তাওহীদি ঘোষণা যেন বজ্রাঘাত সদৃশ মনে হ'ল। তাই তারা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। চালানো হ'ল নও মুসলিমগণের উপরে অত্যাচারের স্টীম রোলার। অবর্ণনীয় নির্যাতনে জর্জরিত মুসলিমের সম্মুখে তারা উল্লাসের নৃত্য করত। আর যদি সে কোন মুশরিকের ক্রীতদাস হ'ত, তবে তো কথাই ছিল না। নির্যাতনের এমন কোন প্রকার অবশিষ্ট থাকত না, যা তার উপরে প্রয়োগ করা হ'ত না।

বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ) ছিলেন প্রথম সারির একজন মুসলমান। ইসলাম গ্রহণের ফলে যার উপর স্বীয় মুনীব উমাইয়া বিন খালফের পক্ষ থেকে নেমে এসেছিল এরকমই অবর্ণনীয়, বর্বর ও পৈশাচিক নির্যাতন। তদুপরি তিনি ছিলেন হক্বের উপরে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল। আলোচ্য নিবন্ধে পাঠকদের উদ্দেশ্যে তার সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস তুলে ধরা হ'ল।

## নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর নাম বিলাল। পিতার নাম রাবাহ। মাতার নাম হুমামাহ।[১] তিনি বিলাল বিন রাবাহ আল-হাবশী, আল-ক্বারাশী, আত-তায়মী বলে পরিচিত।[২] তাঁর কুনিয়াত সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন আবু আব্দিল করীম, আবু আব্দিল্লাহ, আবু আমর।[৩] তাঁর পিতা মূলতঃ হাবশী বংশোদ্ভূত ছিলেন। সেকারণ বিলালকে হাবশী বলা হয়।

## জন্মঃ

তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে জীবনীকারগণ তেমন কিছু উল্লেখ করেননি। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের প্রায় ২৮ বছর পূর্বে তিনি মক্কার বনু জুমাহ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়।[৪]

## শারীরিক গঠনঃ

ঈমানী তেজে উদ্দীপ্ত বিলাল বাহ্যিক সুদর্শন ছিলেন না। তিনি ছিলেন মোটা ঠোঁট, পাতলা কপোল, খানিক কুঁজো ছিপছিপে শরীর, মাথায় পর্যাপ্ত কাঁচা-পাকা চুল বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় এক দীর্ঘ পুরুষ। ছিলেন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও দুর্বল চিত্তের মানুষ। তাঁর ত্বক ছিল শক্ত, মযবূত।[৫] তবে তাঁর ঈমানী সবলতা, তেজোদ্দীপ্ততা সমকালীন বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

## ক্রীতদাস বিলালঃ

জাহেলী আরব সমাজে ক্রীতদাস প্রথা ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের ন্যায় মানুষও বিক্রি হ'ত। সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনে গোলাম ক্রয় করে নিত। মুনিবের বিশ্বাসভাজন ও অনুগত গোলাম হ'লে তাকে দিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করিয়ে নেওয়া হ'ত। অন্যথায় তাকে বিক্রি করে দিয়ে নতুন গোলাম ক্রয় করা হ'ত। এক একজন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী একাধিক গোলাম পর্যন্ত খরিদ করত। অনেক বেপরোয়া মুনিব স্বীয় গোলামদের উপরে চালাত বর্বরেচিত নির্যাতন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর নির্যাতিত ক্রীতদাস শ্রেণীর মধ্যে আশার সঞ্চার হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসহায় ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করলেন। ঘোষণা করলেন এ মহতী কাজের মহা পুরস্কারের কথা। কুরআন মজীদে যাকাতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ের খাত সমূহের মধ্যে দাসমুক্তিকে গণ্য করা হ'ল *(তওবা ৬০)*।

বিলাল (রাঃ)-এর পিতা রাবাহও ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন গোলাম। হাবশী বংশোদ্ভূত রাবাহ স্বীয় স্ত্রী হুমামাহ সমভিব্যাহারে মক্কায় আগমন পূর্বক স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি এ সময়ে 'বনু জুমাহ' গোত্রের গোলামী গ্রহণ করেন। গোলাম পিতার দরিদ্র পুত্র বিলাল (রাঃ)ও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হন। তিনি মক্কার প্রভাবশালী পৌত্তলিক নেতা 'বনু জুমাহ' গোত্রের কুখ্যাত উমাইয়া বিন খালফ-এর ক্রীতদাস ছিলেন।[৬] ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কাল পর্যন্ত তিনি স্বীয় মুনিবের নিষ্ঠাবান গোলাম ছিলেন। দেখতে বেমানান, কুৎসিত হ'লেও তাঁর ছিল বহুবিধ গুণ। তিনি ছিলেন একজন দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি।

## ইসলাম গ্রহণঃ

উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস থাকাবস্থায় ইসলামের একেবারেই সূচনালগ্নে তাওহীদের মর্মস্পর্শী হৃদয়কাড়া আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রথম কাতারের মর্যাদামণ্ডিত মুসলমানদের তালিকায় নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে তালিকাভুক্ত করেছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)। ক্রীতদাসের শৃংখলে বন্দী থাকা সত্ত্বেও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'। একজন সামান্য ক্রীতদাস হয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরকম বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন এবং রিসালাতের সুধা পান আরব নেতৃবৃন্দকে আরেকবার ভাবিয়ে তুলেছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনও গোপনে ব্যক্তিগত যোগাযোগের (Personal Contact) মাধ্যমে দ্বীনে হক্ব-এর দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। বিশ্বপ্রভু কর্তৃক অর্পিত রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে ময়দানে নেমেছেন। সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছেন সফলতা-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। ঠিক সে সময়ে তাওহীদের এ জান্নাতী আহ্বান বিলালের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তিনি চিন্তামগ্ন হ'লেন। অতঃপর সত্য বিজয়ী হ'ল। কাল বিলম্ব না করেই ইসলামের সুমহান বিশ্ববিজয়ী পতাকাতলে সমবেত হ'লেন তিনি। মুজাহিদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে সর্বাগ্রে যাঁদের মধ্যে ইসলামের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁরা হ'লেন আবুবকর, বিলাল, খাব্বাব, ছুহাইব, আম্মার এবং তাঁর মা সুমাইয়া (রাঃ) প্রমুখ। অর্থাৎ হযরত বিলাল (রাঃ) সেই সাত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা তাওহীদের ঝাণ্ডাকে

---

১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তা.বি.), ১ম খণ্ড, ১ম জুয, পৃঃ ১৭০।*

২. *নববী, তাহযীবুল আসমাই ওয়াললুগাত (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তা.বি.) ১/১৩৬ পৃঃ।*

৩. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাহ আর-রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫), ১/৩৫০ পৃঃ; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭), ১/২৩৭ পৃঃ।*

৪. *তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৪), ৩/৩১ পৃঃ।*

৫. *আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলুক ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা. বি.), ৪/২৯৭ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৫৯ পৃঃ; উসদুল গাবাহ, ১/২৩৭ পৃঃ।*

৬. *খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ, রিজালু হাওলির রাসূল (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬), পৃঃ ৬১।*

সর্বাগ্রে আঁকড়ে ধরেছিলেন।[৭] হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَشَةِ 'ইসলাম গ্রহণে বিলাল হাবশীদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন'।[৮]

## নির্যাতিত বিলালঃ

সামান্য ক্রীতদাস হয়ে বাপ-দাদার ধর্মে চুন-কালি মেখে মুহাম্মাদের কাল্পনিক প্রভুতে বিশ্বাস করে মুসলমান হয়েছে, এতো কস্মিনকালেও বরদাশত করা যায় না? হযরত বিলাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণে এরকমই দম্ভোক্তি করেছিল স্বীয় মুনিব উমাইয়া বিন খালক। চালিয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসের লোমহর্ষক নির্যাতন। আরব জাহানের সকল সৃষ্টি সেদিন ঘৃণা ভরে প্রত্যক্ষ করেছিল ন্যক্কারজনক, পৈশাচিক ও বর্বরোচিত এই নির্যাতন। মক্কার আকাশ বাতাস যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। একজন ক্ষমতাধর মুনিবের পক্ষে একজন অসহায় গোলামের উপরে পরিচালিত এ অসম নির্যাতন খোদ পৌত্তলিকদের নিকটেও ছিল বেমানান। তবুও অহংকারে স্ফীত উমাইয়া ক্ষান্ত হয়নি। তার সাধ্যমত বিভিন্নরূপী শাস্তিদানের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল বিলালকে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু যিনি একবার তাওহীদের সুধা পান করেছেন, তিনি কি আর ফিরে যেতে পারেন নরককুণ্ডে? জান্নাত পিয়াসী মুমিন তাই পরকালীন অনন্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যময় ভোগ-বিলাসের দুরন্ত নেশায় পার্থিব এই সাময়িক কষ্ট ও নির্যাতনকে তুচ্ছ জ্ঞানই করে থাকেন। হযরত বিলাল (রাঃ)-এর উপরে চালিত নির্যাতনের পৈশাচিক চিত্র ও তাঁর পক্ষ থেকে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়।

## যেভাবে শাস্তি দেওয়া হয় ঃ

**(১) বেত্রাঘাতঃ** বিলাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারেনি উমাইয়া। প্রথমত হুংকার ছেড়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করলেও কোন ফল হ'ল না। অতঃপর বেছে নিল নির্যাতনের কঠিন পথ। সে বিলালকে চাবুক মেরে রক্তাক্ত করে ফেলত। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে,

إِنَّ بِلَالاً أَلْقَوْهُ فِيْ الْبَطْحَاءِ وَجَلَّدُوْا ظَهْرَهُ، فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ رَبَّكَ اللاَّتَ وَالْعُزَّي فَيَقُوْلُ أَحَدٌ أَحَدٌ-

'বিলালকে মক্কার উপত্যকায় ফেলে তার পিঠে চাবুক মারা হ'ত এবং তারা বলতে থাকত তোমার প্রভু হচ্ছে লাত, উযযা প্রভৃতি। কিন্তু বিলাল দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিতেন, 'আহাদ, আহাদ' অর্থাৎ আমার প্রভু আল্লাহ- এক এক।[৯] শা'বী বর্ণনা করেন যে, বিলালকে এ সময় উপুড় করে শোয়ানো হ'ত এবং (চাবুক মেরে) শাস্তি দেওয়া হ'ত। আর বলা হ'ত, 'তোমার প্রভু লাত ও উযযা'। এত কষ্ট সহ্য করেও বিলাল (রাঃ) দ্বিধাহীন চিত্তে বলতেন,

رَبِّيَ اللّٰهُ أَحَدٌ أَحَدٌ

'আমার প্রতিপালক আল্লাহ এক এক'।[১০] ইবনু সীরীন বলেন, যখন বিলালের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ উমাইয়া বিন খালফ জানতে পারল, তখন তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে বের করে নিয়ে যেত এবং কঠিন শাস্তি প্রদান করত।[১১]

**(২) লৌহবর্ম পরিধানঃ** বিলালকে শাস্তিদানের আরেকটি মাধ্যম ছিল লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে সূর্যতাপে ফেলে রাখা। রৌদ্রের প্রচণ্ড তাবদাহে এভাবে লৌহ বর্ম পরিধান করিয়ে যখন বিলালকে মরুভূমির উত্তপ্ত উপত্যকায় ফেলে রাখা হ'ত, তখন উপর থেকে সূর্যতাপ, নিচ থেকে যমীনের উত্তাপ এবং পরিধানকৃত লৌহবর্মের তাপ এই ত্রিমুখী তাপে বিলালের জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত হ'ত। এরপরেও ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত বিলাল আর্তকণ্ঠে বলে উঠতেন 'আহাদ আহাদ'।[১২]

**(৩) গলায় রশি বেঁধে যুবকদের হাতে অর্পণঃ** অতঃপর উমাইয়া বেছে নেয় নির্যাতনের এক ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক মাধ্যম। সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় গলায় রশি বেঁধে উচ্ছৃংখল যুবকদের হাতে বিলালকে তুলে দিয়ে মক্কার অলিতে-গলিতে তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে শাস্তিদানের নির্দেশ দেয়। বিলাল এমনিতে সামান্য ক্রীতদাস। তার উপরে আবার মুনিবের নির্দেশ। আর বাধে কি? উচ্ছৃংখল যুবকরা উল্লাসভরে বিলালকে নিয়ে দিনব্যাপী এই পৈশাচিক নৃত্য করত। মক্কার বিভিন্ন অলি-গলিতে তাঁকে নিয়ে এভাবে দৌড়ে বেড়াত। জান্নাত পাগল বিলাল শুধু বলতেন, আহাদ আহাদ।[১৩]

---

৭. عَنْ مَجَاهِدٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) أَبُوْ بَكْرٍ، وَبِلَالٌ وَ خَبَّابٌ وَ صُهَيْبٌ وَ عَمَّارٌ وَ سُمَيَّةُ-
*দ্রঃ আল-মুন্তাযাম, ৪/২৯৮; মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-কানদালুবী, হায়াতুছ ছাহাবা (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯২), ১/২৫০ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৪৭ পৃঃ।*

৮. *আবু নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭), ১/২০১ পৃঃ, হা/৪৮৮।*

৯. *আল-মুন্তাযাম, ৪/২৯৮ পৃঃ।*

১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৫২ পৃঃ।*

১১. *পূর্বোক্ত, ১/৩৫২-৫৩ পৃঃ।*

১২. *হায়াতুছ ছাহাবাহ, ১/২৫০ পৃঃ; আল-মুন্তাযাম, ৪/২৯৮ পৃঃ; হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/২০১ পৃঃ।*

১৩. *হায়াতুছ ছাহাবাহ, ১/২৫০ পৃঃ; আল-মুন্তাযাম, ৪/২৯৭ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৪৮ পৃঃ।*

**(৪) পাথর চাপা দিয়ে শাস্তিদানঃ** উপরের তিন তিনটি ন্যক্কারজনক পদ্ধতিতে শাস্তিদানের মাধ্যমেও যখন বিলালের ঈমানে সামান্যতম আঁচড় পড়েনি, উমাইয়া তখন কিছুটা বিস্মিত হ'ল বটে। কিন্তু নরপিশাচ থেমে যায়নি। বেছে নিল আরো জঘণ্য, আরো বর্বর শাস্তির কঠিন পথ। ভর দুপুরে রৌদ্রের প্রচণ্ড তাবদাহে মরুভূমির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ বালিকণার উপরে সে বিলালকে চিৎ করে শুইয়ে দিত এবং একটি প্রকাণ্ড পাথর আনার নির্দেশ দিত। অতঃপর পাথরটি তাঁর বুকের উপরে চাপা দিয়ে ঘাতক উমাইয়া বলত,

لاتَزَالُ هكَذَا حَتَّي تَمُوْتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ وَتَعْبُدَ اللاَّتَ وَالْعُزّي

'মৃত্যু অবধি তুমি এভাবেই থাক নতুবা মুহাম্মাদকে অস্বীকার কর এবং লাত ও উযযার ইবাদত কর'।[১৪]

এভাবে উল্লিখিত নানাবিধ জঘণ্য নির্যাতনে জর্জরিত বিলাল শুধু 'আহাদুন আহাদুন' উচ্চারণেই ধৈর্যধারণ করতেন। উমায়ের বিন ইসহাক বলেন,

كَانَ بِلاَلُ اِذَا اشْتَدُّوْا عَلَيْهِ فِيْ الْعَذَابِ قَالَ أَحَدٌ أَحَدٌ

'যখনই বিলালের উপরে শাস্তি কঠিন করা হ'ত, তখন তিনি বলতেন আহাদ আহাদ।[১৫]

মোটকথা হযরত বিলাল (রাঃ)-এর উপরে এভাবে দীর্ঘদিন অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। যা শ্রবণে মুসলমান মাত্রেরই শরীর শিহরিয়ে উঠে। কিন্তু শত কষ্ট, মুছীবত, নির্যাতন তাঁর ঈমানকে সামান্যতম দুর্বল করতে পারেনি। পোড়া মাটির ন্যায় বরং আরো মযবূত ও দৃঢ় হয়েছে।

## দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভঃ

বিলালের উপরে চালিত অবর্ণনীয় নির্যাতনে অপরাপর নও মুসলিমগণের হৃদয়েও ক্ষতের সৃষ্টি হ'ল। সকলে চিন্তামগ্ন হ'লেন কিভাবে তাঁকে উমাইয়ার খপ্পর থেকে মুক্ত করা যায়। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ীও একই গোত্রে ছিল। একদিন বিলালের উপরে চালিত নির্যাতনের দৃশ্য দেখে তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। উমাইয়া বিন খালফের নিকটে গিয়ে বললেন, اَلاَ تَتَّقِي اللّهَ فِيْ هَذَا الْمِسْكِيْنِ، حَتَّي مَتَي؟ 'তুমি কি এই অসহায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করছ না; এভাবে আর কত দিন চলবে?[১৬]

এত কঠিক কঠিন শাস্তি দানের পরও যখন বিলালের সামান্যতম পরিবর্তন দেখা গেল না, তখন উমাইয়াও চেয়েছিল তাকে অন্যত্র বিক্রি করে দিতে। এমতাবস্থায় আবুবকর (রাঃ)-এর প্রস্তাবে রাযি হয়ে গেল। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) স্বীয় গোলামের বিনিময়ে বিলালকে গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দিলেন।[১৭] ইবনু সীরীন বলেন, বিলালের নির্যাতন দেখে আবুবকর (রাঃ) উমাইয়ার নিকটে গিয়ে বললেন,

عَلاَمَ تَقْتُلُوْنَهُ؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُطِيْعِكُمْ

'তোমরা কি তাকে মেরে ফেলবে? অথচ সে তোমাদের অনুগত নয়।' তখন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিতে বললে আবুবকর (রাঃ) সাত আউক্বিয়ার বিনিময়ে বিলালকে ক্রয় করে নেন।[১৮] অন্য বর্ণনায় ৫ আউক্বিয়ার কথা উল্লেখ আছে।[১৯]

এসময়ে উমাইয়া বিন খালফ বলেছিল, لَوْ أَبَيْتَ اِلاَّ أُوْقِيَةً لَبِعْنَاهُ 'যদি তুমি এক আউক্বিয়ার বেশী দিয়ে ক্রয় করতে অসম্মত হ'তে, তবুও আমি তাকে বিক্রি করতাম'। আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন,

لَوْ أَبَيْتُمْ اِلاَّ مِئَةَ أُوْقِيَةٍ لَأَخَذْتُهُ

'যদি তোমরা শত আউক্বিয়া ব্যতীত তাকে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাতে, তবে অবশ্যই আমি তাকে ক্রয় করতাম।[২০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে হযরত আবুবকর (রাঃ) বিলালকে এমন অবস্থায় মুক্ত করলেন, যখন তিনি পাথরচাপা অবস্থায় ছিলেন।[২১]

*[চলবে]*

১৪. *হায়াতুছ ছাহাবাহ, ১/২৫১ পৃঃ; ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, ১ম জুয, পৃঃ ১৭১; হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/২০০ পৃঃ।*
১৫. *আল-মুন্তাযাম, ৪/২৯৭ পৃঃ।*
১৬. *হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/১৯৯ পৃঃ; হায়াতুছ ছাহাবাহ, ১/২৫১ পৃঃ।*
১৭. *আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, ১ম জুয, পৃঃ ১৭১; হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/২০০ পৃঃ; হায়াতুছ ছাহাবাহ, ১/২৫১ পৃঃ।*
১৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৫২ পৃঃ; আল-মুন্তাযাম, ৪/২৯৮ পৃঃ।*
১৯. *পূর্বোক্ত; হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/২০৩ পৃঃ, হা/৪৯৫।*
২০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৫৩ পৃঃ।*
২১. اِنَّ أَبَا بَكْرٍ اشْتَرَاهُ وَهُوَ مَدْفُوْنٌ بِالْحِجَارَةِ– *দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ১/২৩৭ পৃঃ।*

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## আমরা কার কাছে বিচার চাইব?

*মাসঊদ আহমাদ**

আমরা এমন একটা সময়ে সমাজে বসবাস করছি, যে সময়টা বড় অস্থির। এখানে প্রকৃত জীবন, জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সাফল্য-ব্যর্থতার অনুভূতিগুলি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে সুখময় সুন্দর, মননশীল জীবনের স্বপ্নগুলি অকেজো, ভোঁতার গহ্বরে পর্যবসিত। নির্ঝঞ্ঝাট একটা সাধারণ জীবনের প্রত্যাশা ও পূর্ণতার মুখ দর্শনে ধন্য হয় না। জীবনের অলিতে-গলিতে বিপদ আর দুর্ভাবনা, দুঃস্বপ্ন ওঁত পেতে থাকে একান্ত নিবিড়ভাবে। সে কারণে পথ চলতে গিয়ে অন্ধকার নামলেই আমাদের বুক কেঁপে ওঠে, মনের জানালা পূর্ণিমার আলোর বিপরীতে নিরাপত্তার সুবাতাস পেতে চায়, আমাদের সুন্দর এই দেহ অবয়ব অকস্মাৎ আক্রমণের শিকারের ভয়ে শিউরে ওঠে। এসব অনুভূতিগুলি নেহায়েত খুব একটা অবহেলার বিষয় নয়। কারণ পথ চলতে মাঝে মাঝে আমাদের নিজের ছায়া দেখেও থমকে যেতে হয় অনিশ্চিত বিপদের শঙ্কায়। এই ছায়াকেও বিশ্বাস করার মত অবকাশ এখন আমাদের নেই।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সমাজে পারস্পরিক একাত্মতা, মিলেমিশে দিনাতিপাত করা, সুখ-দুঃখের অনন্ত পথে একে অন্যের সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রকাশের মাধ্যমে মনুষ্য জীবন সুখের দোলায় ভাসে আনন্দচিত্তে। মানুষের হৃদয়, হৃদয়ের ভালবাসার সুন্দরতম প্রকাশে, পরিচিতজনের ভালবাসা পেয়ে আমাদের জীবন অপূর্ব সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে যায়। তখন আমাদের ডানা মেলে আকাশে উড়তে ইচ্ছে করে, অনেক অনেক দিন বাঁচতে সাধ জাগে।

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষ এতটা নিষ্ঠুর, সীমাহীন পিশাচ রকমের অনুভূতির জিঘাংসা পরায়ণ মূর্তি হ'তে পারে, তা ভাবতেই আমাদের বিশ্বাসের দরজাগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়। কতটা পাষাণ হ'লে এই শ্রেষ্ঠ মানুষ সামান্য স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্মমভাবে, নৃসংশভাবে অন্য একজন মানুষের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে, তা ভাবলেই চোখ ফেটে জল আসে, মনের ক্রিয়া যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

আমরা একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা আমাদের জীবনের অনেক বিষয়কে এত দ্রুত ও উন্নততর পদ্ধতিতে পূর্ণতা এনে দিয়েছে, যা ভাবতেই ভাল লাগে, মনে সুখ বাসা বাঁধে। কিন্তু এমন অগ্রগামী সময়ে, এই উন্নততর পর্যায়ে এসেও অনেক বিষয়ের উন্নতি ঘটলেও আমাদের মন, মনের আঙ্গিনায় উন্নত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ খুব একটা ঘটেনি। যে কারণে শ্রেষ্ঠ জাতি এই মানুষ তাই নিম্নস্তরে পৌঁছে গেছে। নিকৃষ্টতম সব অপকর্মের ডামাডোলে তথাকথিত প্রগতির সোপানে জীবনতরী ভাসিয়েছে। শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে খ্যাত মানুষগুলির পরবর্তী প্রজন্মরাও অনুরূপ আদর্শে বেড়ে উঠছে। সুতরাং আমরা নিজেদের অপারগতায় কর্মের যথাযথ সাধনের পর্যায় অতিক্রম করতে পারছি না। ফলে ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন হচ্ছে না। আবার জাতিগতভাবে, সামষ্টিকভাবেও আমরা ধন্য হচ্ছি না ভাল একটা জাতি হিসাবে গণ্য হয়ে। এই যে ব্যর্থতা এই যে নিদারুণ অধঃপতন, এর দায়ভার কে বহন করবে? আমাদের জীবনের সুখময় সুন্দর দিনগুলি আর রাতের স্বপ্নময় অধ্যায়গুলি যে খুন হয়ে যাচ্ছে অবিরত- এই কষ্ট কাকে দেখাব?

আমরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সৎ, কর্মঠ, নির্ভীক, নির্লোভ, নিরহংকারী, আত্মসংযমী, ক্ষমাপরায়ণ, সহানুভূতিশীল, পরোপকারী, হিতাকাঙ্ক্ষী, সময়-সম্পদ ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকারী ইত্যাদি গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ভাবতেই ভাল লাগে। ভাল লাগে মানে, এই ভাবাটা বা প্রত্যাশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তা হচ্ছে কি? আমাদের নির্বাচিত নেতা, তাঁদের আচরণ, কর্মসাধন, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি দেখে, পর্যবেক্ষণ করে সে রকম কিছু মনেই হয় না।

আমাদের অধিকাংশ নেতারা জানেন কেবল ক্ষমতায় বসে সবকিছুকে নিজের মনে করে ওলট-পালট করে লুটেপুটে খেতে। শুধু খাওয়ার মধ্য দিয়েই তার সমাপ্তি ঘটে না, খেয়ে দাঁত কেলিয়ে অন্যের গতরে সেই এঁটো হাত মুছতে মনে তারা বড় সুখ পান। অনেকটা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবার মত ব্যাপার। কিন্তু এতকিছুর পরও তারা ইচ্ছামত নিজের মনের লালসা যেমন পূর্ণ করেন, তেমনি তার আওতায় উন্নয়নের জোয়ার ঘটানো কিংবা উল্লেখযোগ্য কল্যাণকর কোন কর্মসাধন না করেও, এই ক্ষমতাকে নিজের আখের গুছানোর বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ, দুঃখ-দুর্দশা আর অবারিত কান্নার রোল। আবার নেতাদের নির্দিষ্ট সময় পেরুনোর আগেই আমরা আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের তাবৎ কর্মের ফলাফল ও সম্মাননা পেয়ে ধন্য (?) হই। দুর্নীতি আর অসততা সর্বোপরি লুটেপুটে খাওয়ার পর দেশটার যেমন বারটা বাজতে বাকি থাকে না, তেমনি বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের ভাবমূর্তি সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না।

এ পৃথিবীতে একজন নারীর মুখ আমার সব থেকে প্রিয়, সবচেয়ে মধুর। শত কাজের পরে, পথ-ঘাটে, দুনিয়ার ওঁত পেতে থাকা বিপদ আর সব দুঃখ-দুর্দশায় যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন অবসাদ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চায়, তখন ছুটে যাই সেই নারীর কাছে। আমার সকল দুঃখের প্রদীপ নিভে যায় দ্রুত, মনের কোণে বেজে ওঠে প্রশান্তির সুর। আমার অবচেতন মন তাঁর সংস্পর্শে নিশ্চিন্ত বোধ করে পরম নির্ভরতায়। তিনি আর কেউ নন, তিনি আমার মা, আমার প্রিয় মুখ, আমার সকল অভিমান অভিযোগ যিনি

* *দমদমা, পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী-৬২৪০।*

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পূর্ণ করে দেন প্রত্যাশার আধিক্য দিয়ে। এই নিষ্ঠুর ধরণীতে এমন প্রিয় মুখ আর একটিও নেই।

কিন্তু প্রিয় মুখ, প্রিয় মা কি আমাদের সব প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন? মা তো চিরদিন বেঁচেও থাকেন না। কিংবা সংসারের বাইরে মা কি কোন ভূমিকা রাখতে পারেন? পারেন না। তাহ'লে সমাজ জীবনের এই দুর্বিষহ বিভীষণ থেকে মুক্তি পেতে আমরা কোথায় ছুটে যাব? কার কাছে ছুটে যাব এই ফরিয়াদ মাথায় করে? জনগণের সেবার জন্য নির্বাচিত নেতারা যেখানে আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিতে অপারগ, সেখানে আর সব চাওয়া-পাওয়ার কথা কাকে বলব? আমাদের মাথার উপর বৃষ্টির মত বিপদের উপাদান ঝরে অবিরত। বাতাসে লাশের গন্ধ আমাদের বুক বিদীর্ণ করে, স্বজনহারা মায়ের আহাজারিতে থমকে যায় জনপদ, আকাশের নীচের সব বিবেক সম্পন্ন মানুষ, পশু-পাখী আর মেঘমালা। এমতাবস্থায় কোথাও কেউ আছে কি যারা অসহায়দের সেবা করবে, মায়ের চোখের বেদনার তপ্ত অশ্রু মুছে দিবে? কাউকে তো দেখি না, কে নিবে এই আমাদের ছোট সাধারণ জীবনের নিরাপত্তা? জীবনের সুখ-দুঃখ আর পাওয়া না পাওয়ার হিসাব?

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান যখন প্রকাশ্য সভায় চিৎকার করে বলেন, 'একটি লাশের বদলে দশটি পড়বে'। সেখানে আমরা কার কাছে বিচার চাইব?

আমাদের নেতারা কথা দেন, কিন্তু কথা রাখেন না। ক্ষমতায় বসতে পারলে প্রতিশ্রুত কথা বোধ হয় মনেও থাকে না। যে কারণে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে প্রতিশ্রুত বিষয়কে পূর্ণতা দেয়া তো দূরের কথা কোন সাধারণ কথা, যা ক্ষমতায় না থাকলেও পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাও পালন করা হয় না।

কার্যক্রমের এসব ডামাডোল নীতিগুলি অবলোকন করলে অনেক বিষয়ই দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর তা হ'ল, এখনকার নেতা নির্বাচন কিংবা রাজনীতিকের বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠু, সুন্দররূপে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা নয়; বরং এটা ক্ষমতা বদলের রাজনীতি, কথা না রাখার রাজনীতি, একদল আরেক দলকে দেখে নেবার রাজনীতি, রক্তচক্ষু দেখিয়ে কাউকে পরাস্ত করার রাজনীতি।

যদি এটাই সত্য হয়, তাহ'লে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? নির্যাতিত হয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কার কাছে বিচার চাইব? কার কথায় বিশ্বাস আনব ক্ষতবিক্ষত এই প্রতারিত মনের পিঞ্জরে?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেকগুলি দলের সরব-নীরব উপস্থিতি, দাপট, প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও মুষ্টিমেয় কয়েকটি দলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আমাদের জীবনে তাৎপর্যবহ। তন্মধ্যে আবার এমন দু'চারটি দল আছে, যাদের ক্ষমতা ও প্রভাব পর্যায়ক্রমে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। ফলে একটা পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ দাঁড় করালে চোখের সামনে অনেক বিষয় ফুটে ওঠে। কথাটা বোধ হয় একটু অস্পষ্ট হয়ে গেল।

আমাদের দেশের বর্তমান প্রধান প্রধান দলগুলির শ্রেণী, চরিত্রগত দিক থেকে খুব একটা পার্থক্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। আবার শাসন প্রণালীতেও মৌলিক কোন তফাৎ নেই। পালাক্রমে ক্ষমতায় এসে নিজেদের মত সংবিধান পরিচালনা, রদ-বদল এসব বিষয়গুলি চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। অধিষ্ঠিত সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতার বাক্সগুলির সন্ধান করলে দেখা যাবে, দু'বাক্সেই কিছু না কিছু সফলতা ও ব্যর্থতা থাকেই। সেটা কম আর বেশী এটুকু অমিল ছাড়া অন্য কোন বিষয় নেই উল্লেখ করার মত। কিন্তু অস্ত্রবাজি, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, মাদকের চোরাকারবারি, দুর্নীতির মত অনিষ্টকর বিষয়াবলী বিগত সরকার যেমন উপহার দেন, তেমনি বর্তমান সরকারও তা অর্পণ করতে কার্পণ্য করেন না। আবার ক্ষমতায় বসে রাতারাতি লাখোপতি, কোটিপতি হওয়ার প্রবণতা যেমন পূর্বে ছিল সেটা বর্তমানেও অব্যাহত। এসব বিষয়ে খুব একটা তারতম্য নেই।

অবশ্য কিছু বিষয় এমনও আছে, যা দলীয় শাসন ব্যবস্থার মাঝে সামান্য হ'লেও আলাদা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। যেমন বিগত আমলে ধর্মনিরপেক্ষদের অর্থাৎ ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধীদেরকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার নযীর দেখা গেছে। বর্তমানে তা অনুপস্থিত। বিগত আমলে ১০ হাযারেরও বেশী প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণ তাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের নামে করার প্রবণতা দেখা গেলেও এ আমলে তা তেমন নেই।

বিগত শাসনামলে দেখা গেছে, দলের প্রধান তো বটেই, তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে অপরাপর নেতৃবৃন্দও অশ্লীল-কদর্য কথা বলে মহা আনন্দ লাভ করেছেন। বর্তমান সময়ের এঁরা সেই বিষয়ে অনেক পিছিয়ে। যে কারণে মতীউর রহমান রেন্টু রচিত 'আমার ফাঁসি চাই'-এর মত দলীল থাকা সত্ত্বেও এঁরা পারেন না তাদের চরিত্র সম্পর্কে অশ্লীল কদর্য কটাক্ষ করতে।

সর্বোপরি সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, এসিড নিক্ষেপ, মাদক কারবারি, পণ্য আগ্রাসন, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারগুলি তখনও যেমন ছিল, এখনও সেসবের অনেক কিছুই বর্তমান। ফলে শাসন ব্যবস্থার চিত্র শাসকদের মাঝে খুব একটা আলাদা করে চিহ্নিত করে না।

মোটকথা, আমরা এমন একটা বৃত্ত, এমন একটা বলয়ের গহীনে আবদ্ধ যেখানে সুখের সুবাতাস নেই। বেঁচে থাকার জন্য নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। আর সেখানকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আসীন একেকজন যেন গডফাদার।

এই দুঃসময়ে আমরা তাহ'লে কার কাছে বিচার চাইব? আমাদের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি, হাসি-গান আর হৃদয়ে জমে থাকা বোবাব্যথার অধ্যায় কাকে দেখাব?

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন, হরতাল-প্রসঙ্গ। বর্তমান সময়ে হরতাল যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণে-অকারণে হরতাল দিনের পর দিন। একদিনের হরতাে দেশের প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। হরতালে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় কাঁচামাল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এতে বাজারে সংকট দেখা দেয়। তৎকালীন সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া বলেন, একটি ছুটির দিনে দেশের ক্ষতি হয় প্রায় ৩৯৬ কোটি টাকা। একদিনের হরতালে ক্ষতি হয় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। ফলে আমাদের উন্নয়নশীল দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায় ধীরে ধীরে।

এ হরতালের ফলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশনজট লেগে যায়। ছাত্রদের জীবন থেকে ঝরে যায় অসংখ্য মূল্যবান দিন। ছাত্রদের বয়স বাড়তে থাকে হু হু করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। দিন আনা দিন খাওয়ার উপর নির্ভর করে জীবনের দিন গুযরানো লোকের সংখ্যা কম নয়।

হরতালের কারণে গরীবরা বসে বসে পেটের ক্ষুধায় মরে। একটা পয়সা পায় না। গ্রামের জীবনে হরতালের প্রভাব তেমন না পড়লেও শহরের গরীব অসহায় লোকদের দুঃখের সীমা থাকে না। বড় লোকের ফ্রিজ ভর্তি খাবার থাকে, খাদ্য মজুদ থাকে। কিন্তু গরীব? তাদের কোন বাড়তি যোগান নেই। যারা রাজনীতি করে, হরতালে তারা বাড়িতে বসে থাকে আরামে। যারা রাজনীতি বোঝেই না, তাদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হয় পিকেটিং, বোম্বিং-এর মত সব জীবন বিধ্বংসী অপকর্মে। এক সময় তারা রক্ত ঝরায়। লাশ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। তাদের জীবন অকালে ঝরে যায়। তাদের মা-বাবার কত যে বেদনা ঝরে পড়ে সেই মৃত লাশের গন্ধে, তার খোঁজ কেউ রাখে না। কে করবে এই নির্মম নিষ্ঠুরতম অপকর্মের বিচার? সেই সন্তানহারা মা-বাবার চোখের পানি কে দিবে মুছে?

প্রায় পুরনো একটা কথা মনে পড়ছে, জীবনটা যদি রুল-পেন্সিল দিয়ে আঁকা শ্লেটে দৃশ্যমান কোন অধ্যায় হ'ত, তাহ'লে তা মুছে দিয়ে ইচ্ছেমত আবার নতুন করে সুন্দরভাবে শুরু করা যেত। কিন্তু জীবন তো তা নয়। জীবনের মানে বড় কঠিন। বাস্তবতার কঠিন শিকলে আটকে পড়া এক জীবন্ত কারাগার। এই জীবনটা কেবল এক গুচ্ছ সমস্যা, সুখ-দুঃখ আর হাসি-গানের সমাবেশ নয়, এই ছোট্ট জীবনের প্রদীপ অস্ত গেলে অপেক্ষা করছে অনন্ত জীবনের চিরন্তন আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আমাদের কোনই গত্যন্তর নেই। আমাদের প্রত্যেকের উপর সমাজ, অভিভাবক, দেশ ও দশের অর্পণ করা দায়িত্ব ও ভালবাসার পাত্রটা উজাড় করতে পারলে, উদার মনের সুন্দরতম মানুষ হ'তে পারলে, বোধ হয় সমাজ থেকে এই সব অন্ধকার দূর করা সম্ভব। সুখময় সুন্দর জীবন হোক আমাদের সকলের, এই প্রত্যাশা নিরন্তর।

## নবীনদের পাতা

# ইলমে গায়েবের অধিকারী আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) নন

*মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন**

আমাদের সমাজের কিছু লোকের ধারণা যে, বিশ্বনবী (ছাঃ) গায়েব জানতেন। অথচ তিনি গায়েব জানতেন না। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করে তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ প্রবন্ধটি লিখা। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের আলোকে আলোচনা পেশ করা হ'ল-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি সবিশেষ অবিহিত' *(ফাত্বির ৩৮)*।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ لاَيَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللَّهُ-

'(হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না' *(নামল ৬৫)*।

আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে একথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ, এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরীক হ'তে পারেন না।[১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হুজুরাত ১৮)*।

একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

**. আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

*১. তফসীরে মা'আরেফুল ক্বোরআন, মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (মদীনাঃ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ১০০১।*

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ-

'(হে নবী) আপনি বলুন, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্র কাছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি' *(ইউনুস ২০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّ لاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

'(হে নবী) আপনি বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী' *(আ'রাফ ১৮৮)*।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী (ছাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ ক্ষতিরও মালিক নই, অন্যের লাভ ক্ষতি তো দূরের কথা।

তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, আমি গায়েব সম্পর্কে অবগত নই যে, যাবতীয় জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি অদৃশ্য জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাছিল করে নিতাম, কোন একটিও হাতছাড়া হ'ত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা নিরাপদে থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।[২]

আল্লাহ বলেন,

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ-

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে সমস্ত কিছু প্রত্যাবর্তন করবে' *(হূদ ১২৩)*।

শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নন, অন্যান্য নবীগণও গায়েব জানতেন না।[৩]

## হাদীছের বর্ণনাঃ

(১) বিখ্যাত ছাহাবী আবুহুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, জনৈক কাফ্রী মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে মৃত্যু বরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সম্পর্কে লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জানালেন, সে তো মৃত্যুবরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা আমাকে খবর দেওনি কেন? তার কবরটি দেখিয়ে দাও। লোকজন রাসসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবর দাওনি দিলে তিনি তার কবরে জানাযা করলেন।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েবই জানতেন তাহ'লে তার মৃত্যুর খবর পূর্ব থেকেই অবগত থাকতেন।

(২) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, উসফান থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি উটনীতে সওয়ার ছিলেন এবং ছাফিয়া (রাঃ)-কে তাঁর সাথেই উটনীর পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আকস্মিকভাবে তার উটনীটি হোঁচট খেলে তাঁরা দু'জন মাটিতে পড়ে যান। পাশেই আবু ত্বালহা (রাঃ) ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললেন, আপনার জন্য আমার জান কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, মহিলার খবর নাও। তখন আবু ত্বালহা মুখ কাপড়ে আবৃত করে ছাফিয়ার কাছে গেলেন, তার উপর একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং সওয়ারী ঠিক করে দিলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে আবার সওয়ারীতে আরোহণ করলেন।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি ইলমে গায়েব জানতেন, তাহ'লে তার উটনী হোঁচট খাওয়ার পূর্বেই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

(৩) ৭ম হিজরীতে জনৈকা ইহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষাক্ত গোশত হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিশর ইবনু বারা (রাঃ) তা খেয়ে গোশতের বিষক্রিয়ার ফলে শাহাদত বরণ করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এ বিষ ব্যথায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কষ্ট পান।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি ইলমে গায়েব জানতেন, তাহ'লে বিষমিশ্রিত খাদ্য খেতেন না এবং বিশর (রাঃ)-কে খেতে দিতেন না।

(৪) কুরআন মাজীদে যেখানে আহলে বায়ত বিশেষত নবী সহধর্মিনীগণের পবিত্রতা এবং তাঁদের সতি-সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, সেখানে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আয়েশা (রাঃ)-এর গলার হার হারিয়ে যাওয়া, তাঁর কাফেলার পিছনে একাকী রয়ে যাওয়া এবং পরে বাহিনীর পশ্চাতে অবস্থানকারী সাফওয়ান (রাঃ)-এর সাথে বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হওয়ার পর মুনাফিকদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রিয়তমা সহধর্মিনীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার ঘটনাটি এতই গুরুতর এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক ছিল যে, এ ঘটনা গোটা মুসলিম জাতিকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র

*২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৮।*

*৩. দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৪১।*

*৪. বুখারী, মিশকাত পৃঃ ১৯২।*

*৫. বুখারী ২য় খণ্ড, হা/৩২৪ কিতাবুল জিহাদ।*

*৬. বুখারী ২/৬১০ পৃঃ।*

রাসূল (ছাঃ) না পারছিলেন তা বিশ্বাস করতে, আর না পারছিলেন তা অস্বীকার করতে। তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَإِنْ كُنْتِ الْمُتِّ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِيْ اللّٰهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ-

'হে আয়েশা! আমার কাছে তোমার ব্যাপারে এরূপ এরূপ সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি পাপমুক্ত থাক, তবে অবশ্যই আল্লাহ অচিরেই তোমার পাপমুক্ত থাকার ঘোষণা দিবেন। আর যদি তুমি পাপে জড়িত থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর সমীপে তওবা কর। কেননা বান্দা যখন পাপ করে তা স্বীকার করে এবং তওবা করে ফেলে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন'।[৭]

মহানবী (ছাঃ) যদি ইলমে গায়েব জানতেন, তাহ'লে এত বড় একটা মিথ্যা অপবাদ মিথ্যা জেনে কস্মিনকালেও তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে এরূপ কথা বলতেন না।

(৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার অন্তিম শয্যায় বারবার জিজ্ঞেস করতেন, আজ আমি কোথায় থাকব? আগামীকাল কোথায় থাকব? তারপর যখন আমার পালার দিন এলো, আমারই বাহু ও বক্ষের মধ্যে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। আমার ঘরেই তাকে দাফন করা হয়।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েব জানতেন, তাহ'লে এরূপ প্রশ্ন করতেন না।

(৬) ইবরাহীম আত-তায়মী বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা হুযায়ফার নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ পেতাম, তাহ'লে মনের সাধে তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, তুমি এরূপ করতে বলছ, অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আহযাবের যুদ্ধের রাতে ছিলাম। প্রচণ্ড হিমেল বায়ু বইছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কে আছে এমন ব্যক্তি, যে আমার জন্য শত্রুবাহিনীর খবর নিয়ে আসবে? তাকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আমার সাথে রাখবেন। আমরা সকলে চুপ করে রইলাম, আমরা কেউই তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিলাম না। তিনি এরূপ তিনবার বললেন এবং কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। চতুর্থবার তিনি যখন আমার নাম ধরে বললেন, ওঠ, হে হুযায়ফা! তুমিই শত্রু পক্ষের খবর নিয়ে এস, তখন আমার আর না উঠে উপায় ছিল না।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েব জানতেন তাহ'লে তিনি শত্রুদের খবর জানতে পারতেন এবং প্রচণ্ড হিমেল বায়ুর মধ্যে অন্ধকার নিশীথে তাঁর প্রিয় ছাহাবীগণের কাছে এরূপ আহ্বান জানাতেন না।

(৭) একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদের স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) ঈদগাহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মহিলাদের ছাদাক্বাহ খয়রাত করার উপদেশ দিতে শুনে গিয়ে ঘরে তাঁর স্বামীকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটু জিজ্ঞেস করুন আমি যদি আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানাধীন ইয়াতীমদের জন্য ব্যয় করি, তাহ'লে তা যথেষ্ট হবে কি-না? তিনি বললেন, তুমিই বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিজে এ প্রশ্নটি কর। সেমতে আমি তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে তখন জনৈকা আনছারী মহিলাও গিয়েছিলেন। বিলাল (রাঃ) আমাদের কাছে এলে আমি তাঁকে আমার এ প্রশ্নটি পেশ করার অনুরোধ করলাম। সাথে সাথে প্রশ্নকারিণীর নাম তাঁর কাছে না বলতে অনুরোধ জানালাম। কিন্তু যখন বিলাল আমাদের প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন এ মহিলা দু'জন কে কে? বিলাল বললেন, যয়নাব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন্ যয়নাব? জবাবে বিলাল বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। বরং তার দ্বিগুণ ছওয়াব হবে। একটা আত্মীয়তার হক্ব আদায়ের, অপরটি হচ্ছে দান খয়রাতের।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েব জানতেন, তাহ'লে তিনি বলতেন না যে, কোন্ যয়নাব। ইলমে গায়েবের মাধ্যমে যয়নাবের পরিচয় পূর্বেই তিনি অবগত হ'তেন।

(৮) তাবুক অভিযানকালে এক পর্যায়ে কুয়া থেকে পানি তোলার সময় জনৈক আনছার ও মুহাজির ছাহাবীর মধ্যে বচসা হ'লে শয়তানের প্ররোচনায় গোটা আনছার ও মুহাজির সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তখন সে উত্তেজনা সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেয় এবং মন্তব্য করে যে, এবার মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমরা সম্মানীগণ নীচ ও অসম্মানিতদের শহর থেকে বের করেই ছাড়ব। তার সে আপত্তিকর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং মুহাজির ছাহাবীগণ। জনৈক অল্প বয়সী ছাহাবী যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) নিজ কানে তা শুনে তার চাচা সা'দ ইবনু উবাদাকে অবহিত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা কর্ণগোচর করতে বলেন। সে মতে তাঁর চাচা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা অবহিত করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথারীতি আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে তা অস্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিযোগকারী বালক ছাহাবী যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে ভর্ৎসনা করেন। অথচ তার শোনা ও অভিযোগ সত্যই ছিল। যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর ভাষায়,

*৭. মুসলিম ২/৩৬৬ পৃঃ।*
*৮. বুখারী ১/৩১৩ পৃঃ, হা/১২৮৮।*
*৯. মুসলিম ২/১০৭ পৃঃ।*
*১০. বুখারী ১/৩৩২ পৃঃ, হা/১৩৬১।*

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলেন। এতে আমার এতই কষ্ট হ'ল যে, অনুরূপ মনোকষ্ট আর কোনদিন আমার হয়নি'।

যায়েদ (রাঃ) বলেন, তারপর আমার কোন লজ্জার সীমা ছিল না। লজ্জায় আমি ঘর থেকে বের হবার সাহস হারিয়ে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাকে ডেকে বললেন,

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ

'হে যায়দ! আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন'।[১১]

প্রিয় পাঠক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েবই জানতেন, তাহ'লে তিনি যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)-এর কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেন না।

(৯) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাত আদায় করার পর উম্মুল মুমিনীনদের ঘরে কুশল বিনিময়ে যেতেন। এ সময় প্রত্যেকেই তাঁকে একটু বেশী সময় কাছে পেতে চাইতেন। যয়নাব (রাঃ) ঘরে মধু রেখে তাঁকে আপ্যায়ন করাতেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি কিছুটা বাড়তি সময় সেখানে অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ্র রাসূলের সান্নিধ্য আকাঙ্খী আয়েশা (রাঃ) ও হাফছা (রাঃ) দু'জনের কাছে তা অপসন্দনীয় হয়ে দেখা দিল। তারা দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাবের ঘর থেকে বের হয়ে যার ঘরেই আসবেন, সে বলবে, এ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আপনার মুখে মাগাফিরের গন্ধ! তিনি যখন মধু পান করে যয়নাব (রাঃ)-এর ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং সত্যি সত্যি তারা দু'জনেই যখন পরপর এরূপ বললেন, তখন তিনি বললেন, না তো, আমি তো মধু পান করেছি, মাগাফির নয়। সাথে সাথে তিনি আর কখনও মধু পান করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ-

'হে নবী! আপনি কেন এমন বস্তুকে হারাম করবেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন? এতে আপনি আপনার সহধর্মিনীদের সন্তোষই কামনা করেছেন' *(তাহরীম ১)*।

বিশ্ব নবী যদি গায়েব জানতেন, তাহ'লে হাফছা ও আয়েশা (রাঃ)-এর গোপন পরামর্শ পূর্বেই জানতে পারতেন।

(১০) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাস্তায় একটি খেজুর দানা কুড়িয়ে পেয়ে বললেন, যদি আশংকা না থাকত যে, খেজুরটি ছাদাক্বারও হ'তে পারে, তাহ'লে অবশ্যই আমি খেয়ে নিতাম'।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েব জানতেন। অবশ্যই তিনি এ আশংকা থেকে মুক্ত থাকতেন।

(১১) ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর চাচা রিফা'আহ (রাঃ)-এর ঘরে বশীর নামক এক মুনাফিক সিঁদ কেটে কিছু খাদ্যসামগ্রী ও কিছু অস্ত্রপাতি চুরি করে নিয়ে যায়। রিফা'আহ স্বীয় ভাতিজা ক্বাতাদাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে বিষয়টি পেশ করার দায়িত্ব দিলেন। তিনি সেরূপ করলেন। তিনি একথাও আরয করলেন, অন্যসব বাদ দিয়ে কেবল আমাদের অস্ত্রপাতিগুলি যদি কোনমতে উদ্ধার করা যায় তবুও আমরা খুশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে প্রতিকারের আশ্বাস দিলেন। এদিকে চোররা যখন ব্যাপারটি আঁচ করতে পারল, তখন তারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে নানান কথা বলে কসম খেয়ে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হ'ল যে, তারা চুরি করেনি, এটা একটি মানহানিকর প্রচেষ্টা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ক্বাতাদাকে ধমক দিয়ে বললেন, বিনা প্রমাণে একটা মুসলমান পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা অশোভন কাজ। এরূপ অপবাদ দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি।[১৩]

ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এতে আমি খুবই বিচলিত হ'লাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا- وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا- وَلَاتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ-

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য কিতাব দিয়েছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেন। যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে ঝগড়াকারী হবেন না এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন? নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে, তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না' *(নিসা ১০৫-১০৭)*।[১৪]

এ আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফায়ছালা দিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যদি ইলমে গায়েব জানা থাকত, তাহ'লে তিনি ক্বাতাদাহ (রাঃ)-কে ধমক দিতেন না।

প্রিয় পাঠক! আমরা উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গায়েব

*১১. বুখারী ২/৭২৭ পৃঃ।*
*১২. বুখারী ১/৩২৮ পৃঃ।*
*১৩. তিরমিযী ১/১২৮ পৃঃ।*
*১৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ২৮০।*

জানতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক ভণ্ড পীরও গায়েব জানার দাবী করে থাকে। অথচ আল্লাহ বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَيَابِسٍ إِلاَّ فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ–

'তাঁর কাছেই অদৃশ্যের চাবি রয়েছে। এগুলি তিনি ব্যতীত কেউই জানেনা। স্থলে ও জলে যা আছে, তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না; মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে এমন কোন শস্যকণাও পতিত হয় না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোন বস্তুও পতিত হয় না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে উল্লেখ নেই' *(আন'আম ৫৯)*।

এখানে উল্লেখ্য যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইলম বটে কিন্তু 'গায়েব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই, যেমন আমরা কোন রেলগাড়ী, উড়োজাহাজের ষ্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ খবর জানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।[১৫]

আসমান-যমীন ও দুনিয়ার মধ্যে যে সমস্ত অদৃশ্য বস্তু ও অদৃশ্যের খবর রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন। তিনি ব্যতীত কোন নবী-রাসূলও অদৃশ্য বিষয় জানেন না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন একজন মানুষ। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَاتِيْنِى الْخَصَمُ فَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَاَقْضِى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا اَوْ يَذُرْهَا–

'নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ। আমার কাছে অনেকে বাদী হয় বিচার মীমাংসার উদ্দেশ্যে। হ'তে পারে তাদের কেউ কেউ তার বাকপটুতা দ্বারা আমার কাছে এমনভাবে তার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করে যে, আমি ধারণা করে ফেলি, সে তার দাবীতে সত্যবাদী। ফলে আমি কোন মুসলমানের প্রাপ্য হক তাকেই দিয়ে দেই। এটা হচ্ছে এক খণ্ড অগ্নি শলাকা স্বরূপ, হয় সে আগুন সহ্য করবে, না হয় তাকে সে লব্ধ হক অন্যায়ভাবে ছেড়ে দিতে হবে'।[১৬]

ছহীহ মুসলিমের বিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা নববী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- তিনি যে মানুষ, সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়া। কেননা মানুষ কোনক্রমেই গায়েব ও বাতিনী ব্যাপার সমূহের কিছুই জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর কিছুটা জানিয়ে দেন, তাহ'লে তা স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং আহকামের ব্যাপারে অন্য দশজনের জন্য যা বিধিসম্মত, তার জন্য তা-ই বিধিসম্মত। তাই তিনি লোক সমাজে যাহিরী বা দৃশ্যমান অবস্থা বিচারে ফায়ছালা করবেন। আর অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিবেন। সুতরাং তিনি সাক্ষী প্রমাণ ও হলফ-এর দ্বারা মীমাংসা করবেন, অন্যান্য যাহেরী আহকামের মতই। যদিও বাতেনী অবস্থা এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[১৭]

প্রিয় পাঠক! আশা করি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির মাধ্যমে আমাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। ইলমে গায়বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নন। এ সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর আক্বীদা থেকে আমাদেরকে হেফাযত থাকতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে চলার তাওফীক্ব দান করুন। -আমীন!!

*১৫. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন পৃঃ ৩৮৫।*

*১৬. মুসলিম ২/৭৪ পৃঃ।*

*১৭. মুসলিম, অত্র হাদীছের টীকা দ্র.।*

**জমঈয়াতু এহ্‌ইয়াইত্‌তুরাছ আল-ইসলামী কুয়েত**

**ইসলামী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা**

**ভর্তি বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা'-এর ইসলামী উচ্চ শিক্ষালয়ে (আল-মা'হাদ) ১৪২৫-১৪২৬ হিঃ নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ১লা আগষ্ট ২০০৪-১৫ আগষ্ট ২০০৪-এর মধ্যে আবেদন/যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।
আগ্রহী প্রার্থীগণকে শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের যেকোন দিন সকালে নিম্ন ঠিকানায় উপস্থিত হ'তে হবে। আলিম অথবা দাওরায়ে হাদীছ-এর মূল সনদ, প্রশংসাপত্র এবং নাগরিকত্ব সনদ সঙ্গে আনতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

বাড়ী নং-১৭, রোড নং-২
সেক্টর নং- ৬, উত্তরা, ঢাকা।

## গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

# প্রতিবন্ধী

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

আরীফ ও শেফালী লেখাপড়ার জীবনে একে অপরের সান্নিধ্যে এসে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বামী-স্ত্রীতে মধুর দাম্পত্য জীবন কেটে যাচ্ছিল। সে জীবনে বাঁধ-সাধলো তাদের মধুর মিলনের ফল প্রতিবন্ধী সন্তান নাজমা। মেয়েটির দৈহিক গঠনে কোন ত্রুটি নেই। ত্রুটি কেবল কথা বলার ক্ষেত্রে। একটুখানি সান্ত্বনার কথা হ'ল, মেয়েটি বোবা হয়নি। তবে তার কথা বলা স্বাভাবিকের চরম ব্যতিক্রম। বোবার যেমন চিকিৎসা নেই, তেমনি এ মেয়েটি যাতে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েও কোন সুফল হয়নি।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকুরী করে। বাড়ীর অবস্থাও ভাল। তাই তাদের পরিবার স্বচ্ছল। কিন্তু তাদের একটিই বেদনা- সেটি হচ্ছে তাদের একমাত্র মেয়েটি 'প্রতিবন্ধী'। মেয়েটি বড় হয়েছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। প্রাইভেট শিক্ষকও নিয়োগ করা হচ্ছে বার বার। কেননা প্রাইভেট শিক্ষকরা মেয়েকে শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়ে চলে যান। ফলে একই শ্রেণীতে পড়ার কালে কয়েকজন শিক্ষক এসেছেন-গিয়েছেন। তার কথা বলার অস্বাভাবিকতায় সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা তাকে ভয় পায়। ফলে তার সাথে কেউ মিশে না।

আরীফ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। তার অধীনে নবনিযুক্ত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে সালমা। আরীফ তার মেয়ে সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্তে এসেছে যে, তাকে দিয়ে তার ভবিষ্যৎ কোন সম্ভাবনা নেই। তার বিষয়-আশয় ভোগের একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী চাই। স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দেবার পর অসুখে পড়ে। সে অসুখে দ্বিতীয় বার সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। তাই আরীফ তার অধীনস্থ সালমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণে প্রস্তাব দিলে সালমা প্রথমতঃ তাতে সম্মত হয় না। কারণ আরীফ বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক। কিন্তু আরীফ তার উত্তরাধিকারীর অভাব দূর করতে চায়। আরীফের মনোবেদনার কারণ বুঝতে পেরে সালমা বলে, আপনাকে স্বামী হিসাবে পেতে আমার পরিবার থেকে কোন আপত্তি হবে না। কারণ আমার আরেকটি বিয়েযোগ্য বোন রয়েছে। আর বিয়ে মানে অজস্র টাকার দাবী পূরণ। অর্থাৎ যৌতুক নামের একটি বোঝা, যা সবার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। অথচ বহন করতেই হয়। আমার পিতার সে সামর্থ্য নেই।

আরীফ তার অফিসের মেয়ে সালমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা কোন সূত্রে স্ত্রী শেফালি জানতে পারে।

তাই স্ত্রী স্বামীকে বলে, 'দেখ আরীফ, আমি তোমাকে স্বামী হিসাবে পেয়ে গর্বিত। তোমাকে আমি শুধু মেয়ের জন্য তোমার সিদ্ধান্ত পরিহার করতে অনুরোধ করছি। কিন্তু আরীফ স্ত্রীকে প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য দায়ী করে। স্বামী তাকে প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য দায়ী করায় সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। তবুও বলে, 'সন্তান শুধু আমার একার নয়, সন্তান তোমারও'। কিন্তু আরীফের মাথায় সে বুঝ আসে না। তার মাথায় এ কথাটাই চেপে বসেছে যে, তার এত বিষয়-আশয় কে ভোগ করবে?

আরীফের মা বেঁচে আছেন। তিনি গ্রামের বাড়ীতে বাস করেন। শেফালি স্বামীকে তার সিদ্ধান্ত হ'তে প্রতিহত করতে না পেরে শাশুড়ীকে বিষয়টি অবহিত করে। শাশুড়ী সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন। আরীফ অফিস সেরে বাসায় ফিরে দেখে মা এসেছেন। সমাচারাদি আদান-প্রদানের পর মা আরীফকে তার সিদ্ধান্তের বিষয়টা জিজ্ঞেস করেন। আরীফ অকপটে স্বীকার করে। সে বলে, 'দেখ মা, আমার বিষয়-আশয় ভোগ করার জন্য তো একজনকে চাই। তোমার বৌমার দ্বিতীয় সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই। এ প্রতিবন্ধী মেয়ে নিয়ে আমার আশা পূর্ণ হবে না। এ জন্যই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আমি ওদেরকে আগের মতই দেখাশুনা করব'। ছেলের কথা শুনে মা কেঁদে ফেলেন। কেননা ছেলে তার সিদ্ধান্তে অটল। মা বলেন, আমার এ লক্ষ্মী বৌমার জীবনে আর দুঃখ বাড়াসনে বাবা। প্রতিবন্ধী মেয়েটি যেমন তার, তেমনি তোমারও। প্রতিবন্ধী লাভে সে কি কম ব্যথিত? কিন্তু আরীফের একই কথা, 'আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিব না। ওরা আগের মতই আমার কাছ থেকে ব্যবহার পাবে'। মা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

একদিন আরীফ অফিস সেরে বাসায় আসে না। প্রতিবন্ধী মেয়ে নাজমা তার মাকে জিজ্ঞেস করে 'আব্বু আসছে না কেন?'। মা বলে তোর আব্বু আবার বিয়ে করেছে। মা মেয়েকে বলে, 'আমার সাথে যাবে মা'?

মেয়ে বলে, 'যাব'। মা পড়ার টেবিলে একটি চিঠি রেখে ঘরে তালা ঝুলিয়ে মেয়েসহ বেরিয়ে পড়ে।

আরীফ বাসায় ফিরে ঘরে তালা ঝুলতে দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যায়। দ্বিতীয় চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলে স্ত্রীর চিঠি পেয়ে সবকিছু বুঝতে পারে। সে তখন সম্ভাব্য সকল স্থানে ফোন করে তাদের কোনই সন্ধান পায় না।

*['ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শর্তে ইসলাম একসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখা বৈধ করেছে' (নিসা ৩)। তবে গল্পে বর্ণিত কারণে নয়। প্রতিবন্ধীরাও আল্লাহর সৃষ্টি। তাদেরকে অবহেলা করা আদৌ সমীচীন নয়। -সম্পাদক।]*

** সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।*

Contents



## চিকিৎসা জগৎ

### গাছ-গাছড়ার নানাগুণ

### (১) ঘৃতকুমারীঃ

**বাংলা নামঃ** ঘৃতকুমারী

**ইংরেজী নামঃ** Indian Aloe

**বৈজ্ঞানিক নামঃ** Aloe barbadensis Mill

**ফ্যামিলিঃ** Liliacew

**বিবরণঃ** ঘৃতকুমারী গাছ ১ থেকে ২ ফুট উঁচু হয়। পাতা পুরু এবং নীচের দিকটা বৃত্তাকার। পাতার ভিতরের মাংসল শাঁস পিচ্ছিল লালার মত তিতা স্বাদের। পুষ্পদণ্ড লম্বালাঠির ন্যায় সরু। মাথায় লেবু বর্ণের ফুল হয়। শীতের শেষে ঘৃতকুমারীর ফুল ও ফল হয়।

**প্রাপ্তিস্থানঃ** ঘৃতকুমারী বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মে।

**রোপন পদ্ধতিঃ** বীজ থেকে চারা করে তা বর্ষার সময় লাগানো যায়।

**ব্যবহার্য অংশঃ** ঘৃতকুমারীর ডাটা, ছাল এবং পাতার মাংসল পিচ্ছিল অংশ ও রস ব্যবহৃত হয়।

**উপকারিতাঃ**

১. কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ঘৃতকুমারীর পাতার ভিতরকার মজ্জা ও রস ৪/৫ গ্রাম দিনে ২/৩ বার সেবন করলে উপকার হয়।

২. প্লীহা ও যকৃত প্রদাহে মজ্জা ও রস ৭ গ্রাম সকাল-বিকাল খালি পেটে সেব্য।

৩. কৃমিনাশ ও বাত ব্যথায় ঘৃতকুমারীর মজ্জা ও রস বিশেষ কার্যকরী।

৪. ঘৃতকুমারী পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক, হযমকারক হিসাবে ব্যবহার্য।

৫. ঘৃতকুমারী ত্বকের লাবণ্যতা ফিরিয়ে আনে।

৬. ঘৃতকুমারী হাড়ভাঙ্গা ও মচকানো স্থানের ফুলা অপসারক ও বেদনানাশক।

৭. ঋতু বদ্ধতায় ঘৃতকুমারীর মজ্জা ও রস ৪/৫ গ্রাম গরম পানি সহ ভোরে ও রাতে শয়নকালে সেবন করতে হয়।

### (২) অর্জুন ঃ

**বাংলা নামঃ** অর্জুন

**ইংরেজী নামঃ** ইরনলভট

**বৈজ্ঞানিক নামঃ** Terminalia Arjuna Roxb

**ফ্যামিলিঃ** Combretacew

**বিবরণঃ** অর্জুন প্রায় ৫০ থেকে ৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল ছোট, সাদা ও হলুদ। ফল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, কামরাঙ্গার মত শিরযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে। অর্জুন গাছের কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

**প্রাপ্তিস্থানঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অর্জুন গাছ দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্জুন গাছ জন্মে।

**ব্যবহার্য অংশঃ** ছাল, কাঠ, পাতা ও ফল।

**রোপন পদ্ধতিঃ** মার্চ-এপ্রিলে বীজ বপন করা হয়। বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। বীজ লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যেই চারা গজায়। চারা বর্ষার শুরুতেই নির্ধারিত স্থানে লাগাতে হয়। এর চাষের জন্য খোলা স্থান ভাল।

**উপকারিতাঃ**

১. অর্জুন ছালের চূর্ণ হৃদপিণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি ও সাধারণ দুর্বলতায় ৩/৪ গ্রাম পরিমাণ খেলে বিশেষ উপকার হয়।

২. প্রমেহ ও ক্ষত নিরসনে অর্জুন ছাল পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি দিনে ২/৩ বার খেলে উপকার হয়।

৩. আমাশয় রোগে অর্জুন ছালের রস কার্যকর।

৪. উচ্চ রক্তচাপ ও জ্বরে অর্জুনের ছাল উপকারী।

৫. অর্জুন ছাল চূর্ণ দুধসহ সেবনে আঘাতজনিত ব্যথায় উপকার হয়।

৬. অর্জুন ছালের চূর্ণ প্রস্রাবের আধিক্য ও শুক্রমেহ নাশ করে এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে।

৭. অর্জুন ছালের রস দ্বারা কুলি করলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। পান করলে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে।

*॥ সংকলিত ॥*

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
পাহী।

Contents





# ক্ষেত-খামার

## করলার পুষ্টিগুণ

করলা কুমড়া জাতীয় সবজি। এটি দু'ধরনের। অত্যন্ত ছোট, প্রায় গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি হ'লে উচ্ছে, আর আকারে বড় এবং লম্বা হ'লে করলা। উচ্ছে-করলা উভয়েরই গুণাগুণ সমান। 'কিউকার বিটাসিন' নামক এক প্রকার পদার্থ থাকায় এর স্বাদ তিতা। খেতে তিতা হ'লেও খাদ্যমান ও ঔষধিগুণ বিবেচনায় এ সবজি সকলের নিকটে বেশ সমাদৃত। এর কচি ফল আর চিংড়ির ভাজি দারুণ। মাছের সাথে রেঁধেও খাওয়া যায়। করলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ ও সি। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, এর প্রতি ১০০ গ্রামে ১৪৫০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৬৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি আছে। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের মধ্যে আমিষ ২.৫ গ্রাম, শর্করা ৪.৩ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ০.০৬ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি রয়েছে ২৮ কিলোক্যালরি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মায়েরা গর্ভাবস্থায় এবং শিশুদের দুধ খাওয়ানোর সময় রক্তশূন্যতায় ভুগেন। এ সমস্যা এড়াতে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি তাদের বেশী করে করলা খাওয়া উচিত। পেটে গুঁড়ো কৃমি হ'লে করলা পাতা ছেঁচে রসের সাথে সামান্য পানি মিশিয়ে বড়দের দু'চা চামচ এবং শিশুদের আধা চা-চামচ খাওয়াতে হবে। এভাবে ২/৩ দিন সকাল-বিকাল খাওয়ালে কৃমির উপদ্রব একদম থাকবে না। এছাড়া বাত, এলার্জি, পেটের পীড়াসহ অন্যান্য রোগের জন্যও ইহা অতি উপকারী।

## কীটনাশকের বিকল্পঃ সাবান পানি দিয়ে জাব পোকা দমন

ঘরে বসে সস্তা দামের কাপড় কাঁচা বল সাবান দিয়ে তৈরী করা যায় পরিবেশ বান্ধব কীটনাশক। সাবান টুকরো টুকরো করে ক্ষেতে স্প্রের আগের দিন রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে যেন সাবান পানিতে সম্পূর্ণ গলে যায়। স্প্রে মেশিনে ১০ লিটার পানিতে ১টি সাবান গলা দ্রবণ ভালভাবে মিশাতে হবে। এই পরিমাণ সাবান পানি দিয়ে ১০ শতক জমিতে স্প্রে করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে যেন আক্রান্ত গাছের কাণ্ড বা পাতায় ভালভাবে স্প্রে করা হয়। সাবান পানি ভালভাবে স্প্রে করা হ'লে একবারের বেশী স্প্রে করার প্রয়োজন নেই। তবুও স্প্রে করার দু'তিন দিন পর যদি জমিতে জাব পোকার উপস্থিতি দেখা যায়, তাহ'লে দ্বিতীয়বার একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আলু, মরিচ, টমেটো, বেগুন, চীনাবাদাম, শিম, বরবটি, সরিষা, তরমুজ, তুলা এসব ফসলে জাব পোকার আক্রমণ বেশী হয় এবং এর আক্রমণে ২০-৫০ ভাগ ফলনও কম হয়। সাবান পানি স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন অপ্রয়োজনীয় ও বেশী পরিমাণ স্প্রে না করা হয়।

## কচুরিপানায় জৈব সার ও নানা গুণ

খাল-বিল, নালা-নর্দমায় অবহেলা-অনাদরে বেড়ে ওঠা কচুরিপানার নানা গুণাগুণ কিন্তু ইদানীং বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

**পুষ্টিগুণঃ** 'জওহর লাল নেহুরু কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে'র রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে জন্মানো শুকনো কচুরিপানায় ২২.৯ ভাগ অশোধিত আমিষ, ২.১২ ভাগ চর্বি, ১৮.৩ ভাগ আঁশ, ১৭.৮ ভাগ ছাই, ৩.৬৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.৭৮ ভাগ ফসফরাস রয়েছে। এতে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত ১৭ঃ১। এই পাতায় প্রায় সকল প্রকার অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।

**অন্যান্য গুণঃ** কচুরিপানা দিয়ে জৈব গ্যাস প্লান্ট করা যায়। ৪ ফুট গভীর ও ৮ ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থের প্লান্ট হ'তে হবে বায়ুরোধী। এর উপর থাকবে একটি ড্রেন ও ভেতরটা থাকবে পচা কচুরিপানা দিয়ে ভর্তি। মাটির নীচের এই প্লান্ট দিয়ে একটি পরিবারের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

কচুরিপানার মণ্ড, ব্লিচিং পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট একসঙ্গে করলে কাগজ তৈরীর মণ্ড তৈরী করা যায়। তৈরী করা যায় মশার কয়েল।

**কচুরিপানার কম্পোষ্ট সারঃ** বসতবাড়ির আশপাশে, ক্ষেতের ধারে, পুকুর-ডোবার কাছে স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরী করা যায়। এর জন্য উঁচু জায়গা হ'তে হবে, যেন সেখানে বর্ষার পানি না পৌঁছে। গাছের নীচে হ'লে ভাল হয়। গর্তে করলে অতিরিক্ত পানি জমে সারের ক্ষতি করতে পারে। স্তূপ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মাপ ৩০ মিটার ও প্রস্থ ১৫ মিটার হ'লে ভাল হয়। কম্পোষ্টের প্রতিটি স্তর কচুরিপানা দিয়ে সাজাতে হবে। এর প্রতিটি স্তরে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০০ গ্রাম এমপি সার ছিটাতে হবে। সার ছিটানো হয়ে গেলে স্তরের উপর ৫ সেন্টিমিটার পুরু করে গোবর বা কাদার প্রলেপ দিতে হবে। এরপর ৮ থেকে ১০ দিন পর একটি শক্ত কাঠি গাদার মধ্যে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে হবে যে, এর মধ্যে অতিরিক্ত ভিজা কি-না। ভিজা হ'লে তিন-চারটি গর্ত করে দিতে হবে, যাতে বাতাস প্রবেশ করে ও আর্দ্রতা কমে যায়। বেশী শুকিয়ে গেলে স্তূপের গর্তে গো-চনা বা পানি দিতে হবে। এক মাস পর একবার ও দুই মাস পর দু'বার উল্টে-পাল্টে দিতে হবে। এভাবে ৯০ দিনেই তৈরী হয়ে যায় কচুরিপানার কম্পোষ্ট সার। হাতের মুঠোয় চাপ দিলে যদি কম্পোষ্ট গুঁড়ো হয়ে যায়, তাহ'লে বুঝতে হবে সার ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

গর্তেও কম্পোস্ট করা যায়। এ পদ্ধতিতে সময় কম প্রয়োজন হয়। গর্তটি ৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হ'লে ভাল হয়। গভীরতায় ১ মিটার। এ গর্তের তলায় বালি বা খড় দিতে হবে, যেন কচুরিপানা থেকে নিঃসৃত গাছের খাদ্য উপাদান মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এতে ১০-১৫ সেন্টিমিটার পুরু স্তর করে কচুরিপানা সাজাতে

হবে। প্রতিটি স্তরে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম পটাশ সার ছিটিয়ে দিতে হবে। সার ছিটানোর পর রান্না ঘরের মাছ ধোয়া পানি ও শাক-সবজির উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এভাবে ভরাট হয়ে গর্তের উপরে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার উঁচু হ'লে এর উপর গোবর পানি ও গো-চনা ঢেলে দিতে হবে। মাঝে মধ্যে পানিও ছিটানো যায়। এভাবে কচুরিপানার কম্পোষ্ট সার তৈরী হ'তে দুই মাস সময় প্রয়োজন হয়।

## ফরিদ মিয়াঁর হাঁসের গ্রাম

গাইবান্ধা যেলার অজ পাড়াগাঁয়ের নুন আনতে পানতা ফুরানো দিনমজুর ফরিদ মিয়াঁ মাত্র দেড় দশকের ব্যবধানে বর্তমানে প্রতিমাসে আয় করছেন দেড় লাখ টাকার মত। হাঁস-মুরগী-মাছের খামার করে নিজের ভাগ্যকে বদলে ফেলেছেন মঙ্গার দেশের ভুখা-নাঙ্গা মানুষ ফরিদ মিয়াঁ। তার সাফল্য তার রামভদ্র গ্রামটিকেই পাল্টে দিয়েছে। পাল্টে দিয়েছে গ্রামের পরিচিতি। রামভদ্র গ্রাম এখন 'হাঁসের গ্রাম' নামে পরিচিত। যেলার সুন্দরগঞ্জ উপযেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের নিভৃত রামভদ্র গ্রামে গড়ে উঠেছে হাঁস-মুরগীর ২০০ খামার। গ্রাম ছাড়িয়ে ইউনিয়ন পর্যায়েও পৌঁছে গেছে ফরিদ মিয়াঁকে অনুসরণ করার প্রবণতা।

**তিনটি 'সোনার হাঁস'ঃ** দিনমজুর ফরিদ মিয়াঁ অভাবের তাড়নায় নিজ এলাকায় কাজ না পেয়ে রংপুর যেলা শহরে কাজ খুঁজতে গিয়েছিলেন বহুদিন পূর্বে। সেখানেও কোন কাজ না পেয়ে একদিন এদিক-সেদিক ঘোরার সময় তার চোখে পড়ে একটি হাঁসের খামার। দিনভর উপোস থেকেও কৌতূহল নিয়ে একটানা দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন হাঁসের পরিচর্যা। জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন টুকটাক তথ্য। পরদিন দিনমজুরী করে অতিকষ্টে ১২৬ টাকা উপার্জন করে সেই খামার থেকে ঐ টাকায় ৩টি হাঁস কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন তিনি।

বাড়ী ফিরে সেই তিনটি হাঁসের খামার দিয়েই শুরু। ফরিদ মিয়াঁর নিবিড় যত্নে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে হাঁসের সংখ্যা। ১৯৮৬ সালে বাড়ীর প্রায় উঠোনে অবস্থিত পুকুরের উপর গড়ে তোলেন হাঁসের খামার। ১৯৯০ সালে পাশাপাশি মুরগীর খামার এবং মৎস পালনও শুরু করেন। ফরিদ মিয়াঁ এ খামারের নাম দেন 'সোনালী ফার্ম ও হ্যাচারি'।

**বর্তমান অবস্থাঃ** কারো সাহায্য-সহযোগিতা, অনুকম্পা প্রয়োজন হয়নি। সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় নিজের জমানো টাকায় একটু একটু করে ফরিদ মিয়াঁ গড়ে তুলেছেন তার সাফল্যের সৌধ। বর্তমানে তার ফার্মে ২০০০টি হাঁস ১৩০০টি মুরগী রয়েছে। ২০০০টি হাঁস থেকে দৈনিক গড়ে ১৫০০টি ডিম পাওয়া যায়। ফরিদ মিয়াঁ হাঁস ছাড়াই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এটাকে তিনি বলেন, 'তুষ পদ্ধতি'। এ পদ্ধতিতে ডিম ফুটিয়ে প্রতিমাসে ৯ হাযার হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করেন। প্রতিটি বাচ্চা ১১ টাকা দরে বিক্রি করে এ প্রকল্প থেকে তার মাসিক আয় প্রায় ৯৯ হাযার টাকা।

হাঁসের খামার সংলগ্ন ৫৫ শতক জমিতে খননকৃত পুকুরে মাছ চাষ করে এ বছরে আয় করেছেন ৫০ হাযার টাকা। এছাড়া ১৫০০টি মুরগী দৈনিক গড়ে এক হাযার ডিম দেয়। প্রতিটি ডিম ৩ টাকা হিসাবে বিক্রি করে তার মাসিক আয় হচ্ছে ৯০ হাযার টাকা। এসব জিনিস পাইকাররা বিভিন্ন যেলা থেকে এসে খামার থেকেই কিনে নিয়ে যায়।

এভাবে সব মিলিয়ে তার প্রতিমাসে ২ লাখ ৭৫ হাযার টাকা আয় হচ্ছে। হাঁস-মুরগীর খাদ্য, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ প্রতিমাসে ব্যয় হয় ১ লাখ ২৫ হাযার টাকা। খরচ বাদে প্রতি মাসে তার অন্তত দেড় লাখ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

**ফরিদ মিয়াঁর 'তুষপদ্ধতি'ঃ**

ফরিদ মিয়াঁ সোনালী খামারে হাঁস-মুরগীর ডিম বিক্রির পাশাপাশি ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বিক্রির পরিকল্পনা হাতে নেন। তিনি স্থানীয় পশুসম্পদ অফিসের পরামর্শক্রমে বাচ্চা ফুটানোর পদ্ধতি হিসাবে 'তুষপদ্ধতি' উদ্ভাবন করেন। কাঠের বাক্স তৈরী করে তার মধ্যে ধানের তুষ দিয়ে তার ওপর রাখা হয় ডিম। নিচে ২০০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাল্ব। সেই বাল্বের তাপে বাচ্চা ফোটানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ না থাকলেও কোন সমস্যা নেই। কেরোসিন চালিত হারিকেনের তাপ দিয়েও বাচ্চা ফোটানো সম্ভব।

তার শয়ন ঘরের পাশেই টিনের তৈরী ৩০ হাত দীর্ঘ একটি ঘরে স্থাপন করেছেন কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরী তিন কক্ষ বিশিষ্ট পাঁচটি বাক্স। তাতে মাসে ৯০০ ডিম ফোটানো সম্ভব। ডিম ফোটাতে ২৮ দিন সময় লাগে। বাক্সে ডিম রাখার দিন থেকে শুরু করে ১৮ দিনের মাথায় ডিম বের করে বিছানায় রাখা হয়। ২৮ দিন পর বাচ্চা উৎপাদন হয়।

**সাফল্যের খতিয়ানঃ**

পিতৃপ্রদত্ত ১২ শতক জমি দিয়ে শুরু করেছিলেন ফরিদ মিয়াঁর জীবন। এখন তিনি বসতভিটা ছাড়াও ৭ বিঘা জমির মালিক। ফরিদ মিয়াঁর বসতভিটার পরিধি ৩ শতক থেকে ১ একরে দাঁড়িয়েছে। গত বছর তিনি হজ্জ পালন করেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে জামাল মিয়াঁকে স্নাতক ডিগ্রী পাস করিয়ে খামার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন। অপর দুই ছেলে যহূরুল ইসলাম ও আইয়ূব আলী যথাক্রমে দশম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে।

ফরিদ মিয়াঁর খামারে গ্রামের ১১ জন পুরুষ-মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। তারা মাসে ১ হাযার থেকে দেড় হাযার টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে মৎস সপ্তাহ উপলক্ষে ফরিদ মিয়াঁ মাছ চাষে সাফল্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ভবিষ্যতে তার এ 'সোনালী ফার্ম'কে দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্ম হিসাবে গড়ে তুলতে চান। এজন্য তিনি সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

*॥ সংকলিত ॥*

Contents



# কবিতা

## অভিনন্দন

*-আল-বারাদী*
*২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

'আত-তাহরীক' অভিনন্দন! 'আত-তাহরীক' অভিনন্দন!
বার্তাবাহক জীবনের, মসী যে তুই মূর্তিমান।
তোর আগমন বার্তাতে আজ লহু নতুন যিন্দেগীর,
মুর্দা সমাজ শিরায় যা বইছে গো তার নেই নযীর।
কাটল নিশির দীর্ঘ আঁধার বাংলাভাষী মুসলিমের,
আসছে ভেসে ভোর বাতাসে বূ-হেজাযী গুলবাগের।
দূর কর এ মরণব্যাধি সমাজদেহের ভেদরেখা,
ঐ দেখা যায় 'মিলন প্রভাত' পূর্বাকাশের গায়ে লেখা।
জাগল এবার সমাজ বুঝি, লক্ষ্য পথে ছুটল গো,
কালেমার মন্ত্রে আবার শিরক-বিদ'আত টুটল গো।
সত্যের পথিক! এগিয়ে চল, আল্লাহ তা'আলা মদদগার,
বিঘ্ন হবে জয় যাত্রায় রুখবে তোমায় সাধ্যকার?
**'আত-তাহরীক'** অমর হোক মোবারক যিন্দেগী,
বিশ্বজুড়ে দাও শিখিয়ে আল্লাহ্‌র সঠিক বন্দেগী।
ঘরে-ঘরে, দেশ-বিদেশে হোক শিরক-বিদ'আতের ফির্কা শেষ,
ইসলামের এ আবাস ভূমি মোদের প্রিয় বাংলাদেশ।
সম্ভাষিতে তোমায় মোরা পাইনে ভাষা মোটেই আজ,
অভিনন্দন, দো'আ করি হায়াত তব হোক দারায।

*[তরজমানুল হাদীছ, ১/১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'খোশ আমদেদ' কবিতা অবলম্বনে।]*

***

## আল্লাহ্‌র নে'মত

*-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন*
*শৌলমারী, জলঢাকা*
*নীলফামারী।*

এই যে দেখ পাখ-পাখালি বৃক্ষ-নদী বন
দিনের বেলায় সূর্য ওঠে, রাতে তারা অগণন।
থরে থরে সাজানো ঐ সপ্ত আসমান,
প্রভাত হ'লে যায় শোনা যায় হাযার পাখির গান।
সবুজ-শ্যামল চারিদিকে সোনায় ভরা মাটি
প্রকৃতির এই সৃষ্টি হাযার সব যেন পরিপাটি।
মাঠে-মাঠে সোনার ফসল, নদীর ঢেউয়ের খেলা
তার মাঝেতে চরে বেড়ায় অসংখ্য ঐ ভেলা।
নানান জাতের নানান প্রাণী চলার নানান ভঙ্গি
বাঘের সাথে বাঘ মেশে, ছাগল-ছাগল সঙ্গী।
একই ধরায় অনেক মানুষ, অনেক ভাষা জাতি
নরের সুখ ও আরাম তরে আছে নারী সাথী।
কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ধরে, আম গাছেতে আম
একেক জাতের বৃক্ষের একেক রকম নাম।
তৃষ্ণা পেলে মাটির নীচে আছে শীতল পানি
সে পানিতে যায় ভরে যায় সবার পরাণখানি।
মানবদেহেই দেখনা চেয়ে কতই রূপের সাজ
নাক-কান, চোখ ও মুখ নিখুঁত কারুকাজ।
ভাবছ মানুষ! এসব কিছু কার করুণা দান?
জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে সম্পদ অফুরান।
সবই হ'ল মহান আল্লাহ্‌র নে'মত ও দান
এসব পেয়ে কেন মানুষ হও নাফরমান?
দ্বীনের পথে ফিরে এসো, ছাড়ো বাতিল পথ
অহি-র বিধানের কাছে এবার নাও গো হেদায়াত।
মহান আল্লাহ্‌র নে'মত খেয়ে গাও তারই গান
তবেই হবে ধন্য-সফল-কীর্তি জীবন-প্রাণ॥

***

## বুশ

*-তারিক অনিকেত*
*ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দিগঞ্জ*
*বরিশাল।*

এক আছে শয়তান
নাম তার বুশ,
রক্তের স্বাদ পেলে
থাকে না যে হুঁশ।
খাই খাই আছে তার
আছে তার লোভ,
অবহেলা করে যায়
জনতার ক্ষোভ।
মুসলিম নর-নারী
ভালো লাগে খেতে,
মুসলিম দেশে তাই
খুনী ওঠে মেতে।
তরতাযা বোমা ফেলে
সব করে শেষ,
রাখবে না দুনিয়াতে
সভ্যতার লেশ।
তেল চাই, গ্যাস চাই
খুন চাই আরো,
বিবেকটা ছুড়ে ফেলে
মানুষকে মারো।

***

## সাবধান!

*-মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী*
*ইটাগাছা পশ্চিম*
*পোঃ বাঁকাল, সাতক্ষীরা।*

বুদ্ধি যদি থাকত মাথায়,
শক্তির কি করত বড়াই?
বেআদবরাও ক্ষিপ্ত হয়,
লেলিয়ে দেয়া হায়েনার ন্যায়।
ইয়াহূদ-পৌত্তলিক আর নাছারা,
যুদ্ধবাজ আজ বিশ্বে এরা।
সারা বিশ্ব আজ রণাতংকিত,
বন্দী শিবিরের ন্যায় চির শংকিত।
ধারণা পাল্টাও হে ইঙ্গ-মার্কিন!
নমরূদ-ফির'আউন সম হবে একদিন।

***

# সে[illegible]র পাতা

## গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। ভারত।
২। শ্রীলংকা।
৩। বাংলাদেশ, (১৯৪৭ ও ১৯৭১)।
৪। লেসোথো, দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বারা।
৫। সন্দেশে।

## গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। মেয়েদের স্বরযন্ত্র (ভোকাল কর্ড) পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত চিকন। তাই মেয়েদের স্বরধ্বনি মিহি ও সুরেলা।

২। লোমকূপকে এক কথায় শরীরের এয়ারকণ্ডিশনার বলা যায়। লোমকূপ খুলে বা বন্ধ হয়ে ঘামের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখে। ঘামের বাষ্পীভবন শরীরকে গরম বা ঠাণ্ডা রাখার অভিনব পদ্ধতি।

৩। এ্যামাইনো এসিড।

৪। ভিজা কাপড় গায়ে দিলে কাপড়ের সমস্ত পানি বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যায়। বাষ্পায়নের জন্য ভিজা কাপড় প্রয়োজনীয় তাপ আমাদের শরীর থেকে গ্রহণ করে। ফলে শরীরের তাপমাত্রা কমে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

৫। শীতকালে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় দেহের অনাবৃত কোমল স্থানগুলি ফেটে যায়। গ্লিসারিণ বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে আমাদের ঠোঁট, মুখমণ্ডলসহ কোমল স্থানকে ভিজিয়ে রাখে।

## চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)

১। মুখ খানি কালো করে বসে থাকে ঘরে দরজা খুলে ঘষা দিলে
দ্রুত উঠে জ্বলে।
২। সেই জিনিস কারে কয়
যার আছে তার নেই ভয়।
৩। জল-এর ধারে দিলে পাই
ফলটির নাম কি বল ভাই?
৪। দুই বর্ণের এমন এক আশ্চর্য জিনিস আছে
যতই অন্যেকে দেয় ততই তা বাড়ে।
৫। খেলেও কিন্তু পেট ভরে না
না খেলে আবার প্রাণ বাঁচে না
জিনিসটির নাম তোমার নিশ্চয় জানা।

*❑ হাবীবুর রহমান বিন আব্দুল জলীল*
*প্রচার সম্পাদক, সোনামণি*
*নওদাপাড়া মাদরাসা শাখা, রাজশাহী।*

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের নাম কি এবং তার দৈর্ঘ্য কত?
২। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কি?
৩। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পূর্বনাম কি এবং কার নামানুসারে কক্সবাজার নামকরণ করা হয়?
৪। কত সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপে মানুষ বসবাস শুরু করে?
৫। সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রাচীন নাম কি?

*❑ ইমামুদ্দীন*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

## সোনামণি সংবাদ

**শাখা গঠনঃ**

**❑ পুঠিয়া, রাজশাহীঃ**
**পরিচালকঃ** শামীমুদ্দীন
**সহ-পরিচালক ঃ** শরীফুল ইসলাম
**সহ-পরিচালক ঃ** যিল্লুর রহমান।

**কর্মপরিষদঃ**
**১. সাধারণ সম্পাদক ঃ** এনামুল হক
**২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** ফায়ছাল
**৩. প্রচার সম্পাদক ঃ** আশরাফুল ইসলাম
**৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** আসাদুল ইসলাম
**৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** আব্দুল করীম।

**প্রশিক্ষণঃ**

**পুঠিয়া, রাজশাহী ২৩ এপ্রিল, শুক্রবারঃ** অদ্য বাদ জুম'আ স্থানীয় দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আল-আমীনের কুরআন তেলাওয়াত এবং শরীফুল ইসলামের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

বাঘা থানা সোনামণি পরিচালক যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক দেলোয়ার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠান শেষে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

**উপরবিল্লী, রাজশাহী ১৩ এপ্রিল, মঙ্গলবারঃ** অদ্য বাদ আছর উপরবিল্লী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

**ঝিনা, রাজশাহী ১৪ এপ্রিল, বুধবারঃ** অদ্য বাদ আছর ঝিনা দাখিল মাদরাসার শিক্ষকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

একই দিন বাদ এশা অত্র মাদরাসায় প্রায় দেড় শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন রাজশাহী যেলার 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আরীফুল ইসলাম ও আখতার হোসাইন। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজমুল হোসাইন।

Contents

# সোনামণি রচনা প্রতিযোগিতা ২০০৪

সকল পর্যায়ের সোনমণি দায়িত্বশীল (কেন্দ্র ব্যতীত) এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

**বিষয়ঃ** 'সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি' (অনূর্ধ্ব ১৫০০ শব্দ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সম্ভাব্য দলীল ও বাস্তবতার আলোকে)।

**পদ্ধতিঃ** রচনা ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে স্পষ্টাক্ষরে দু'লাইনের মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁকা রেখে লিখতে হবে। সঙ্গে প্রতিযোগীর পূর্ণ নাম, পিতার নাম, স্থায়ী, অস্থায়ী ও চিঠি আদান-প্রদানের পূর্ণ ঠিকানা ভিন্ন কাগজে লিখে রচনার সাথে স্ট্যাপলিং করে পাঠাতে হবে। খামের উপরে 'সোনামণি রচনা প্রতিযোগিতা ২০০৪' লিখে সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ডাকযোগে অথবা হাতে হাতে পৌঁছাতে হবে।

**রচনা পাঠানোর ঠিকানাঃ** কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি সংগঠন বাংলাদেশ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৬১৭৪১ (অনুঃ)।

বিঃ দ্রঃ রচনা জমা দেয়ার শেষ তারিখ পরবর্তী সংখ্যায় জানানো হবে, (সম্ভাব্য তারিখ আগষ্ট ২০০৪)।

# সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৪

## প্রতিযোগিতার বিষয়

**সোনামণিদের জন্যঃ**

১. বিশুদ্ধ আরবী ইবারত ও অর্থসহ ১০টি হাদীছ মুখস্থ (কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত)।

২. দলগত সংলাপঃ বিষয়ঃ ওযূ ও ছালাতের নিয়ম-পদ্ধতি ও দো'আ-দরূদ। সদস্য সংখ্যা ৪ এবং সময় ৭ মিনিট ('ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর আলোকে)।

৩. আক্বীদা বিষয়ক ২৭টি প্রশ্নোত্তরঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা (জমঈয়াতু এহ্ইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী, ঢাকা) কর্তৃক প্রকাশিত (২৮ হ'তে ৫৪ নম্বর পর্যন্ত) এবং সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা ও স্বদেশ পরিচিত। সোনামণি গঠনতন্ত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ), জ্ঞানকোষ-১ ও স্বদেশ পরিচিতি রাজশাহী বিভাগের আলোকে।

৪. ছবি অংকনঃ মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি পাহাড়, ঝর্ণা, অপরূপ সুন্দর প্রাণী বিহীন প্রাকৃতিক বিভিন্ন দৃশ্যাবলী।

৫. পাঁচটি সোনামণি শিহরণীঃ (শিহরণী/জাগরণী কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত)।

**দায়িত্বশীলদের জন্যঃ** কেন্দ্র ব্যতীত সর্বস্তরের সোনামণি দায়িত্বশীলদের জন্য ৫ মিনিট বক্তব্য। বিষয়ঃ সোনামণিরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এদেরকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের কর্তব্য।

## প্রতিযোগিতার নীতিমালাঃ

১. প্রতিযোগীদের অবশ্যই সোনামণি গঠনতন্ত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ), জ্ঞানকোষ-১ সংগ্রহ ও ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব যেলা পরিচালক, 'সোনামণি'-এর সুপারিশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

২. কোন প্রতিযোগী ৩টির অধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৪. শাখা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবেন।

৫. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক থাকবেন এবং বিষয়ানুসারে বিচারক মণ্ডলী পরিবর্তন হবেন।

৬. প্রতিযোগিতার বিষয়াবলীর ক্রমিক নং ১, ২ ও ৫ মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

৭. ক্রমিক নং ৩-এর আক্বীদা বিষয়ক ২৭টি প্রশ্নোত্তর ৪০ নম্বরের মৌখিকভাবে এবং গঠনতন্ত্র ২০, জ্ঞানকোষ ২০, স্বদেশ পরিচিতি রাজশাহী বিভাগের সাধারণ জ্ঞান ২০ এবং ক্রমিক নং ৪ লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

৮. অধ্যয়নরত শ্রেণী এবং বয়স প্রমাণের জন্য স্ব স্ব মাদরাসা/স্কুল-এর প্রত্যয়ন পত্র সাথে আনা আবশ্যক।

৯. বর্ণিত ক্রমিক নং ৪-এর ছবি অংকনের জন্য আর্ট পেপার সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে এবং যেলার বাছাইকৃত তিন জনের অংকনকৃত তিনটি ছবি সাথে আনতে হবে।

১০. স্ব স্ব শাখা/উপযেলা/মহানগরী/যেলার সোনামণি পরিচালক 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয় ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগীতার ফলাফল তালিকাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিক জানিয়ে দেয়া হবে এবং আর্কষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৩. দলগত সংলাপে শুধুমাত্র ছেলেরা অংশগ্রহণ করবে।

১৪. প্রতিযোগিতার সকল ক্ষেত্রে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৪'-এর পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বিঃ দ্রঃ প্রতিযোগিতার তারিখ পরবর্তী সংখ্যায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

** মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।*

# স্বদেশ-বিদেশ

## স্বদেশ

### ফেনীর পরিত্যক্ত ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার

কানাডীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী কোম্পানী 'নিকো রিসোর্সেস' পরিত্যক্ত ফেনী গ্যাস ফিল্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কার করেছে। গত ৫ মে বুধবার বেলা ২-টায় 'নিকো'র খনন করা কূপে পরীক্ষা চালিয়ে সেখানে বিপুল পরিমাণ গ্যাস মজুদের বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয়েছেন। ফেনী সদর উপযেলার চৌমুহনী বাজার সংলগ্ন ডালিয়া ইউনিয়নে এই গ্যাস কূপের অবস্থান।

আবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ বলেছে, এ পর্যায়ে তা জানানো সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য পরবর্তী পরীক্ষা চালানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র মতে এ ফিল্ড থেকে প্রতিদিন ২ কোটি বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ফেনীর ১৫ নম্বর ব্লকের এ গ্যাস ফিল্ডে ১৯৮১ সালে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড' (বিজিএফসিএল) প্রথম গ্যাস আবিষ্কার করে। 'পেট্রোবাংলা' ফিল্ডটি উন্নয়ন করে ১৯৯২ সালে ১টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। মাত্র ৪০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের পর ১৯৯২ সালে উৎপাদনজনিত সমস্যার কারণে এ গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন বন্ধ করা হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সালে 'বিজিএফসিএল' তাদের খননকৃত দ্বিতীয় কূপটিতে গ্যাস না পেয়ে ফিল্ডটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।

*[আল্লাহ প্রদত্ত এই অফুরন্ত গ্যাস সম্পদকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো হৌক এটাই আমাদের কাম্য। দেশের অভ্যন্তরের সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন ও বিপণন করা গেলে দেশ বিদেশী শ্বেতহস্তী পোষার হাত থেকে বেঁচে যাবে (স.স)]*

### দেশে এ্যাজমা রোগী ৭০ লাখ

'স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মল শ্বাস' শ্লোগান নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ৪ মে 'বিশ্ব এ্যাজমা দিবস' পালিত হয়েছে। এ দিবস উপলক্ষ্যে 'এ্যাজমা এসোসিয়েশন বাংলাদেশ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মুশাররফ হুসাইন বলেন, দেশে বর্তমানে প্রায় ৭০ লাখ এ্যাজমা রোগী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭ লাখ লোক চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম ওষুধও ক্রয় করতে পারে না। তিনি বলেন, এ্যাজমা রোগীদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উপযেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের নিয়োগ দেওয়া হবে এবং প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেসপিরেটরী ইউনিট খোলা হবে।

*[দেশের শথকরা ২৫ ভাগ বস্তিবাসীকে স্বাস্থ্য সম্মত গৃহের ব্যবস্থা করুন। এতে এ্যাজমা রোগীর সংখ্যা আপনাতেই কমে যাবে ইনশাআল্লাহ (স.স)।]*

### ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী ৩৯টি ক্যাম্প

ভারতে বাংলাদেশের শীর্ষসন্ত্রাসী মোল্লা মাসূদ, মৃণাল সহ ৩৪৪ জন চিহ্নিত অপরাধী আত্মগোপন করে আছে। তারা সেখানে শুধু নিশ্চিন্তে বসবাসই করছে না, বরং সময় সময় বাংলাদেশে এসে বড়মাপের অপরাধমূলক তৎপরতাও চালাচ্ছে। এছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ বিরোধী গোপন আশ্রয়স্থল থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্টভাবে জড়িত রয়েছে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন, নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ, জয়েন্ট রিফিউজি সংগ্রাম পরিষদ, হিন্দু রিপাবলিক বীরবঙ্গ সরকার-এর মত একাধিক জঙ্গি সংগঠন। পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সর্বহারা পার্টি ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির মত আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠনগুলি ভারতীয় এলাকা থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ অন্যান্য সহায়তা পেয়ে আসছে।

গত ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৫ দিন ব্যাপী বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিপক্ষের কাছে এই অভিযোগই করছে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর প্রতিনিধিগণ। তারা উল্লেখিত সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তালিকাও বিএসএফ কর্তৃপক্ষের নিকটে হস্তান্তর করেছেন। তারা আরো উল্লেখ করেন, খুলনা-যশোর থেকে রাজশাহী পর্যন্ত অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে যেসব অস্ত্র বিশেষ করে গ্রেনেড ধরা পড়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই ভারতের তৈরী। এছাড়া বঙ্গভূমি আন্দোলন ও অধুনালুপ্ত শান্তিবাহিনীর একটি অংশ যারা আত্মসমর্পণ করেনি, সেই প্রীতি গ্রুপের মত বাংলাদেশ বিরোধী বহু সংগঠন ভারতে অবস্থান করে ধারাবাহিকভাবে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিডিআর কর্তৃপক্ষ বিএসএফ কর্তৃক নিরীহ বাংলাদেশী হত্যা, অপহরণ, সীমান্ত লংঘন ও বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পুশইন, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারেও বিএসএফ-এর সাথে আলোচনা করেছে। এ সময় সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণ না করা ও তিন বিঘা করিডোরে ২৪ ঘন্টা মানুষ চলাচলের জন্য গেট খুলে দেওয়া সহ বিদ্যুতের লাইন নিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়ারও দাবী জানায়।

*[বাংলাদেশের স্বাধীন ও শক্তিশালী অবস্থান ভারতীয় নেতারা কখনোই কামনা করেন না। সেকারণ তারা সবসময় বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টে লিপ্ত থাকেন। অতএব ভারতের বর্তমান জোট সরকারের নিকটে আমাদের আবেদন বিগ ব্রাদার সুলভ আচরণ বাদ দিয়ে সমমর্যাদাপূর্ণ আচরণ করুন (স.স)]*

### ব্যবসায়ীদের কাছে পাওনা ৪০ সহস্রাধিক কোটি টাকা

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান জানিয়েছেন, গত অর্থবছরে কৃষকদের মধ্যে ২ হাযার ২৪৩ কোটি ১০ লাখ টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১ হাযার ৬শ' ৬৮ কোটি ৬৭ লাখ টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ৫শ' ৪৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, কৃষকদের তুলনায় ব্যবসায়ীদের কাছে টাকার পাওনার পরিমাণ অনেকগুণ বেশী। ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ ৪০ হাযার কোটি টাকারও বেশী।

উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩ হাযার ৭শ' ৫০ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে ২৩ হাযার ৭শ' ৭০ কোটি ৪২ হাযার কোটি টাকারও বেশী। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২০ কোটি ২৪২ লাখ টাকা বেশী।

*[যাবতীয় ঋণ ব্যবস্থাকে সূদমুক্ত করুন। প্রয়োজনে বন্ধকী ঋণ ব্যবস্থা চালু করুন। এতে ঋণ দ্রুত ও সহজে আদায় হবে। সূদ না থাকলে মানুষ স্বস্তির সাথে ঋণ নিবে ও পরিশোধ করবে। জোট সরকারের প্রবীণ অর্থমন্ত্রী কি মৃত্যুর আগে দেশকে সূদ বিহীন অর্থ ব্যবস্থা উপহার দিয়ে যেতে পারেন না? (স.স)]*

Contents



## মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৫.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি

দু'বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৩৭৮ ডলার থেকে বেড়ে ৪৩৮ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পূর্ববর্তী ২ দশকে ডলারে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি নতুন রেকর্ড। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি এবং ডলার টাকার বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকায় মাত্র দু'বছরে ডলারের হিসাবে জাতীয় আয় ১৫.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি অর্থবছরে (২০০৩-২০০৪) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক তথ্যানুসারে মাথাপিছু স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) দাঁড়িয়েছে ৪৩৮ মার্কিন ডলারে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ৪১১ মার্কিন ডলার। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.৫৫ শতাংশ।

*[এ মাথাগুলো কি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বড় লোকদের? না সিংহভাগ গরীবদের? ধনী ও গরীবের ব্যবধান কত কমলো, আমরা তারই হিসাব কামনা করি (স.স)]*

## ২ লাখ পেশাজীবীকে বিদেশে পাঠিয়ে বছরে ১১৫৭ কোটি ডলার আয় সম্ভব

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় শ্রমের অবাধ চলাচলের প্রস্তাব গৃহীত হ'লে বাংলাদেশ ২ লাখ পেশাজীবী শ্রমশক্তি রফতানীর মাধ্যমে বছরে ১১৫৭ কোটি ডলার পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হবে। তবে এজন্য শ্রম বাজারের উপযুক্ত করে এসব পেশাজীবী শ্রমশক্তিকে গড়ে তুলতে হবে। 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ'-এর 'অস্থায়ী শ্রমশক্তি প্রবাহে বাংলাদেশের সুযোগ' শীর্ষক এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। সম্প্রতি সিপিডি কার্যালয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় বর্তমানে প্রতিবছর যে রেমিটেন্স প্রবাসীরা বাংলাদেশে পাঠায় তা জিডিপির ৬.১ শতাংশ এবং দেশের মোট রফতানী আয়ের শতকরা ৪৮.৫ ভাগ। বর্তমানে যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে রেমিটেন্স তার ১.৩ গুণ।

উল্লেখ্য যে, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমশক্তির মধ্যে ৬.২ শতাংশ হ'ল পেশাজীবী, ২৯.৩ শতাংশ দক্ষ, ১১.৫ শতাংশ আধা দক্ষ এবং ৫২.৯ শতাংশ স্বল্পদক্ষ জনশক্তি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রস্তাবিত শ্রমের অবাধ চলাচলের প্রস্তাব গ্রহণ করলে, অস্থায়ী শ্রমশক্তি রফতানীর মাধ্যমে বাড়তি ২ লাখ দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে পারলে ৩৮ কোটি ১০ লাখ ডলার, ২ লাখ অতিরিক্ত অদক্ষ শ্রমিক রফতানী করতে পারলে ৩৫০ কোটি ডলার এবং ২ লাখ অতিরিক্ত পেশাজীবি পাঠাতে পারলে ১ হাযার ১৫৭ কোটি ডলার বাড়তি রেমিটেন্স আসবে।

*[প্রতারকদের খপ্পর থেকে মুক্ত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যদি সৎ ও নিরপেক্ষভাবে একাজে এগিয়ে আসে, তাহ'লেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু মুশকিল হ'ল সরকারী দফতরে সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি কয়জন আছেন? (স.স)]*

## মাত্র ১০ হাযার টাকার জন্য রাতভর বর্বরোচিত নির্যাতন

শুধুমাত্র ক'টি টাকার জন্য তেজগাঁও থানার এসআই রশীদ গত ৭ মে দিবাগত রাতভর থানার ভিতরে এক নিরপরাধ যুবকের উপর চালায় নির্যাতনের স্টীম রোলার। অবৈধভাবে মাত্র ১০ হাযার টাকা উপার্জনের জন্য হেন নির্যাতন নেই, যা ছেলেটির উপর চালানো হয়নি।

জাতীয় স্টেডিয়ামের নীচতলায় অবস্থিত 'ইলেকট্রা ওয়ার্ল্ড' নামের প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত মাছূম (২৩) প্রতিদিনের মত কাজ শেষে রাত ৮-টায় ৭৮ নম্বর পূর্ব তেজতুরী বাজারে নানীর বাড়ীতে যায়। নানীর ফ্রিজ মেরামতের কাজ শেষ করতে রাত ১২-টা বেজে যায়। তখন সে নিজস্ব বাসবভন পল্লবীর বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বাড়ী থেকে বের হ'তেই তেজতুরী বাজার মহিলা কলেজের কাছে তাকে দেখে পুলিশের একটি টহল জীপ থামে। নেমে আসে তেজগাঁও থানার এস আই রশীদ। সে এসেই মাছূমের শার্টের কলার ধরে বলে এত রাতে কই যাও। 'কাজ শেষ করে বাসায় ফিরছে' এ কথা বলার সাথে সাথেই তাকে পিছন থেকে লাথি মারা শুরু হয়। থানায় নিয়ে তার হাতে পরানো হয় হ্যাণ্ডকাপ। মোটা বেতের লাঠি দিয়ে রশীদ শুরু করে বর্বর মারপিট। মাছূম দুই হাত উঁচিয়ে মার ঠেকানোর চেষ্টা করলে তার হ্যাণ্ডকাপ খুলে হাত পিঠমোড়া করে হ্যাণ্ডকাপ পরানো হয়। মারের চোটে মাংসপেশীগুলি থেথলে যায়। এক পর্যায়ে মাছূম মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে রশীদ ও ২ কনস্টেবল মিলে তার সারা দেহে বুট দিয়ে লাথি মারতে শরু করে। রশীদ এক পর্যায়ে একটি রাইফেল নিয়ে তার বাঁট দিয়ে মাছূমের পুরুষাঙ্গে আঘাত করতে থাকে। রাত সাড়ে ১২-টা থেকে ৩-টা পর্যন্ত চলে এই বর্বরোচিত নির্যাতন। রাত ৩-টায় রশীদ তাকে আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে ১০ হাযার টাকা আনার জন্য বলে অন্যথায় সকালে হত্যা ও ডাকাতির মামলায় ঢুকিয়ে কোর্টে চালান করে আবারো রিমাণ্ডে নিয়ে আসার হুমকি দেয়। পরদিন সকালে মা খবর পেয়ে ৫ হাযার টাকা নিয়ে থানায় গেলে দারোগা রশীদ কোন রকমে একটি সাদা কাগজে সই রেখে ৫ হাযার টাকা নিয়ে মাছূমকে ছেড়ে দেয়। শেষ খবর পাওয়া যে, উপরে নির্দেশে ঐ নরপশুকে পুলিশের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

*[পুলিশ বিভাগের নিয়মিত দৈহিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ থাকা অপরিহার্য। নইলে এ ধরনের পিশাচদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে (স.স)]*

## সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নতুন দল

রাজনৈতিক প্লাটফরম 'বিকল্পধারা' গত ৮ মে থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নবগঠিত দলের নামকরণ করা হয়েছে 'বিকল্পধারা বাংলাদেশ' (বিডিবি)। সাবেক রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে সভাপতি এবং বিএনপি থেকে পদত্যাগী সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানকে নবগঠিত দলের মহাসচিব ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ৮ মে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দলের নাম ঘোষণা করেন বিকল্পধারা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

*[জীবনের পড়ন্ত বেলায় মানবসেবী একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে বিদায় নিলে জনাব চৌধুরী ভাল করতেন। 'বিকল্প ধারা' করে নিজে ডুবলেন। ছেলেটাকেও ডুবালেন (স.স)]*

## বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেণ্ডে ১ জন যক্ষ্মা রোগী মারা যায়

বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেণ্ডে একজন যক্ষ্মা রোগী মারা যায়। অথচ এটি একটি নিরাময়যোগ্য রোগ। সার্ক অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১০ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গত ১০ মে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, অন্য যেকোন সংক্রামক ব্যাধির তুলনায় যক্ষ্মা রোগে সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা যায়। যক্ষ্মা রোগ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা।

তিনি বলেন, দেশব্যাপী বিনামূল্যে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু থাকলেও প্রতিবছর প্রায় ৩ লাখ লোক নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রায় ৭০ হাযার যক্ষ্মা আক্রান্ত লোক মারা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, যক্ষ্মা রোগ সংক্রমণের দিক দিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহ সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে। বিশ্বের মোট রোগীর শতকরা ৮৫ ভাগ এবং মৃতের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৮ ভাগই ঘটে উন্নয়নশীল দেশে।

*[সরকারী উদ্যোগ গরীব জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর দায়িত্ব ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট সেবকদের, তারাই এগুলি নস্যাৎ করে দিচ্ছে কি-না দেখা আবশ্যক (স.স)]*

## সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাস

বহুল আলোচিত 'সংবিধান চতুর্দশ সংশোধন বিল-২০০৪' গত ১৬ মে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এ), ও চার দলীয় জোটের শরীক জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, বিজেপি'র সদস্যসহ মোট ২২৬ জন সদস্য এ সংশোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের আব্দুল কাদের ছিদ্দীকী একমাত্র সদস্য হিসাবে বিলটির বিরোধিতা করেন এবং বিপক্ষে ভোট দেন। বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ৩০ জন সদস্য নোটিশ দিলেও বিলটি পাসের সময় তারা সকলেই সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তারা বিলটি প্রত্যাখ্যান করেন।

বিলটি পাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণের বিধান করে সংবিধানে (৪)ক একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন, মহিলা আসন সংখ্যা সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদসহ পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৪৫-এ উন্নীতকরণ এবং আসনগুলি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্ধারণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচাপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭-তে উন্নীতকরণ, মহা হিসাব নিরীক্ষকের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬০ থেকে ৬৫ এবং সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করার বিধানসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। এ ছাড়া সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর স্পীকার সদস্যদের শপথ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হ'লে, সে ক্ষেত্রে গেজেটে নাম প্রকাশের পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক শপথ গ্রহণ করানোর বিষয়টিও সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

*[অফিস-আদালতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি টাঙানো এবং জাতীয় সংসদে ৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত অংশটি ইসলামের বিধানের সাথে সরাসরি সংঘর্ষশীল। যা 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' সম্পর্কিত ইতিপূর্বে গৃহীত সংবিধানের একটি মৌলিক সংশোধনীর বিরোধী। আমরা এ দু'টি ধারা বাতিলের দাবী জানাই। সাথে সাথে দেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণার আহ্বান জানাই (স.স)]*

## কুরআন শরীফ অবমাননার মূল হোতা আসলাম পারভেজ গ্রেফতার

রংপুরে পবিত্র কুরআন শরীফ অবমাননা ঘটনার মূল নায়ক আসলাম পারভেজ (ভোলা) ধরা পড়েছে। এএসপি গিরিণ চন্দ্রের নেতৃত্বে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফীকুল ইসলামের সহায়তায় ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অশোক সিংহ এবং এসআই সোহেল গত ১৪ মে রাতে শহরের আলমনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে গ্রেফতারকৃত আসলাম পারভেজ প্রতিটি ঘটনা তার দ্বারাই সংঘটিত মর্মে জবানবন্দি দিয়েছে। পরে গত ১৫ মে তাকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে সে বলেছে, ১৯৮২ সালের দিকে সে ভারত থেকে এসে সৈয়দপুরে হোটেলে কাজ নেয়। সেখানে থাকা অবস্থায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত স্ত্রীকে সৈয়দপুরের কবুতরওয়ালা পীর ছাহেবের কাছে নিয়ে গেলে পীর ছাহেব তার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দেয় (নাঊযুবিল্লাহ)। পরে পীর ছাহেবের দেওয়া ওয়াদা নিয়ে তার নিকট আসলাম ১০টি যিকর শিখে। কিছুদিন পর রংপুরে এসে মাত্র ৩০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসায় অনেক উন্নতি হ'লে নিজে বাড়ী করে। এখানে থাকা অবস্থায় তার পিতার প্রায় মৃত্যু হ'লে যিকর করে তাকে ভাল করে। কিছুদিন পর স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে না পারায় স্ত্রী তার সন্তানদের নিয়ে ভারতে চলে যায়। সেখানে তার আরেক স্বামী আছে। কিছুদিন পর সে ঘুমের মধ্যে আল্লাহ এবং শয়তানকে দেখতে পায়। ডান কাঁধে আল্লাহ এবং বাম কাঁধে শয়তান। একবার তার মা তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে পুলিশকে বলে সে চলে আসে। তখন তার মা তাকে বাড়ীতে থাকতে না দিলে সে স্টেশনে থাকে। রাতে স্টেশনে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সে শয়তানকে দেখতে পায় এবং শয়তান তার উপর ভর করে। সে এই শয়তানের নির্দেশক্রমে এসব করেছে বলে জানায়। জবানবন্দিতে সে আরো বলে, ইতিপূর্বে সে একইভাবে টাকা-পয়সা এবং খাবারের উপর মলত্যাগ করেছিল।

*[একে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ করার সাহস কেউ না দেখায় (স.স)]*

## পাকশীতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম লালন শাহ সেতুর উদ্বোধন

গত ১৮ মে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক সেতু 'লালন শাহ সেতু' উদ্বোধন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদ্মা নদীর পশ্চিম পাড়ে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সেতুর উদ্বোধন করেন।

পদ্মা নদীর উপর বিদ্যমান হার্ডিঞ্জ রেলওয়ে সেতুর ৩শ' মিটার ভাটিতে লালন শাহ সেতুর অবস্থান। প্রকল্পটি পাবনা ও কুষ্টিয়া যেলার মধ্যে অবস্থিত। চার লেনবিশিষ্ট সেতুটির দৈর্ঘ্য ১ দশমিক ৮০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৮ দশমিক ১০ মিটার। স্প্যানের সংখ্যা ১৭টি। সেতুটির দু'পাড়ে পাবনা প্রান্তে ১০ কিলোমিটার ও কুষ্টিয়া প্রান্তে ৬ কিলোমিটার মোট ১৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক রয়েছে। সেতু নির্মাণের জন্য ১০৩ হেক্টর জমি স্থায়ী ও ৪৭ হেক্টর জমি অস্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করা হয়।

লালন শাহ সেতুর ব্যয় বাবদ ১ হাযার ৬৪ কোটি ৫২ লাখ টাকার মধ্যে জাপান সরকার ৮শ' ১৯ দশমিক ১৯ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ২শ' ৪৫ দশমিক ৩৪ কোটি টাকা দিয়েছে। একটি চীনা নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পাদন করে। ২০০১ সালের ১৩ জানুয়ারী তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মার পূর্ব পাড়ে সেতু নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছিলেন।

সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার আহমাদ জানান, সেতুটির দু'টি বিশেষত্ব রয়েছে- (১) ৯১ মিটার গভীরতা সম্পন্ন এবং ৬৪টি পাইলের দ্বারা নির্মিত আর কোন সেতু পৃথিবীতে নেই। (২) সেতুর দু'পাশে ২টি জয়েন্ট ছাড়া আর কোথাও কোন জয়েন্ট নেই। তিনি জানান, সেতু নির্মাণে

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ৬ থেকে ৭ ডিগ্রী রিখটার স্কেল ভূমিকম্প এবং নদীতে প্রবল স্রোতের টানেও এই সেতুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

*[এই সেতু নির্মিত হওয়ায় আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে জানাচ্ছি যে, কোন মানুষই তর্কের উর্ধ্বে নন। লালন শাহও সকলের নিকটে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। অতএব স্থানের নামে নাম রাখাটাই সর্বদা অগ্রাধিকার যোগ্য। সেকারণ লালন শাহ নয়, 'পাকশী সেতু' নাম রাখাই যুক্তিযুক্ত হ'ত (স.স)]*

## খুলনার দুর্ধর্ষ খুনী এরশাদ শিকদারের ফাঁসি কার্যকর

অন্যূন ৬০টি হত্যাকাণ্ডের নায়ক, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, ঘাট সম্রাট, ঘৃণ্য লম্পট, নরঘাতক, খুলনার অপরাধ জগতের কুখ্যাত মাফিয়া ডন, ভয়ংকর ঠাণ্ডা মাথার খুনী, দেশের ৩৭৩ তম এবং খুলনা কারাগারের ২য় ফাঁসির আসামী এরশাদ শিকদারের ফাঁসি গত ১০ মে দিবাগত রাত ১২ টা ১ মিনিটে খুলনা যেলা কারাগারে কার্যকর করা হয়েছে। এই ফাঁসি কার্যকরের মাধ্যমে যুবলীগ নেতা খালিদ হত্যা মামলার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হ'ল। গত ১০ মে রাত ১০ টায় এরশাদকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার ফাঁসির বিষয়টি জানানো হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আগত তিন জল্লাদ ও একাধিক কারারক্ষীর উপস্থিতিতে এরশাদকে গোসল করানো হয়। তাকে নতুন কয়েদীর ফতুয়া ও পাজামা পরানো হয়। অতঃপর তওবা পড়ানোর পর এরশাদকে ছালাত পড়তে বলা হ'লে সে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে এবং আধা ঘণ্টা 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকর করে। কারাগার মসজিদের ইমাম মাওলানা ফালাহুদ্দীন এই ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। রাত ১১ টা ৫০ মিনিটে এরশাদ শিকদারকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই জল্লাদ শাহজাহান ও হারেছ এরশাদের দু'বাহু দু'দিক থেকে ধরে ফাঁসির মঞ্চের কাছে নিয়ে যায়। যমটুপি পরিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে রাত ১১ টা ৫৯ মিনিটে এরশাদ শিকদারকে ফাঁসির মঞ্চের পাটাতনের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর ১২ টায় গলায় ইউরোপ থেকে আনা ফাঁসির দড়ি 'ম্যানিলা রোপ' পরিয়ে দেয় ৩ জল্লাদের দলনেতা ৩৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত সুঠাম দেহের অধিকারী হাফীযুদ্দীন। রাত ঠিক ১২ টা ১ মিনিটে সকলের উপস্থিতিতে জেলার ফরমান আলী তার হাতের সাদা রুমাল নিচে ফেলে দিলেই জল্লাদ হাফীযুদ্দীন হাতল টেনে এরশাদ শিকদারের ফাঁসি কার্যকর করে।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আফতাব হাসান, কেএমপি পুলিশ কমিশনারের পক্ষে ডিসি (সাউথ) আলী আকবর, সিভিল সার্জন হামে যামান, জেলের ডাক্তার মীযানুর রহমান, জেল সুপার ফরহাদ মিয়াঁ, জেলার ফরমান আলী ও ডেপুটি জেলারগণ।

পরদিন সকাল ৭ টা ২০ মিনিটে তার পরিবারের কাছে জেল সুপার ফরহাদ মিয়া লাশ হস্তান্তর করেন। সম্পূর্ণ পুলিশী প্রহরায় লাশ স্বর্ণকমলে এনে বাড়ীর অভ্যন্তরে সংক্ষিপ্ত জানাযা শেষে তার ইচ্ছানুযায়ী নগরীর টুটপাড়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ সময়ে হাযার হাযার উৎসুক জনতা স্বর্ণকমলে ভীড় জমায়। কিন্তু নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় পুলিশ বহিরাগত কাউকেই স্বর্ণকমলের বাউণ্ডারীর ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি।

**এরশাদ শিকদারের নির্যাতনঃ** খুলনার এরশাদ শিকদারের নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলি প্রায় দেড় যুগেরও বেশী সময় ধরে সবার অজানা ছিল। ১৯৯৯ সালের ১১ আগষ্ট এরশাদ শিকদার গ্রেফতার হওয়ার পর তার একান্ত সহযোগী ও দেহরক্ষী নূরে আলম পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে প্রকাশ করে দেয় তার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডগুলির বিবরণ। নূরে আলম প্রায় ৬০টি হত্যাকাণ্ডের কথা জানে, যার মধ্যে ২৫টিরই সে প্রত্যক্ষদর্শী।

এরশাদ শিকদার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বেশ কয়েকটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরী করা হয় যেখানে বিভিন্ন লোককে ধরে এনে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হ'ত। তারপর লাশ জমে যাওয়া সিমেন্টের ব্যাগের সঙ্গে বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত ভৈরব নদীতে। কখনও লাশ ফেলা হ'ত তার নির্যাতন সেলের ভিতরের ১০/১২ হাত গভীর হাউজে। সেখানকার আফ্রিকান রাক্ষুসে মাগুর ঘন্টাখানেকের মধ্যে লাশ খেয়ে সাবাড় করে ফেলত।

তার হত্যা করার ধরণও ছিল বিচিত্র রকমের। কাউকে ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে, কাউকে হকিস্টিক, হাতুড়ি প্রভৃতি দিয়ে পিটিয়ে আবার কাউকে গলায় নাইলনের রশি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হ'ত। এ সময় নরঘাতক ঐসব ব্যক্তির বুকের উপর বুট-জুতা পরে উত্তাল নৃত্য করতে খুব পসন্দ করত। তাছাড়া নারী আর সুরা ছিল তার নিত্যদিনের ভোগবিলাসের একমাত্র সঙ্গী। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী এরশাদ শিকদারের সকল সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করার জন্য খুলনা যেলা প্রশাসক সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটে আবেদন জানিয়েছেন।

*[আমরা যেলা প্রশাসকের এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং অনতিবিলম্বে এটা কার্যকর করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাই। সেই সাথে সন্ত্রাসীদের ও ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফতের ব্যাপারে স্থায়ীভাবে আইন রচনার আবেদন জানাই। যাতে ভবিষ্যতে এই প্রবণতা দূর হয় বা হ্রাস পায়। এরশাদের সন্ত্রাসী সাথী যারা এখন কারাগারে আছে, তাদেরও একই পরিণতি আমরা দেখতে চাই। সাথে সাথে যারা এদেরকে জিরো থেকে হিরো বানিয়েছে, সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করি (স.স)]*

**যেভাবে অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়েছে এরশাদঃ** এক সময়ের নগন্য কুলি এরশাদ শিকদারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল রেলের তেল চুরি। এতদ্ব্যতীত বরফকল থেকে, ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন, মদ ইত্যাদি বিক্রি ও ৬টি ঘাট এলাকা থেকে চাঁদা বাবদ আয় সহ তার সর্বমোট দৈনন্দিন আয়ের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা। মাসে তার এ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭০ লাখ টাকার মত। বছরে এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৩২ কোটি টাকা। গত ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই ১৬ বছরে এরশাদ শিকদারের কালো টাকার আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২০ কোটির মত।

**স্বপ্নের প্রাসাদ স্বর্ণকমলঃ** নগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকার বড় রাস্তার পাশে ১০ কাঠা জমির উপর এরশাদ শিকদার তৈরী করে বিলাসবহুল বাড়ী স্বর্ণকমল। সাড়ে তিন কোটি টাকা নির্মিত তিন তলা বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বিলাসবহুল বাড়ীটি সম্পূর্ণ বিদেশী ধাচে তৈরী। এর মূল মিস্ত্রিও প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে আনা হয়। বিদেশী ফিটিং-টাইলস ঝাড়বাতিসহ সকল আসবাবপত্র বিদেশ থেকে আনা।

## ইসরাঈল আমাদের বন্ধুঃ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ

*-জর্জ বুশ*

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আসন্ন নির্বাচনে কট্টরপন্থী ইসরাঈলী লবির সমর্থন ধরে রাখার জন্য তাদেরকে আশ্বস্ত করে

বলেছেন, (তার ভাষায়) ফিলিস্তিনীদের সহিংসতা মোকাবেলায় ইসরাঈলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তিনি এই কথিত সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। ইসরাঈলপন্থী লবি আমেরিকান ইসরাঈলীদের পাবলিক এফেয়ার্স কমিটির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, টেকসই ইসরাঈল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখার ব্যাপারে আমি এবং যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইসরাঈল আমাদের বন্ধু উল্লেখ করে তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ইসরাঈলের সত্যিকার এক ফিলিস্তিনী অংশীদার প্রয়োজন। তার এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে ইসরাঈল বলেছে যে, তারা আস্থাশীল কোন ফিলিস্তিনী অংশীদার পাচ্ছে না। যে কারণে তাদের ভাষ্যমতে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে একতরফা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইসরাঈলকে আলাদা করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণের এই একতরফা প্রত্যাহার পরিকল্পনা আগামী সপ্তাহের কোন এক সময় অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে তোলা হবে।

*[সন্ত্রাসী ইসরাঈলের গডফাদার বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার এই সমর্থন কোন নতুন বিষয় নয়। এটা জানা সত্ত্বেও আরব বিশ্ব আমেরিকার কাছেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রার্থনা করছে। এটা খুনীর কাছে প্রাণভিক্ষার শামিল। অতএব মুসলিম বিশ্ব সাবধান হও! (স.স)]*

## যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বন্ধু

*-মাওলানা নিজামী*

বাংলাদেশ সফররত দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস ক্রিস্টিনা রোকা গত ২০ মে বুধবার দুপুরে শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে তার শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ হ্যারি কে টমাস এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকালে তারা দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মাওলানা নিজামী যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের ঘনিষ্ট বন্ধু ও অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান সব সবসময় সন্ত্রাসের বিপক্ষে এবং শান্তির পক্ষে। তিনি বলেন, এ দেশের ইসলামপন্থী দলগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। মিস ক্রিস্টিনা রোকা বর্তমান সরকার গৃহীত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এদেশে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ এবং সকল ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন।

*[যে আমেরিকা ইসরাঈলের বন্ধু ও দৈনিক শত শত ফিলিস্তিনী মুসলিম নর-নারীর হত্যাকারী, সে আমেরিকা আফগানিস্তান ও ইরাক দখলকারী ও নির্মমভাবে বন্দী নির্যাতনকারী। যে আমেরিকা বিশ্বের নানা দেশে প্রতিনিয়ত মুসলিম রক্তে হোলি খেলছে, সেই আমেরিকা কখনোই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এর বন্ধু হ'তে পারে না। বাংলাদেশের একটি শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী রাজনৈতিক দলের আমীরের নিকট থেকে সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে দ্বীনের শত্রুদের বন্ধু বলার এই সার্টিফিকেট আমরা আশা করি না। মাননীয় শিল্পমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমেরিকা যার বন্ধু, তার আর কোন শত্রুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য যদি এটা তিনি তাদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য বলে থাকেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র (স.স)]*

# বিদেশ

## অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফিশারের বিজয়

অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সোসালিষ্ট প্রার্থী হেইজড ফিশারের কাছে কনজারভেটিভ প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেনিটা ফেরোরো ওয়াল্ডনার পরাজিত হয়েছেন। গত ২৬ এপ্রিল সোমবার সরকারীভাবে এ ঘোষণা করা হয়। ওয়াল্ডনারের পরাজয়ে প্রমাণিত হয়েছে, অষ্ট্রিয়ার কোয়ালিশন সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পেয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফিশার পেয়েছেন ৫২% ভোট এবং ফেরোরো ওয়াল্ডনার পেয়েছেন ৪৭.৫৯% ভোট। মিসেস ওয়াল্ডনার আশা করেছিলেন, ১৯৫৫ সালে অষ্ট্রিয়ায় প্রজাতন্ত্র কায়েম হওয়ার পরে তিনিই হবেন অষ্ট্রিয়ার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তবে বেনিটা বলেছেন, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন। নির্বাচনের আগে ফিশার ছিলেন দেশের বিরোধীদলীয় শীর্ষ নেতা।

## ভারতে প্রকাশ্য স্থানে ধূমপানের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর

ভারতে প্রকাশ্যে ধূমপান, সব রকম তামাকজাত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন এবং অল্প বয়সীদের কাছে তা বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূমপান বিরোধী আইনের আওতায় গত ১ মে শনিবার থেকে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের আশপাশের এলাকায় তামাকজাত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ, পণ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ছবি সহ হুঁশিয়ারী এবং পণ্যে নিকোটিনের উপস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে আইন প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। তারা জানান, আগামী তিন মাসের মধ্যেই আইনগুলো তৈরী হয়ে যাবে। তবে সরকার এ আইন প্রণয়নের আগে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছু সময় দেবে। কর্মকর্তারা বলেন, নতুন প্রণীত আইনটি কার্যকরের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করে প্রকাশ্যে ধূমপানের জন্য জনসাধারণকে ২০০ রুপি জরিমানা দিতে হবে, অন্যথায় শাস্তি পেতে হবে।

*[ভারতের শাসকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশের শাসকগণের কি চোখ খুলবে? (স.স)]*

## চীনে তালাকের সংখ্যা বাড়ছে

রক্ষণশীল দেশ চীনে বিবাহ-বিচ্ছেদকে সুনযরে দেখা না হ'লেও সে দেশে তালাকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। চীনের বেসামরিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে গত ৪ মে মঙ্গলবার সিনহুয়া জানায়, গত বছর ১৩ লাখ ৩০ হাযারেরও বেশী দম্পতি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়। এ সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ১ লাখ ৫৪ হাযারের বেশী। চীনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের বাঁকা চোখে দেখা হ'লেও তাদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এছাড়া পরিবারের মানসম্মান এবং সমাজে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার আশংকায় অনেক দম্পতি আবার একই ছাদের নীচে অসুখী জীবন-যাপন করে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অবশ্য জানা যায়, বেইজিং ও সাংহাইয়ের মত বড় বড় শহরে মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে।

*[ধর্মহীন চীনে এর বেশী কি আশা করা যাবে? ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন পশুর শামিল। অতএব সাধুরা সাবধান! (স.স)]*

## ইসরাঈলকে সমর্থন করায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে মর্যাদা ও বন্ধু হারাচ্ছে

৬০ জন সাবেক মার্কিন কূটনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কড়া সমালোচনা

Contents



করেছেন এবং ইসরাঈলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয়টি পুনঃবিবেচনার আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে লেখা এক চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন। এসব কূটনীতিক গত ৪ মে মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। কূটনীতিকরা বলেন, ইসরাঈলের প্রতি প্রেসিডেন্ট বুশের শর্তহীন সমর্থনদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ওয়াশিংটন বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃবিবেচনার আহ্বান জানিয়ে ৫২ জন অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ কূটনীতিকের লেখা একটি চিঠি এসব মার্কিন কূটনীতিকদের একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। অধিকৃত ফিলিস্তীন ভূখণ্ড থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণের পরিকল্পনাকে প্রেসিডেন্ট বুশ গত ১৪ এপ্রিল অনুমোদন করার পর এই পত্র বিলি করা হয়। ঐ পরিকল্পনায় সমগ্র গাজা এলাকা এবং পশ্চিম তীরের ১০টি বসতির মাত্র ৬টির দখল প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

*[কূটনীতিবিদগণের এই হুঁশিয়ারী ক্ষমতা নেশায় মদমত্ত বুশ প্রশাসন মানবেন কি? (স.স)]*

## ইরাকে আর কখনো সৈন্য পাঠাবে না স্পেন

আর কখনই ইরাকে সৈন্য পাঠাবে না স্পেন। এমনকি জাতিসংঘের অধীনে কোন আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করা হ'লেও ইরাকে স্প্যানিশ সৈন্যদের পাঠানো হবে না। গত ৭ মে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রী লুই রড্রিগেস সাপাতেরোর সাক্ষাৎকারের প্রতি ইঙ্গিত করে তার এক সহযোগী একথা বলেন। নির্বাচনী প্রচারণায় ইরাক থেকে স্প্যানিশ সৈন্য প্রত্যাহারে সাপাতেরোর অঙ্গীকার পূরণের পদক্ষেপ হিসাবে চলতি মে মাসে ইরাক থেকে ১ হাযার ৩০০ স্প্যানিশ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঐ সহযোগী বলেন, স্পেন এখনও চায় ইরাক পুরোপুরি জাতিসংঘের সামরিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকুক।

*[মার খেয়ে হুঁশ ফিরেছে। ১৪৯২ সালে খৃষ্টানরা প্রতারণার মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে স্পেনের রাজধানী গ্রাণাডা দখল করেছিল। তারাই গিয়েছে এখন ইরাকে মুসলিম উদ্ধার করতে। অতএব মার তো খেতেই হবে (স.স)]*

## বুশের গর্ভপাতবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সাড়ে ১১ লাখ নারী-পুরুষের বিশাল বিক্ষোভ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের গর্ভপাত নীতির বিরুদ্ধে গত ২৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১ হাযার ৪০০ সংগঠন একত্র হয়ে এই বিক্ষোভের আয়োজন করে এবং ৫৭টি দেশের ১১ লাখেরও বেশী নারী অধিকার কর্মী এতে অংশ নেয়। তারা ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল মলে জড়ো হয়ে 'বুশকে হটাও, গর্ভপাতকে বৈধ রাখো' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। আগামী নভেম্বরে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে এ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট বুশের গর্ভপাত সম্পর্কিত নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক পরিবার পরিকল্পনায় তহবিল প্রদানে তার অবস্থান নিয়ে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। তার নীতি অনুযায়ী কোন পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা যদি পিতা-মাতাকে গর্ভপাতের পরামর্শ দেয়, তবে তাদের তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিক্ষোভে অন্য দেশের অংশগ্রহণকারী নারী অধিকার কর্মীরা মার্কিন নীতির কড়া সমালোচনা করে বলেন, এই নীতির ফলে ৭৫ হাযার নারী অকাল মৃত্যুর শিকার হবে। গর্ভপাত মার্কিন রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির অন্যতম। অধিকাংশ মার্কিন জনগণই গর্ভপাতে নারীর অধিকারের সমর্থক। এদিকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জন কেরি নির্বাচিত হ'লে গর্ভপাতের অধিকার ফিরিয়ে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

*[বুশ ও কেরি আগামী দিনের দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গর্ভপাত বিষয়ে দুই বিপরীত অবস্থানে রয়েছেন। কারণ তাদের কাছে চূড়ান্ত সত্যের কোন স্থায়ী মানদণ্ড নেই। ভোটই তাদের লক্ষ্য। অথচ দেশের যেনা-ব্যভিচার বন্ধ করে বিবাহ প্রথা সহজ ও দৃঢ় করলে গর্ভপাত ইস্যুর সৃষ্টিই হ'ত না (স.স)]*

## ভারতে নির্বাচন
## কংগ্রেসের অভাবনীয় বিজয়

সকল জনমত জরিপ, রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং অভিমতকে মিথ্যা প্রমাণ করে ভারতের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জোট অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করেছে। কংগ্রেসের এই বিজয় যেমন একেবারেই অভাবিত তেমনি বিজেপি জোটের ভরাডুবি আরো বেশী অভাবনীয় ও আরো বেশী অপ্রত্যাশিত।

ভারতীয় লোকসভার ৫৪৪ আসনের মধ্যে ৫৪৩ আসনে নির্বাচন হয়। এর মধ্যে সরকার গঠনের জন্য দরকার ম্যাজিক সংখ্যা ২৭২। দু'টি আসনে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। ৫৩৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪টি আসনে নির্বাচন হবে এ মাসের শেষের দিকে। এর মধ্যে কংগ্রেস জোট পেয়েছে ম্যাজিক সংখ্যার চেয়ে বেশী ২৭৯টি আসন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট পেয়েছে ১৮৭ টি আসন এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দল ও স্বতন্ত্র সদস্যরা পেয়েছে ৭৩ টি আসন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতার পর প্রায় ৫৭ বছরের ইতিহাসে নেহেরু গান্ধীর পরিবারই ৩৯ বছর দেশ শাসন করেছে। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর হত্যার পর সোনিয়া গান্ধী বহুদিন পর্যন্ত নিজে ও তার পরিবারকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। অবশেষে ১৯৯০ সালে কংগ্রেসের দায়িত্ব নেয়ার পর ১৯৯৯ সালে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরও তিনি দলের কর্ণধার হয়ে শক্ত হাতে পরিচালনা করেন। ফলে দিন দিন কংগ্রেসের উন্নতি ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় কংগ্রেস এবার নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে। কংগ্রেস-এর দলীয় প্রধান ও চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী হ'লেও পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত করেছেন মনোমোহন সিংকে এবং তিনিই ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গত ২২ মে শপথ গ্রহণ করেছেন। নয়াদিল্লীর প্রেসিডেন্ট ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট এ পি জে আব্দুল কালাম নতুন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে শপথ বাক্য পাঠ করান। তিনি ভারতের সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। একই দিনে ২৮ কেবিনেট মন্ত্রী সহ মোট ৬৫ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরীষদও শপথ গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, বিদেশিনী হওয়ার ধুয়া তুলে বিজেপি যে নোংরামি শুরু করেছিল এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে যে হুমকি দিয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে দেশের শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সোনিয়া প্রধানমন্ত্রীর দাবী থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

*[ভারতের রাজনৈতিক নাটকীয়তায় আমরাও বিস্মিত। তবে এতে কারু উপরে মহত্ব আরোপের কোন সুযোগ নেই। ঐ দেশের নোংরা রাজনৈতিক খেলার অপরিহার্য পরিণতি হিসাবেই সোনিয়ার এ সিদ্ধান্ত এসেছে। তবুও হিংসুকদের হাত থেকে তিনি রেহাই পাবেন কি-না সন্দেহ। কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন না হয়েও মোহন চাঁদ করমচাঁদ গান্ধীকে ওরা হত্যা করেছিল। তাছাড়া বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলেই ফারাক্কা বাঁধ চালু হয়েছিল। রামমন্দিরের ধোঁয়া তুলে বাবরী মসজিদকে ধ্বংস করা হয়েছিল। কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মতামতের বিরুদ্ধে তাকে গ্রাস করেছিল নেহরুর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। মাঝে ৮ বছর বাদে বাকী ৪০ বছর ভারত শাসন করেছে কংগ্রেস সরকার। তবে আশার কথা, এবার কংগ্রেসের সাথে অন্য দলের জোট রয়েছে। অতএব আর কিছু না হোক ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার উজানে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ মহাপ্রকল্প, যা বাজপেয়ী সরকার গ্রহণ করেছিল এবং যার মাধ্যমে পুরা বাংলাদেশ নিশ্চিত ভাবেই মরুভূমি হয়ে যেত, সেটা যদি বন্ধ হয়, তাহ'লেও কিছুটা কল্যাণের আশা করা যাবে (স.স)]*

# মুসলিম জাহান

## বোমা বিস্ফোরণে চেচনিয়ার রুশ সমর্থিত প্রেসিডেন্ট আহমাদ কাদিরভ নিহত

ককেশাস অঞ্চলের মুসলিম প্রজাতন্ত্র চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীতে গত ৯ মে স্থানীয় একটি স্টেডিয়ামে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে এ প্রজাতন্ত্রের রুশ সমর্থিত প্রেসিডেন্ট আহমাদ কাদিরভ ও ককেশাস অঞ্চলে মোতায়েনকৃত রুশ বাহিনীর শীর্ষ কমাণ্ডার জেনারেল ভ্যালেরি বারানোভসহ কমপক্ষে ৩২ জন নিহত এবং আরো ৪৬ জন আহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর পরাজয় উপলক্ষে গ্রোজনীর দিমানো স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে স্টেডিয়াম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। স্টেডিয়ামে ভিআইপিদের আসনের নীচে বোমাটি পাতা ছিল বলে ধারণা করা হয়। গ্রোজনীতে এ ভয়াবহ বোমা হামলার দায়িত্ব কেউ স্বীকার না করলেও চেচেন মুজাহিদদের সন্দেহ করা হয়।

*[মীরজাফররা যুগে যুগে এভাবেই শেষ হয়ে থাকে (স.স)]*

## বিদেশী শিক্ষার্থীদের সঊদী ভার্সিটিগুলিতে ভর্তির সুযোগ

সঊদী আরবের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় শর্ত সাপেক্ষে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সঊদী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ভর্তির সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উক্ত মন্ত্রণালয় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ শতাংশ আসন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দের বিষয় বিবেচনা করছে। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সঊদী আরবে ৮টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭৬টি কলেজ রয়েছে। এছাড়া আরো বেশ কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। সঊদী আরবে প্রায় ৭০ লাখ বিদেশী নাগরিকের বাস এবং তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিক। তাদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সেখানে সীমিত। এই উদ্যোগ তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

*[আমরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষার বিকাশ চাই। যাতে ইসলামে হারানো বৈজ্ঞানিক মর্যাদা ফিরে আসে (স.স)]*

## ইরাকে তাঁবেদার প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদীন সেলিম নিহত

দখলদার নিয়োজিত ইরাকী গভর্নিং কাউন্সিলের তাঁবেদার প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদীন সেলিম গত ১৭ মে বাগদাদে গ্রীন জোন হিসাবে পরিচিত মার্কিন বাহিনীর সদর দপ্তরের সামনে এক আত্মঘাতী গাড়ীবোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। অধিকৃত চেচনিয়ায় রুশ সমর্থনপুষ্ট প্রেসিডেন্ট আহমাদ কাদিরভ নিহত হওয়ার ৮ দিন পর ইরাকী গভর্নিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সেলিম নিহত হন। ইরাকী গভর্নিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদীন সেলিম হ'লেন এ পর্যন্ত মুজাহিদ হামলায় নিহত সর্বোচ্চ ইরাকী কর্মকর্তা। গত বছরের সেপ্টেম্বরে গভর্নিং কাউন্সিলের অপর সদস্য আকিলা আল-হাশিজী নিহত হন। মে মাসের শুরুতে ইজ্জেদীন সেলিম ২৫ সদস্যের গভর্নিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। গত ১৭ মে তিনি মার্কিন বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে আত্মঘাতী হামলায় নিহত হন। তাকে বহনকারী সরকারী গাড়ীটি গ্রীন জোনের সামনে একটি মার্কিন চেকপোস্টে এসে থামলে লাইনে অপেক্ষমান একটি গাড়ী বোমা বিস্ফোরিত হ'লে তিনি প্রাণ হারান। এ সময় আরো ১০ জন নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। আহতদের দু'জন মার্কিন সৈন্য এবং নিহত ইরাকীদের কয়েকজন প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদীন সেলিমের দেহরক্ষী। বিস্ফোরণে অন্তত ৩টি গাড়ী উড়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদীন নিহত হওয়ার পর গাযী মাসাল আজিল আল-আইয়ার নামের একজনকে ইরাকী গভর্নিং কাউন্সিলের নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

## মার্কিন বাহিনীর কারাগার থেকে বেঁচে আসা হতভাগ্য ইরাকীর আর্তনাদ

ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের নিরাপত্তা সংস্থার এক সময়কার প্রশিক্ষক ২৯ বছর বয়স্ক সাদ্দাম ছালাহ আল-রাবিকে গত বছর ২৯ নভেম্বর বাগদাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। নিছক সন্দেহবশে ইরাকী পুলিশ তাকে আটক করে। গ্রেফতারের পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাগদাদস্থ প্যালেস্টাইন স্ট্রীটের একটি গোপন ভবনে। সেখান থেকেই শুরু হয় তার উপর পৈশাচিক নির্যাতন। এ ভবনে এক দফা পেটানোর পর তাকে মার্কিন সৈনিকদের ঘাঁটিতে হস্তান্তর করা হ'লে সেখানে তাকে আরেক দফা বেদম প্রহার করা হয়। এখানে টানা চারদিন নির্যাতনের পর তাকে একটি সাঁজোয়া যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বাগদাদের আবু গারিব কারাগারে। এই কুখ্যাত বন্দিশালায় কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই গত ১ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ২৮ মার্চ পর্যন্ত তার উপর চলে নানা ধরনের পাশবিক নিপীড়ন।

নির্যাতনের প্রাথমিক পর্যায়ে আল-রাবির হাত-পা বেঁধে দীর্ঘক্ষণ প্রহার করার পর কালো কাপড়ে মাথা জড়িয়ে তাকে অপর একটি সেলে নেয়া হয়, যেখানে আগে থেকেই আরো অন্তত তিন থেকে চারজন বন্দীকে একই অবস্থায় উলঙ্গ করে রাখা হয়েছিল। এ কক্ষে আল-রাবিকে একটি বাক্সের উপর একটানা একঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এ সময় কয়েকজন মার্কিন সৈনিক তাদের দূরবস্থা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং পুনরায় শুরু হয় বেত্রাঘাত। এই প্রহার চলতে থাকে যতক্ষণ তারা ক্লান্ত না হয়। কিছুক্ষণ প্রহারের পর কয়েকজন মার্কিন সৈনিক একযোগে তার উপর প্রস্রাব করতে থাকে এবং এরপর তার উপর ঢেলে দেয়া হয় অসহনীয় ঠাণ্ডা পানি। গভীর রাতে এমন একটি অমসৃণ ধাতব পাতের উপর তাকে শয়ণ করতে বাধ্য করা হয়, যেখানে কারো পক্ষেই ঘুমানো সম্ভব নয়। নির্যাতনের এখানেই শেষ নয়, আল-রাবিকে ধাতব পাতের উপর শুতে বাধ্য করার পর ঘরের ভেতর কান-ফাটানো উচ্চশব্দে যন্ত্রসঙ্গীত বাজানো হয়। একটানা

২৪ ঘণ্টা ধরে চলে এই কৌশলী নির্যাতন।

আল-রাবি জানান, বন্দীদের উপর যারা অকথ্য নির্যাতন চালায়, তাদের মধ্যে অসামরিক মার্কিন ঠিকাদাররাও রয়েছে। নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রে তারা খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং সিদ্ধহস্ত। তারা আল-রাবিকে হাত-পা বেঁধে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তার টানটান করা পিঠের উপর একটানা অনেকক্ষণ ধরে প্রহার করে। বিরামহীন নির্যাতনের এই ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে আল-রাবি এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করে তাকে গুলী করে মেরে ফেলার জন্য মার্কিন সৈনিকদের কাছে অনুরোধ জানান।

টানা চার মাস বন্দী জীবনের মধ্যে ১৮ দিনই তাকে কালো কাপড়ে মাথা জড়িয়ে হাত-পা বেঁধে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় একটি নির্জন কক্ষে আটকে রাখা হয়। সেই সংকীর্ণ কক্ষের ভেতর প্রতিদিনই তাকে অমানুষিকভাবে প্রহার করা হত। অবশেষে চলতি বছর ২৮ মার্চ হঠাৎ একদিন তাকে আবু গারিব কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তার হাতে মাত্র ১০টি ডলার ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়, এবার তুমি যেত পার।

## মার্কিন ঠিকাদারের শিরোচ্ছেদ

ইরাকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর পাশবিক বন্দী নির্যাতনের প্রতিশোধ হিসাবে একজন আমেরিকান অসামরিক ঠিকাদারের শিরোচ্ছেদ করা হয়েছে। আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের একটি গ্রুপের ওয়েব সাইটে এই শিরোচ্ছেদের দৃশ্য দেখিয়ে বলা হয়, ইরাকে বন্দীদের হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরো ঘটানো হবে। আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হাতে আটক আমেরিকান ঠিকাদারকে বন্দীর পোশাক পরিয়ে ফ্লোরে বসিয়ে কালো কাপড় পরিহিত মুখোশাবৃত ৫ যোদ্ধা তাকে ঘিরে রাখে। এক পর্যায়ে একজন যোদ্ধা একটি বিবৃতি পাঠ করে শোনান। বিবৃতিতে তাদের হাতে আটক আমেরিকান ঠিকাদারকে হত্যার কারণ ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যতে আরো আমেরিকানকে একইভাবে হত্যা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিবৃতিতে ইরাক দখলদারী মার্কিন হত্যা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিবৃতিতে ইরাক দখলদারী মার্কিন সৈনিকদের বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে জানানো হয় যে, তাদের হাতে আটক বন্দীর বিনিময়ে বাগদাদের আবু গারিব কারাগারে আটক কয়েকজন ইরাকী বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন বাহিনী তাদের সে দাবী অগ্রাহ্য করায় তারা আমেরিকান বন্দীকে হত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। বিবৃতি পাঠ শেষে একটি ধারালো ছুরির সাহায্যে বন্দীর শিরোচ্ছেদ কার্যকর করা হয়।

নিক বার্গ নামের ঐ বন্দী ঠিকাদারী বাগানোর ধান্ধা নিয়ে গত বছর ডিসেম্বরে ইরাক যায়। কিন্তু কাংখিত ঠিকাদারী না পেয়ে সে ১ ফেব্রুয়ারী দেশে ফিরে যায়। এরপর গত ২৪ মার্চ একই ধান্ধায় পুনরায় ইরাক গেলে সেখানে পুলিশের হাতে সে আটক হয় এবং তাকে মুক্তি দেয়া হয় ৬ এপ্রিল। ধারণা করা হচ্ছে, পুলিশের হেফাযত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই আল-কায়েদার যোদ্ধারা তাকে অপহরণ করে।

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## যন্ত্রই বলে দেবে রোদ সংক্রান্ত তথ্য

রোদের তাপে দেহ পুড়ছে কি-না কিংবা দেহের কোন ক্ষতি সাধন হচ্ছে কি-না তা এখন যন্ত্রই বলে দিতে পারবে। বেশ কিছুদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের টরেন্সের সেইটক কোম্পানী এমন একটি অত্যাধুনিক ডিভাইস বাজারজাত করেছে। আপনি কতক্ষণ রোদে ছিলেন তা যন্ত্রটি বলে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, আপনার দেহে আরো রৌদ্র তাপের প্রয়োজন রয়েছে কি-না তাও পূর্বাহ্নেই যন্ত্রটি জানিয়ে দিবে। এতে রয়েছে একটি স্কিন এনালাইজার চার্ট এবং সূর্যের তাপ সংরক্ষণ উপাদান। সূর্য রশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আল্ট্রা ভায়োলেট-বিরশ্মি শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই যন্ত্রটি থেকে একটি এলার্ম ধ্বনি বেজে ওঠে। ডিভাইস আকৃতির এই যন্ত্রটিকে সরু ফিতার সহায়তায় গলায় বেঁধে রাখা যায় কিংবা কব্জিতেও বেঁধে এটি ব্যবহার করা সম্ভব। যন্ত্রটির মূল্য ৪০ মার্কিন ডলার।

## বিশ্বের বৃহত্তম রকেট

আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে যত রকেট তৈরী হয়েছে, এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 'স্যাটার্ন ফাইভ' নামক রকেটটি বৃহত্তম। সেটি অ্যাপোলো চন্দ্রাভিযান প্রকল্প এবং স্কাইল্যা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে এর নির্মাণ কাজ হয়। ফ্লোরিডার মেরিট দ্বীপের জন এফ কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সেটি নির্মিত হয়েছিল। প্রায় ৩৬৪ ফুট উচ্চতা ছিল উক্ত রকেটটির। প্রতি সেকেণ্ডে ১৬.৭ টন জ্বালানির প্রয়োজন হ'ত এটি চলার জন্য। কেরোসিন বা তরল অক্সিজেনের সাহায্যে রকেটটি চলত। রকেটটি চলার সময় সর্বমোট উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করত ১৭৫৬০০০০ হর্স পাওয়ার (অশ্বশক্তি) পাউণ্ড। রকেটটির ওযন ছিল ৭৬০০০০০০ পাউণ্ড। বিশ্বের বৃহত্তম 'স্যাটার্ন ফাইভ' রকেটটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ১৯৭৬ সালের ৯ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে।

## লিভার ক্যান্সারের প্রতিষেধক উদ্ভাবন

সিঙ্গাপুরের ডাক্তাররা লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এক অগ্রগতি সাধন করেছে। লিভারের চিকিৎসায় প্রচলিত অজস্র ওষুধ আর তেজস্ক্রিয় থেরাপির দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ায় হতাশ রোগীদের সামনে এ সংবাদ আশার আলো নিয়ে এসেছে। জানা যায়, সাধারণ পদ্ধতির চিকিৎসায় অসহ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে যেসব রোগী সেপথে যেতে ভয় পাচ্ছেন, তাদের মধ্য থেকে সাময়িকভাবে অসুস্থ কিছু ব্যক্তিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতাল নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির ট্রায়ালের জন্য খুঁজছে। নতুন পদ্ধতিতে আগের একই ওষুধগুলিই ব্যবহৃত হবে কিন্তু নির্দেশিত ভিন্ন উপায়ে। এতে শরীরের অভ্যন্তরে টিউমারে সিরিঞ্জের সাহায্যে সিলিকন চিপস প্রয়োগ করা হবে।

## সোডা জাতীয় খাবার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়

সম্প্রতি এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, সোডা জাতীয় খাবার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে কার্বোনেটেড পানীয় অন্ননালী ক্যান্সারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ওরলিনসে অনুষ্ঠিত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের এক বৈঠকে একাধিক

গবেষণা পত্রের ফলাফলে দেখা গেছে, মানুষের খাদ্যাভ্যাস ক্যান্সার রোগের উপর প্রভাব ফেলে। সেজন্য বৈঠকে অংশ নেয়া ডাক্তাররা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন।

ভারতের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের একদল গবেষক গত ৫০ বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখেছেন, অধিকহারে কার্বোনেটেড জাতীয় কোমল পানীয় (কোল্ড ড্রিংকস) পানের সঙ্গে অন্ননালীর ক্যান্সার বেড়ে যাওয়ার মধ্যে মিল রয়েছে। উক্ত গবেষকদের গবেষণায় বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু কার্বোনেটেড জাতীয় পানীয় পানের পরিমাণ ৪.৫০ শতাংশেরও বেশী বেড়েছে। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্ননালীর ক্যান্সারে আক্রান্তদের পরিসংখ্যান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কার্বোনেটেড পানীয় গ্রহণ বৃদ্ধির কারণে এ ধরনের ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষকরা কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই নয় অন্যান্য দেশেও একই চিত্র দেখতে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

## দেহ থেকে ঘাম ঝরে কেন?

দেহ ত্বকের সব জায়গায় ঘর্মগ্রন্থি বিদ্যমান। হাতের তালু, পায়ের পাতায় এবং বগলে ঘর্মগ্রন্থির বিস্তার সর্বাধিক। দেহ চর্মকে আর্দ্র রাখতে দেহের পানি, তাপ, খনিজ লবণ, অম্ল ও ক্ষরের সমতা রাখতে এবং রোচন পদার্থকে বের করে দিতে ঘাম ঝরে থাকে। বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে দেহের তাপমাত্রাকে অপরিবর্তিত রাখতে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সমবেদী স্নায়ু বা সেনসিটিভ নার্ভ ঘর্মগ্রন্থিকে উত্তপ্ত করার ফলে ঘর্ম কেন্দ্রের সক্রিয়তা বাড়ায় এবং ঘাম ঝরে। মানসিক কোন উত্তেজনা, শ্বাসকষ্ট, বমি প্রভৃতির জন্যও ঘর্মকেন্দ্র দারুণভাবে উত্তেজিত হয় এবং অনেক পরিমাণে ঘাম ঝরে।

## শীতকালে জন্ম নেয়া শিশুদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেশী

ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় জন্ম লাভকারী শিশুদের পরবর্তী জীবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সম্প্রতি ৬০ থেকে ৭৯ বছর বয়সী ৪ হাযার ২৮৬ জন মহিলার উপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে বৃটেনের ব্রিষ্টল ও এডিনবার্গের গবেষকরা এ তথ্য জানিয়েছেন। গবেষকরা দেখেছেন, যেসব শিশুর জন্ম শীতকালে হয়, পরবর্তীতে তাদের অধিকাংশের হৃদরোগ হয়।

## চেয়ার ও সোফাসেট মানবদেহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

চেয়ার ও সোফাসেটে বসা মানবদেহের উপর দীর্ঘ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মুসলমানদের দেহের সমস্যা অন্যদের তুলনায় কম। কারণ ছালাত পড়ার সময় যেসব ভঙ্গিতে বসতে হয়, তার ফলে হৃদযন্ত্রের পাশাপাশি নিতম্ব, হাঁটু ও গোড়ালীর উপকার হয়। শরীর সচল থাকে। সম্প্রতি লণ্ডনে এক ঘটনা থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিখদের ধর্মগ্রন্থ যখন টেবিলে রাখা হয়, তখন উপাসকরা মেঝেতে আসন পেতে বসে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু বয়স্ক অনেক উপাসক বলেছেন মেঝেতে আসন পেতে বসতে তাদের কষ্ট হয়। তাই বৃটেনের শিখ মন্দিরে তাদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বাতরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই উদ্যোগ তাদের স্বাস্থ্য সবলতা কমিয়ে দিতে পারে। তারা বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের লোকদের পশ্চিমাদের তুলনায় শারীরিক দিক থেকে একটা সুবিধা রয়েছে। কারণ তাদের শরীর অনেক বেশী নমনীয়। যোগ ব্যায়ামের এক শিক্ষক আন্তর সিমন বলেছেন, নমনীয়তা আসে মেঝেতে বসার অভ্যাস থেকে। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্বের চেয়ার মানবদেহের জন্য বড় বেশী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### জিহাদী ঐতিহ্যের দিকে ফিরে আসুন

*- মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৯শে এপ্রিলঃ** অদ্য ১৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার নগরীর পিটিআই মাষ্টারপাড়া আমবাগানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান আমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র বিধান সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধান সংকলিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে। সেদিকে আহ্বানকারী আন্দোলনই ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত। অতএব মানবরচিত কোন ধর্ম বা মতবাদ নয়, আল্লাহ প্রেরিত বিধানের দিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই জাতির মুক্তি নিহিত। তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এ মহতী আন্দোলন এক সময় অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চাঁপাই নবাবগঞ্জে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী নারায়ণপুরের রফীক মণ্ডল ও তৎপুত্র মৌলবী আমীরুদ্দীনের নাম এ দেশের স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট শত চেষ্টা করেও তাদের কথিত 'ওয়াহ্হাবী' আন্দোলনকে দমাতে পারেনি। যে আন্দোলনের উপরে উইলিয়াম হান্টার কর্তৃক ১৮৭২ সালে পেশকৃত রিপোর্ট Our Indian Musalmans নামে বই আকারে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত। সেই জিহাদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী চাঁপাই নবাবগঞ্জবাসীকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রাখার জন্য তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে সুপরিচিত বাগ্মী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) গণতান্ত্রিক রাজনীতির ত্রুটিসমূহ তুলে ধরে জনগণকে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা) ব্যালট ও বুলেটের পথ পরিহার করে দাওয়াত ও জিহাদের পথ বেয়ে দ্বীন কায়েমের নবুঅতী তরীকায় ফিরে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের জিহাদী কাফেলার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজ সংস্কারে নেমে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিশেষ অতিথি মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সকলকে জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে বেঁচে থাকার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে জাগরণী প্রিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

সম্মেলন উপলক্ষে গ্রামে ও শহরে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। সর্বত্র পোষ্টারিং ছাড়াও শহরের ও সম্মেলনের প্রবেশ মুখে নির্মিত বিশাল দু'টি তোরণ সকলের দৃষ্টি কাড়ে। যাতে লেখা ছিল 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর', 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ'। অনুরূপ শ্লোগানসহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন যিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে আগের দিন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের উদ্দীপ্ত মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করলে রাস্তার দু'ধারের জনগণের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে, 'এতদিনে আবার আহলেহাদীছরা জাগলো?' সম্মেলনের দিন মাগরিবের প্রাক্কালে হোণ্ডা মিছিল নিয়ে তারা শহরের প্রবেশ মুখ থেকে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে নিয়ে যায়।

**দায়িত্বশীল বৈঠকঃ** পরদিন সকাল সাড়ে ৬-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ কর্মপরিষদের বৈঠকে মিলিত হন ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেন।

**ওলামা সম্মেলনঃ** সকাল সাড়ে ৭-টা থেকে সাড়ে ৯-টা পর্যন্ত যেলা মারকায মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী 'ওলামা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী আহলেহাদীছ আন্দোলনে আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বক্তব্য রাখেন। ইতিপূর্বে বাদ ফজর তিনি সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সূরা আছর থেকে দরস পেশ করেন।

ওলামা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, তাক্বওয়াশীল জিহাদী আলেমগণ সমাজের জ্যোতিষ্কস্বরূপ। যাদেরকে দেখে মানুষ অন্ধকারে পথ চলে। আন্দোলন বিমুখ ভীরু ব্যক্তিদের দিয়ে সমাজ সংস্কারের দুরূহ কাজ সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে একক প্রচেষ্টায় কোন সমাজ সংস্কার হয় না। এক সময় ছিল সশস্ত্র একদল লোক নিয়ে অন্য এলাকার সশস্ত্র কিছু লোকের মোকাবেলায় যুদ্ধে জিততে পারলে এলাকাটি নিজ দখলে চলে আসত। কিন্তু নবীগণ কখনোই সে পথে যাননি। তাঁরা সর্বদা সৎ মানুষ তৈরীতে ও তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করতে ব্যাপৃত থাকতেন। আজও তেমনি সমাজের মুত্তাক্বী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মানুষগুলিকে বাছাই করে নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেই তবে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব হবে। এজন্য কথা, কলম ও সংগঠনের ময়দানে আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী আলেমদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অথচ এক্ষেত্রে আলেমদেরই দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী। অনেক আলেম আছেন, যাদের ইলমী যোগ্যতা আছে। কিন্তু সাংগঠনিকভাবে অন্য দলের সাথে আছেন। ফলে তাদের ইল্‌ম, অর্থ, সময় ও শ্রমসহ সকল যোগ্যতা ও প্রতিভা অন্য আন্দোলনের পিছনে ব্যয়িত হচ্ছে। অনেকে আছেন যারা একাকী সব করতে চান, জামা'আতী যিন্দেগীতে থেকে কারু আনুগত্য করতে চান না। শুধু আলেম নয়, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, শিক্ষক, লেখক, বক্তা সবক্ষেত্রেই আজ আহলেহাদীছ প্রতিভাগুলির অধিকাংশ অন্যের ঘরে আলো দিচ্ছে। অথচ নিজেদের ঘর ক্রমেই আলোশূন্য হয়ে যাচ্ছে। যে দু'একজন ব্যক্তি আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের পিছনে লেগে আছে ঘরের ও বাইরের এক ঝাঁক দুশমন। যাদের দিনরাতের একটাই স্বপ্ন, কিভাবে অমুক আহলেহাদীছ নেতাকে হেয় করা যাবে, গীবত করা যাবে, মিথ্যা মামলা দেওয়া যাবে, তাকে ধ্বংস করা যাবে। এই অবস্থায় জানমাল ও ইযযতের ঝুঁকি নিয়ে এ যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সুপরিকল্পিতভাবে ও সাংগঠনিক শৃংখলা সহ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন ও সফরসঙ্গীদের নিয়ে নাটোর যেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

## ক্ষমতায়নের নামে নারীকে পুরুষের সাথে যুদ্ধে নামাবেন না

*-জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত*

**নাটোর ৩০শে এপ্রিল '০৪ঃ** অদ্য ১৭ই বৈশাখ শুক্রবার নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ খৃষ্টানী রাজনীতি দেশে আমদানী করে আমাদের কর্মক্ষম তরতাজা সন্তানদেরকে ক্যাডার বানিয়ে রাস্তা-ঘাটে যেভাবে তথাকথিত রাজনীতির বলি বানানো হচ্ছে, তেমনি আমাদের মা-বোনদের রাস্তায় নামিয়ে তাদেরকে মিছিল-মিটিং ও হরতালের সম্মুখভাগের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যাদের চেহারা কখনো কেউ দেখতে পায়নি, আজ পৌরসভা ইলেকশনের দোহাই দিয়ে তাদের ছবিগুলি বিশাল সুশোভিত পোষ্টারে দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। তাদেরকে মাঠে-ময়দানে চিৎকার দিয়ে বক্তৃতা করতে হচ্ছে। প্রতিপক্ষের কটূক্তি ও ইঙ্গিতপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য সমূহ তাদেরকে শুনতে হচ্ছে। এইসব নোংরামি বন্ধ করুন। সরকারের জানা উচিত যে, পুরুষ ক্ষমতায় থাকলে নারী শোষিত হয় না, বরং সম্মানিত হয়। কিন্তু নারীকে যখন পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী করা হবে, তখন নারী পরাজিত হবে, শোষিত হবে, নির্যাতিত হবে। বর্তমানে নারী প্রধানমন্ত্রীদের আমলেই বরং নারীরা অধিকহারে নির্যাতিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পুরুষের উপরে নারীর ক্ষমতায়ন ইসলামী শরী'আতের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব গণতন্ত্রের নামে এই সব অন্যায় পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী দাতা সংস্থাগুলির হুকুমে আদমজী সহ দেশের কয়েক হাযার শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ইতিমধ্যে তিনকোটি কর্মজীবী মানুষকে কর্মহীন করা হয়েছে। মিল-কলকারখানা চালু করে ঐ লোকগুলিকে কর্মে পুনর্বহাল করুন এবং সাথে সাথে প্রতি বছর বেরিয়ে আসা লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুনীদের পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। তাহ'লে আর ক্ষমতায়নের প্রশ্নই উঠবে না। স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যা, ভাই ও বোন প্রত্যেকেই পরস্পরের সহযোগী হিসাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাবে হাসিমুখে। দেশে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

## আহলেহাদীছ আন্দোলনকে গভীর ভাবে জানুন

*-সুধী সমাবেশে আমীরে জামা'আত*

**নাটোর ৩০ শে এপ্রিল .০৪ঃ** অদ্য বাদ আছর নাটোর যেলা সংগঠন কর্তৃক যেলা মারকাযে আয়োজিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে

বলেন, বিদ'আতীদের ভ্রূকুটি ও ষড়যন্ত্র এবং শাসক সম্প্রদায়ের যুলুম ও নির্যাতনের মুকাবিলা করেই আহলেহাদীছ আন্দোলন চিরকাল গতি লাভ করেছে। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। কথিত উদারতা ও ঐক্যের নামে আমরা কখনোই শিরক ও বিদ'আতের সাথে যেমন আপোষ করি না, তেমনি প্রগতির দোহাই দিয়ে ইহুদী-খৃষ্টানদের চালান করা বিজাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শগুলির সাথেও আমরা আপোষ করি না। যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে ও যেলা সেক্রেটারী মাওলানা গোলাম আযমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে সম্মানিত প্রধান অতিথি অন্যদের সাথে আহলেহাদীছদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আক্বীদাগুলির পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে নিয়মিত পড়াশুনার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং ঘরে ঘরে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কর্মীদেরকে পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ১৯০৬ সালে অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স গঠনের পর থেকে বিগত একশ' বছরে আহলেহাদীছ সংগঠনগুলির তৎপরতা তুলে ধরেন এবং সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাওয়াতকে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিশেষে নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী কর্মীদেরকে স্ব স্ব আমলী যিন্দেগীতে সুন্নাতের পাবন্দ হওয়ার উপদেশ দেন এবং নাটোর যেলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনকে অধিকতর গতিশীল করার আহ্বান জানান।

বাদ জুম'আ কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ বক্তব্য রাখেন ও আল-হেরা শিল্পী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম জাগরণী পরিবেশন করেন।

## আসুন! অনৈক্য ভুলে আপোষে ভাই ভাই হয়ে যাই

*-আহলেহাদীছ জনগণের প্রতি আমীরে জামা'আত*

**গুঠাইল, জামালপুর ৬ মে '০৪ঃ** অদ্য ২৩শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ইসলামপুর উপযেলাধীন গুঠাইল ডিগ্রী কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল আহলেহাদীছ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আহলেহাদীছ জামা'আতের নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, দারুল ইমারত-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬ই মে'০৪ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জামালপুর যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে ইসলামপুরের জামে'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসায় ২৪/৩/০৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ওয়ায মাহফিলে বক্তা হিসাবে ঢাকা থেকে আগত জনৈক 'শায়খুল হাদীছ' আহলেহাদীছগণকে আক্রমণ করে 'ওরা আহলে হদস, নাপাক। ওরা কাযযাব, মিথ্যাবাদী। ওরা বাতিল, বাতিল, বাতিল। মাযহাবীরাই কেবল হক্ব-এর উপরে আছে। চার মাযহাবের উপরে ইজমা হয়েছে, মুক্বাল্লিদরা পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের ভুল সিদ্ধান্তের উপরে আমল করেও পূর্ণ ছওয়াব পাবেন' ইত্যাদি উষ্কানিমূলক বক্তব্য দেন। এতে খুশী হয়ে হানাফী শ্রোতাগণ 'ঠিক, ঠিক, ঠিক' বলে উঠেন ও মঞ্চে উপবিষ্ট হানাফী আলেমগণ তা উপভোগ করেন। স্থানীয় আহলেহাদীছদের পক্ষে জবাবী শ্লিপ দিলে তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় ও আরো আক্রোশমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়। এতে ইসলামপুর উপযেলার হাযার হাযার আহলেহাদীছ জনগণ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর যেলা সংগঠন কর্তৃক আহুত যেলা সম্মেলনকে সর্বদলীয় আহলেহাদীছ সম্মেলন হিসাবে অনুষ্ঠানের জন্য যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণের নিকটে প্রস্তাব করেন। যেলা নেতৃবৃন্দ প্রথমে এককভাবে ও পরে 'জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর এলাকা সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ ছিদ্দীক্বী সরাসরি কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন। অতঃপর দারুল ইমারতের পক্ষ থেকে প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হ'লে সারা যেলায় আহলেহাদীছদের মধ্যে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যমুনা নদীর পূর্ববতীরে গুঠাইল হাইস্কুল, সিনিয়র মাদরাসা ও ডিগ্রী কলেজের বিস্তৃত ময়দানে বিশাল ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যা অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে ৬/৫/০৪ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ২-টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে জামালপুর যেলা 'জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সেক্রেটারী অধ্যাপক জোবায়দুল ইসলাম বলেন, আহলেহাদীছ নিঃসন্দেহে একটি হক্বপন্থী দল। তাদের রয়েছে হাযার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। বাংলাদেশেও তাদের সংখ্যা আড়াই কোটির কম নয়। তিনি প্রতিবেশী ভাইদের শিক্ষিত শ্রেণীর কিছু লোকের অমার্জনীয় সংকীর্ণতার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন এবং এগুলি থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে স্থানীয় চিনাডুলী ফাযিল মাদরাসার আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হামীদ বলেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে প্রচলিত তাক্বলীদভিত্তিক কোন মাযহাবের অস্তিত্ব ছিল না বলে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কাউকে তাঁর তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করতে বলেননি। বরং তিনি সকলকে সর্বাবস্থায় ছহীহ হাদীছের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। বাকী তিন ইমামও তাই বলেছেন। আহলেহাদীগণও তাই বলেন, তাহ'লে আমরা বাতিল আর ওনারা হক্ব- এটা কিভাবে বলা যায়? বরং সত্যিকারের হানাফী তিনিই, যিনি সর্বদা ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করেন। শিরক ও বিদ'আতপন্থী এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত অর্থে 'হানাফী' হ'তে পারে না।

ইতিপূর্বে তিনি স্বনামে ইসলামপুর ওয়ায মাহফিলের উষ্কানীমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে 'দৃষ্টি আকর্ষণ' নামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন ও সেখানে তাদের বক্তব্যের জবাব দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, (১) কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে চার মাযহাব ফরয হবার দলীল দিন (২) চার মাযহাব ফরয হবার 'ইজমা' (ঐক্যমত) কবে, কোথায়, কাদের নিয়ে হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? (৩) আহলেহাদীছরা আহলে হদস, নাপাক, বাতিল; এর প্রমাণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে পেশ করুন ইত্যাদি ৮ দফা বক্তব্যের ৮ দফা জবাবী প্রশ্ন করেন।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) তাঁর ওজস্বিনী ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ও জিহাদী ঐতিহ্য তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর

সঊদী মাবঊছ ও নওদাপাড়া মাদরাসার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ইত্তেবায়ে সুন্নাহ্‌র উপরে বক্তব্য রাখেন এবং শ্রোতাদের লিখিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেন। আল-হেরা শিল্পী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের (জয়পুরহাট) জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে পুরা সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুল লতীফ স্বীয় ভাষণে মানব রচিত সকল মাযহাব, মতবাদ, ইযম ও তরীকা ছেড়ে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের দিকে ফিরে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকার তাক্বলীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী আহলেহাদীছ যুবসমাজকে বিভিন্ন ঢেউয়ে ভেসে না যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বর্তমান জোয়ারকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আমরাই যেন কারণ হয়ে না দাঁড়াই। তিনি বলেন, আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কোনরূপ চরমপন্থী তৎপরতা সমর্থন করে না। আমরা নবীদের তরীকায় দাওয়াত ও জিহাদের পথ ধরে সমাজ সংস্কারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে চাই।

সম্মেলন সমাপ্তির প্রাক্কালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সেক্রেটারী........ অত্যন্ত আনন্দ বিগলিত চিত্তে বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, প্রতি বছর এই ময়দানে এই ধরনের মহাসম্মেলন হৌক তা কি আপনারা চান? জনতা সমস্বরে তাঁকে সমর্থন দেয়। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি আজকের ভাষণগুলি শুনে। ইনশাআল্লাহ আবারো আমরা মিলিত হব আগামী দিনে। সম্মেলনের সভাপতি এলাকার প্রবীণ আলেম মাওলানা আব্দুর রশীদ ছিদ্দীকী স্বীয় ভাষণে আহলেহাদীছ জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান এবং বিরোধীদের কোন উষ্কানীর মুখে ধৈর্য না হারাতে সবাইকে উপদেশ দেন।

সম্মেলনের বিশেষ অতিথি জামালপুর যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সভাপতি অধ্যাপক আবদুল গণি (৭৯) বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে সম্মেলনে আসতে না পেরে একটি লিখিত বাণী পাঠান। মাননীয় প্রধান অতিথির পরামর্শক্রমে গুঠাইল এলাকা জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সেক্রেটারী জনাব ডাঃ শামসুল হক বাণীটির সারমর্ম সবাইকে শুনিয়ে দেন। উক্ত বাণীতে মাননীয় যেলা জমঈয়ত সভাপতি বলেন, 'অদ্য গুঠাইলে যে আহলেহাদীস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করি। আহলেহাদীসদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু হয়েছে, তা বিগত পঞ্চাশ বছরেও আর দেখা যায়নি। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আর বসে থাকা চলে না। অবশ্যই সুপরিকল্পিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। অন্যথায় আমাদের সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে'।

গুঠাইল এলাকা জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আহলেহাদীছ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধান অতিথি আহলেহাদীছ-এর পরিচিতি তুলে ধরেন এবং অন্যদের সাথে তাদের আক্বীদাগত ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতের নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আজ বিরোধী পক্ষের হামলার মুখে যেমন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, শান্ত অবস্থায় কি এমনিভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে পারি না? তিনি বলেন, জনতার ঐক্য আছে, নেতাদের ঐক্য চাই। আসুন! সকল অনৈক্য ভুলে আমরা আপোষে ভাই ভাই হয়ে যাই। তিনি বলেন, জামালপুরের আজকের এই ঐক্যবদ্ধ আহলেহাদীছ সম্মেলন আগামীতে দেশব্যাপী জামা'আতী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

সম্মেলন চলাকালীন সময়ে যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সময় জামালপুরের প্রসিদ্ধ আলেম মরহুম মাওলানা আব্দুল মজীদ ছবিলাপুরীর সুযোগ্য পুত্র জামালপুর শহর জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সেক্রেটারী জনাব আবদুল ওয়াজেদ ছিদ্দীকীর (৪৫) বিশেষ আমন্ত্রণে পরদিন সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, সম্মানিত নায়েবে আমীর, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, জামালপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বযলুর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী জামালপুর শহরে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছেন এবং নাস্তার পূর্বেই তাঁরা শেখের ভিটা মাদরাসা দারুল হাদীস (স্থাপিত ১৯৮৪) পরিদর্শন করেন। ৫২ শতাংশ জমির উপরে বিদেশী অনুদানে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা, মসজিদ ও ইয়াতীমখানা সহ নিরিবিলি সুন্দর পরিবেশে গড়ে ওঠা এই মাদরাসাটির ৭টি শ্রেণীতে ৭ জন শিক্ষক সহ বর্তমানে ১০৩ জন ছাত্র রয়েছে। তন্মধ্যে আবাসিক ছাত্র ৬৮ জন। এর মধ্যে ইয়াতীম ২০ জন ও হেফয বিভাগের ছাত্র ২৮ জন। লাইব্রেরীতে মুসনাদে আহমাদ ও ফাৎহুলবারী সহ বেশ কিছু মূল্যবান ও পুরানো কিতাবের সংগ্রহ রয়েছে। মাদরাসার সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্পাদক মরহুম মাওলানা আবদুর রহমান বি,এ,বি,টি ছাহেবের কবর রয়েছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত মরহুমের মাগফেরাত কামনা করে দো'আ করেন।

নাস্তা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ অসুস্থ যেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক আবদুল গণি ছাহেবের বাড়ীতে যান। বহু দিন পরে সাক্ষাতে তাঁরা উভয়ে খুবই খুশী হন। বিদায় বেলায় মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে লক্ষ্য করে আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, 'বিরোধীদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব যেন আত-তাহরীকের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই এবং তা যেন আমার নামে পাঠানো হয়'।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ প্রবীণ জমঈয়ত নেতার নিকট থেকে দো'আ নিয়ে জামালপুর থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

## মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

মেহেরপুর ৩০ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে মেহেরপুর সদর থানার উত্তর

কালিকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকা সভাপতি আলহাজ্জ আনওয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ত্বারীকুযযামান। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি সমবেত সকলকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের এ অনন্য কাফেলায় যোগদান করে সমাজ সংস্কারে সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান, মেহেরপুর পৌর কলেজের প্রভাষক জনাব আহসানুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন (চুয়াডাঙ্গা) 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা ও এলাকা নেতৃবৃন্দ এবং অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রশীদ।

## যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ

**গোপালগঞ্জ ২১ মার্চ শুক্রবারঃ** অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ সোহরাব আলী মাষ্টার-এ সভাপতিত্বে যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

**নীলফামারী ২৩ মার্চ মঙ্গলবারঃ** অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে যেলার শৈলমারী বাজার 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

**পঞ্চগড় ২৪ মার্চ বুধবারঃ** অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

# বাঁকাল সংবাদ

## দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

গত ১০ মে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা কর্তৃক আয়োজিত যেলা পর্যায়ের ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৪-এ অংশগ্রহণ করে দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার ছাত্ররা সিংহভাগ পুরস্কার লাভ করেছে। পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'লঃ

### গ্রুপ 'ক'

**ক্বিরাআতঃ** ৩য়- মাহমূদুর রহমান (৭ম শ্রেণী)।

**আযানঃ** ১ম- আবু রায়হান (৫ম শ্রেণী), ২য়- মাহমূদুর রহমান (৭ম শ্রেণী)।

**উপস্থিত বক্তৃতাঃ** ৩য়- আবু জাহিদ (৮ম)।

**রচনাঃ** ১ম- আরীফুর রহমান (৬ষ্ঠ), ২য়- শহীদুল্লাহ (৬ষ্ঠ) ও ৩য়- আলী হোসাইন (৭ম)।

**সাধারণ জ্ঞানঃ** ১ম- আরীফুর রহমান (৬ষ্ঠ), ৩য়- আলী হোসাইন (৭ম)।

### গ্রুপ 'খ'

**ক্বিরাআতঃ** ১ম- ইকবাল কবীর (৮ম শ্রেণী), ২য়- আব্দুর রহমান (৯ম)।

**আযানঃ** ৩য়- ইকবাল কবীর (৮ম)।

**উপস্থিত বক্তৃতাঃ** ১ম- রজব আলী (১০ম), ২য়- তরীকুল ইসলাম (১০ম), ৩য়- ইকরামুল কবীর (৮ম)।

**সাধারণ জ্ঞানঃ** ১ম- ইকরামুল কবীর (৮ম), ২য়- রজব আলী (১০ম)।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত উপযেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৪-এ অংশগ্রহণ করে দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৪টি পুরস্কার লাভ করে। উপযেলা পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'লঃ

### গ্রুপ 'ক'

**ক্বিরাআতঃ** ১ম- মাহমূদুর রহমান (৭ম শ্রেণী), ২য়- আব্দুর রহীম (৭ম), ৩য়- আবু রায়হান (৫ম)।

**আযানঃ** ১ম- আবু রায়হান (৫ম), ২য়- মাহমূদুর রহমান (৭ম), ৩য়- মাহমূদুর রহমান (৭ম)।

**ইসলামী সংগীতঃ** ১ম- আবু রায়হান (৫ম), ২য়- বুরহানুদ্দীন (২য়), ৩য়- মাহমূদুর রহমান (৭ম)।

**কবিতা আবৃত্তিঃ** ১ম- শহীদুল্লাহ (৬ষ্ঠ), ২য়- তরীকুল ইসলাম (৭ম)।

**উপস্থিত বক্তৃতাঃ** ১ম- আলী হোসাইন (৭ম), ২য়-তরীকুল ইসলাম (৭ম), ৩য়- আরাফাত হোসাইন (৭ম)।

**রচনাঃ** ১ম- আলী হোসাইন (৭ম), ২য়- শহীদুল্লাহ (৬ষ্ঠ), ৩য়- আরীফুর রহমান (৬ষ্ঠ)।

### গ্রুপ 'খ'

**ক্বিরাআতঃ** ১ম- ইকবাল কবীর (৮ম), ২য়- আব্দুর রহমান।

**আযানঃ** ২য়- ইকবাল কবীর (৮ম)।

**উপস্থিত বক্তৃতাঃ** ১ম- ইকরামুল কবীর (৮ম), ২য়- তরীকুল ইসলাম (১০ম), ৩য়- রজব আলী (১০ম)।

**রচনাঃ** ১ম- রেযাউল ইসলাম (৯ম), ২য়- রজব আলী (১০ম)।

# পাঠকের মতামত

## আঁধারে সূর্য দিশারী আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'** বর্তমান উন্নত সভ্যতার এক অনন্য অবদান। অন্যান্য পত্রিকার মত দু'চার কলাম পাঠ করে ফেলে দেওয়ার মত অথবা কেজির ওযনে বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার মত জিনিস নয় 'আত-তাহরীক'। এর প্রত্যেকটি লেখা পাঠ করে এটি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করার বস্তু। পত্রিকাটি যেদিন লেখক ও কলামিষ্ট জনাব এম,আর,আই, রশীদ বিন খয়রাত আমার হাতে দিয়েছেন, সেদিন হ'তে নিয়মিত পাঠক, গ্রাহক থেকে এ মহতী আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে এজেন্ট হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। পত্রিকাটির আরো উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ প্রকাশের আবেদন জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

❖ *ইউসুফ বিন একরামুল সালাফী*
*নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।*

## তাবলীগী ইজতেমা ২০০৪ প্রসঙ্গে

গত ১ ও ২ এপ্রিল '০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় ১৪শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দু'দিন ব্যাপী এ তাবলীগী ইজতেমায় দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত সাংগঠনিক ভাইদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং বক্তাদের তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ইজতেমাকে নতুন মাত্রা যুগিয়েছে। সংগঠনপ্রিয়, সত্যান্বেষী ও জান্নাত পিয়াসী জনতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ বিশাল সমাবেশ ছিল অভূতপূর্ব। এবারের ইজতেমায় আমার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, আন্দোলনের এ জোয়ার অব্যাহত থাকলে দেশ থেকে শিরক-বিদ'আতের জঞ্জাল দূরীভূত হয়ে অচিরেই এখানে নির্ভেজাল তাওহীদের সুবাতাস প্রবাহিত হবে ইনশাআল্লাহ। কায়েম হবে অহি-র বিধান, দূর হবে তাগূতী নীতিমালা।

যাদের সুদক্ষ পরিচালনা ও প্রচেষ্টায় আন্দোলনের এ গতিধারা অব্যাহত আছে, আমি তাদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এ দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাদের দীর্ঘজীবি করেন এবং কর্মক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। জাতির এ যুগসন্ধিক্ষণে এসব নকীবদের বড়ই প্রয়োজন।

সম্মেলনে বক্তাদের বক্তব্য শুনে আমি বিমোহিত হয়েছি। কল্প-কাহিনী ও গল্প-কেচ্ছা ছাড়া শুধু কুরআন-হাদীছের আলোকে বক্তব্য দানের মাধ্যমে এতবড় একটি বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হ'তে পারে, এটা আমার অজানা ছিল। বক্তাদের আলোচনা শুনে এক অনুপম ভাল লাগায় হৃদয়টা ভরে গেল। সবচেয়ে ভাল লেগেছে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তাঝরা ও ওজস্বী ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য।

আমরা আশা করব এ ধরনের সমাবেশ-সম্মেলন অব্যাহত থাকুক, যাতে মানুষের ঈমান ও চেতনা বৃদ্ধি পায়।

❖ *আবদুছ ছামাদ*
*মহিষখোঁচা, আদিতমারী*
*লালমণিরহাট।*

## সফল তাবলীগী ইজতেমা

আল্লাহ্‌র রহমতে এবারের তাবলীগী ইজতেমায় যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবারে ইজতেমা প্যাণ্ডেল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবারে লোক সমাগম ছিল অনেক বেশী। প্রতিবারের ন্যায় বুক ষ্টোলের পাশাপাশি সোনামণি সাময়িকী প্যাণ্ডেল ও ভিসিডি প্যাণ্ডেল ছিল নতুন সংযোজন।

সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন পি-এইচ.ডি ডিগ্রীধারী এবং খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম। সব মিলিয়ে এবারের সম্মেলন সফল হয়েছে- ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। প্রতিকূল আবহাওয়ায় কোন অসুবিধা হয়নি। বুক ষ্টোলগুলিতে বেশ কিছু নতুন বইয়ের সমাগম হয়েছিল। যেমন, ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি, হাদীছের প্রামাণিকতা, আশুরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়; জাল ও যঈফ হাদীছ সিরিজ ইত্যাদি। আহলেহাদীছের বিশ্বকোষ বলে খ্যাত 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' বইটি এবার পাওয়া যাচ্ছিল হ্রাসকৃত মূল্যে।

পরিশেষে আন্দোলনের গতিশীলতা আরো বেগবান হৌক। আন্দোলনের অন্যতম প্রচার মাধ্যম হিসাবে তাবলীগী ইজতেমা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।

❖ *আব্দুল মতিন ও এস এম হুদা*
*চাখরা, মোলামগাড়ী, জয়পুরহাট।*

**আমরা চাই এমন এক ... সমাজ, যেখানে থাকবেনা ... কোন বিজাতীয় মতবাদ; ... লামের নামে কোনরূপ মায ... তাবাদ।**

# প্রশ্নোত্তর

**-দারুল ইফতা**
**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

***প্রশ্নঃ (১/৩২১)ঃ আমরা ১৫/২০ জন ছাত্র একটি ছাত্রাবাসে থাকি। সেখানে আমরা নিয়মিত আযান দিয়ে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। কিন্তু এর মাত্র ২০০ গজ দূরেই একটি মসজিদ অবস্থিত। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- এত নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রাবাসে এভাবে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুস্তাফীযুর রহমান*
*এ্যাডভান্স ছাত্রাবাস*
*রামনগর, দিনাজপুর।*

**উত্তরঃ** প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে না যায় তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওযর' হচ্ছে ভয় এবং অসুস্থতা *(ইবনু মাজাহ, দারা কুৎনী, হাকিম, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬৫২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক অন্ধ ছাহাবী ওযরের কারণে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও? শুনতে পেলে মসজিদে আস' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪)*। অন্য এক বর্ণনায় জামা'আতে উপস্থিত না হ'লে তিনি তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৩)*।

***প্রশ্নঃ (২/৩২২)ঃ ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব নাকি অন্যান্য সুন্নাতের চেয়ে অনেক বেশী। সেকারণ ফজরের জামা'আত চলাকালীন সময়ে এক রাক'আত জামা'আতের সাথে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নাত ছালাত আগে আদায় করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত না পড়ে জামা'আতে শরীক হবে, সে বেলা ওঠার পর উক্ত সুন্নাত আদায় করবে। এ বক্তব্য কি সঠিক?***

*-মুহাম্মাদ আনোয়ার*
*কাপাসিয়া, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব অন্যান্য সুন্নাত ছালাত অপেক্ষা অনেক বেশী, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু জামা'আত চলাকালীন সময়ে সুন্নাত আদায় করা ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত জামা'আতের পূর্বে পড়াই সুন্নাত। কিন্তু সময় না পেলে ফরয ছালাতের পর পড়তে হবে। সূর্য ওঠার পরে নয়। ক্বায়েস ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়িনি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকলেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১০৪৪; দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর নং ৬/৬)*।

***প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ ওযূর সময় কথা বলা যাবে কি? কোন কোন কিতাবে 'মাকরূহ' বলা হয়েছে। কারণ ওযূর সময় নাকি ফেরেশতাগণ ১টি কাপড় মাথার উপরে ধরে রাখেন এবং কথা বললে কাপড় ছেড়ে চলে যান। তাছাড়া ক্বিবলামুখী হয়ে ওযূ করা কি সুন্নাত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন?***

*-আব্দুর রহমান*
*মোল্লাহাটী, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** ওযূ করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও সালাম বিনিময় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮ 'দুই মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম ২/২১৩ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৫৫; দ্রঃ আত-তাহরীক মে ২০০১, প্রশ্নোত্তর ১৫/২৬০)*। বাকী অন্যান্য বক্তব্যগুলি ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

***প্রশ্নঃ (৪/৩২৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি দু'টি সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। একটি সন্তান বিদেশে বসবাস করে এবং অপর সন্তানটি দেশে বসবাস করে। বিদেশে বসবাসকারী সন্তান কি তার পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে?***

*-মাওলানা আব্দুর রহীম*
*ইমাম, হাকিমপুর জামে মসজিদ*
*সাং চরহরিশপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** মুসলমানদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্নতা কোন অন্তরায় নয়; বরং উত্তরাধিকারী সর্বাবস্থায় তার উত্তরাধিকার পাবে। তবে কোন মুসলিম কোন কাফিরের এবং কোন কাফির কোন মুসলিমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৪৩ 'ফারায়েয ও অছিয়ত' অধ্যায়)*। মুসলমান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তিনটি কারণে (১) ক্রীতদাস (২) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী (৩) দ্বীন পরিবর্তনকারী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৪৭)*। এদেশের মাদরাসা সমূহে প্রচলিত ফারায়েযের পাঠ্য বই 'সিরাজী'তে ৪র্থ কারণ হিসাবে 'রাষ্ট্রের পরিবর্তনের' যে কথা বলা হয়েছে, হাদীছে তার

Contents



কোন প্রমাণ নেই।

***প্রশ্নঃ (৫/৩২৫)ঃ আপন খালাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?***

*-আব্দুল কুদ্দুস*
*ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** যে সকল নারীর সাথে বিবাহ হারাম আপন খালাত ভাইয়ের মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তার সাথে বিবাহ জায়েয *(নিসা ২৩; বিস্তারিত দেখুনঃ অক্টোবর '৯৮ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*।

***প্রশ্নঃ (৬/৩২৬)ঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 'সকল প্রকার ছালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয'। আমরা জানি ফরয কুরআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। কোন্ আয়াতের মাধ্যমে এটি ফরয হয়েছে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মাহমূদুল হক*
*বেলতলা রোড, দিনাজপুর।*

**উত্তরঃ** শুধু কুরআন দ্বারাই ফরয সাব্যস্ত হয়, এ ধারণা ঠিক নয়। বরং হাদীছ দ্বারাও ফরয সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেমন বিভিন্ন বস্তুকে হালাল ও হারাম করেছেন, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও হালাল বা হারাম নির্ধারণ করেছেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমান মাত্রই সবার উপর এক ছা' করে ফিৎরা আদায় ফরয করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫; আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮১৭-১৮১৮ 'ছাদকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ 'যাকাত' অধ্যায়)*। অনুরূপভাবে গৃহপালিত গাধা, দন্ত-নখর বিশিষ্ট হিংস্র পশু-পাখী রাসূল (ছাঃ) হারাম করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫-৪১০৬; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৩)*।

ছালাতের মধ্যে কতগুলি রুকন হাদীছ দ্বারাই ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- নিয়ত করা, শেষ তাশাহহুদের বৈঠক করা ও সালাম ফিরানো ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন তা পালন কর, আর যা হ'তে নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*। এটাই রাসূলের হুকুম ফরয হওয়ার বড় দলীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। অতএব ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর বিজ্ঞ লেখক দলীল সহকারে যা লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক।

***প্রশ্নঃ (৭/৩২৭)ঃ ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়া কাদের মাঝে বন্টন করতে হবে?***

*-আব্দুল গণী*
*কিসমতপুর, হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।*

**উত্তরঃ** যাকাত ও ফিৎরা বন্টনের খাত একই। কেননা ফিৎরাকেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যাকাত বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬ পৃঃ)*। একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিৎরাকে বলেছেন 'মিসকীনদের জন্য খাদ্য'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বুলূগুল মারামের ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এখানে উদাহরণ স্বরূপ বা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য 'মিসকীন' শব্দটি আনা হয়েছে। মিসকীন বলে কেবল এক শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করা হয়নি *(বুলূগুল মারাম হা/৬১৫-এর ব্যাখ্যা)*।

কুরবানীর পশুর চামড়া হজ্জ পালন কালে যবেহকৃত পশুর চামড়ার ন্যায় গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। কেননা দু'টির হুকুম অভিন্ন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া ও ঝুল বা আবরণ (গরীবদের মাঝে) বিলিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কসাইকেও কিছু দিতে নিষেধ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৩৮)*।

***প্রশ্নঃ (৮/৩২৮)ঃ আমি একজন চিকিৎসক। প্রায় বার বৎসর যাবৎ এ পেশায় নিয়োজিত আছি। আমি বহু সংখ্যক রোগীর নিকটে ঔষধের দাম বাবদ অনেক টাকা পাওনা আছি। অনেকে অভাবের কারণে দিতে পারে না। আবার কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দেয় না। এরই মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় আমি ঐ সকল ঋণের টাকার দাবী ছেড়ে দিব, নাকি রেখে দিব?***

*-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম*
*কেশরহাট পৌরসভা*
*মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** (১) যারা অভাবের তাড়নায় ঋণ পরিশোধ করতে পারে না, তারা যদি মাফ চায়, তাহ'লে মাফ করে দেওয়ার জন্য নেকী আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণগ্রস্তকে সুযোগ দিবে বা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ (হাশরের ময়দানে) তাঁর রহমতের ছায়াতলে তাকে স্থান দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)*।

(২) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা ঋণ পরিশোধ করে না, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯০৭)*। তারা নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে।

(৩) যারা অলসতাবশতঃ ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেছে, অথচ মাফ চায়নি, তাদের ওয়ারিছগণ উক্ত ঋণ পরিশোধ করবে। কিংবা ঋণ দাতার নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিবে। নইলে আখেরাতে তার নেকী থেকে কর্তন করে ঋণদাতাকে দিয়ে দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিষয়টি যেহেতু বান্দার সঙ্গে বান্দার মধ্যে সীমিত, সেহেতু ইচ্ছা করলে বান্দা তাকে মাফ করেও দিতে পারে।

***প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ ফজর ব্যতীত অন্যান্য ছালাত ক্বাযা হ'লে আমরা পরবর্তী ছালাতের পূর্বে আদায় করে***

***থাকি। ফজরের ছালাত ক্বাযা হ'লে কখন কিভাবে আদায় করতে হবে? তাছাড়া অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মাষ্টার*
*গ্রামঃ শৌলমারী কাযীপাড়া*
*পোঃ ডাকালীগঞ্জ, নীলফামারী।*

**উত্তরঃ** কোন ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে পরবর্তী ছালাতের অপেক্ষা করা আবশ্যক নয়। বরং ঘুমের কারণে, ভুলের কারণে কিংবা বিপদের কারণে কোন ফরয ছালাত ছুটে গেলে যখন ঘুম ভেঙ্গে যাবে বা স্মরণ হবে বা বিপদ দূর হবে, তখনই আদায় করে নিবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১/১৯১ হা/৬০৩ 'ছালাত তাড়াতাড়ি পড়া' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের ফজরের ছালাত ছুটে যায়। সূর্যোদয়ের পর তাঁর ঘুম ভাঙ্গলে আযান দিয়ে সকলকে নিয়ে তিনি ছালাত আদায় করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪ 'আযান দেরী করে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ*** **যারা কুরআনের পরিবর্তে 'শাজারা' শরীফ পাঠ করে এবং সেটাকে কুরআনের ন্যায় মর্যাদা দেয়, পীরের মাযারে সিজদা করে, মানত করে ও গরুর গোশত হারাম মনে করে, তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি?**

*-আব্দুল গফুর তালুকদার*
*কালাই, জয়পুরহাট।*

**উত্তরঃ** (১) যারা কুরআনের পরিবর্তে 'শাজারা' শরীফ অর্থাৎ পীরের বংশধারা পাঠ করে এবং কুরআনের ন্যায় মর্যাদা দেয়, তাদের এ কাজ নিঃসন্দেহে শরী'আত পরিপন্থী এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বর্ণিত সূরা মায়েদার ৩৫নং আয়াতে যে 'অসীলা'র কথা বলা হয়েছে তার অর্থ নৈকট্য হাছিল করা। এটা কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তির বংশধরের নাম যপ করার মাধ্যমে নয়। বরং নেক আমলের মাধ্যমে হয়ে থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/১২; তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর)*।

(২) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা হারাম। অতএব পীরের মাযারে সিজদা করা নিঃসন্দেহে শিরক। জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সাবধান থেকো! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবীদের ও নেককার লোকদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ নং ৭)*। ইবনু আবী শায়বাহ্র বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে' *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ১৫)*।

(৩) নযর বা মানত কেবলমাত্র আল্লাহ্র নামে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে থাকে *(আলে ইমরান ৩৫, মারিয়াম ২৬)*। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে মানত করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গোনাহের কাজে কোন মানত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯ 'নযর' অনুচ্ছেদ)*।

(৪) গরুর গোশতের ন্যায় হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করা কবীরা গোনাহ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না *(নাহল ১১৬)*।

খারেজীদের আক্বীদা অনুযায়ী কবীরা গোনাহগার হিসাবে এদেরকে মুসলমান বলা যাবে না। বরং এরা কাফের। কিন্তু আহলেসুন্নাতের আক্বীদা অনুযায়ী কবীরা গোনাহগার মুমিন ব্যক্তি কাফের নয়; বরং ফাসেক্ব। সে হিসাবে এদেরকে ফাসেক্ব মুসলমান বলা যাবে।

***প্রশ্নঃ (১১/৩৩১)ঃ*** **জামা'আতে মুক্তাদীগণ কখন কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন? মুওয়াযযিনের ইক্বামত শ্রবণের পরে নাকি পূর্বে? আমাদের এলাকায় ইক্বামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সময় দাঁড়াতে হবে মর্মে নিয়ম চালু করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।**

*-ওমর ফারূক*
*চাউলপট্টি, পাবনা বাজার*
*পাবনা।*

**উত্তরঃ** 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সময় দাঁড়াতে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে মুক্তাদীগণ দাঁড়াবেন এবং 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার পরে ইমাম ছালাতের তাকবীর দিবেন'। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ইক্বামতকালে মুছল্লীদের দাঁড়ানো সম্পর্কে নির্ধারিত কোন সময় আমি শ্রবণ করিনি। বরং লোকেরা নিজেদের সুবিধামত দাঁড়াবে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে ভারী ও পাতলা বিভিন্ন ধরনের মুছল্লী'।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আসার পূর্বে ইক্বামত দেওয়া হ'ত এবং ছাহাবীগণ দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করে নিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন। পক্ষান্তরে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের ইক্বামত হ'লে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না' *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৩৯, হা/৬৩৭ 'আযান' অধ্যায় ২৪ ও ২২ অনুচ্ছেদ)*।

উভয় হাদীছের সমন্বয় করে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলতঃ মুছল্লীদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে' *(ফাৎহুল বারী ২/১৪১ ও ১৪২ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায় নং ১০*

Contents



*'ইক্বামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে' অনুচ্ছেদ নং ২২)।*

উপরের হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইক্বামত দেওয়ার পরে দাঁড়ানোই বাঞ্ছনীয়। তবে আগে ও পরে দু'টিই জায়েয। 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সাথে সময় নির্ধারিত নয়।

***প্রশ্নঃ (১২/৩৩২)ঃ*** **খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে খাদীজা! তোমার সতীনদেরকে আমার সালাম জানিয়ে দিবে'। খাদীজা (রাঃ) তখন বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পূর্বেও কি আপনি কাউকে বিবাহ করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে আল্লাহ পাক মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মূসা (আঃ)-এর বোন কুলছূম এই তিন জনকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে রেখেছেন'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।**

*-এম,এ,আর আকন্দ*
*ইটাপোতা, মোগলহাট, লালমণিরহাট।*

**উত্তরঃ** এটি একটি 'মুনকার' হাদীছ, উক্বায়লী যা স্বীয় 'যু'আফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর বর্ণনাকারীকে ইমাম যাহাবী 'কাযযাব' অর্থাৎ 'মহা মিথ্যাবাদী' বলেছেন। অতঃপর তাকে 'হাদীছ জালকারী' বলেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপঃ 'হে আয়েশা! তুমি কি জানো আল্লাহ আমাকে মারিয়াম বিনতে ইমরান, কুলছূম উখতে মূসা এবং ফেরাউনের স্ত্রীর সাথে জান্নাতে বিবাহ দিয়ে রেখেছেন? *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২, যঈফুল জামে' হা/১৩৩৩)।* উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনায় খাদীজার মৃত্যুর সময়কালীন উপরোক্ত বক্তব্য নেই।

***প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩)ঃ 'জালালী খতম' কি? এটা কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুহাম্মাদ গোলাম সরোয়ার*
*গ্রামঃ নূরনগর নতুনপাড়া*
*মুগবেলাই, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** দো'আ ইউনুস ১ লক্ষ বা ১ লক্ষ ২৫ হাযার বার একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে পড়ার যে রেওয়াজ অনেক স্থানে প্রচলিত আছে, সেটাই হচ্ছে 'জালালী খতম'। বিপদ মুক্তি, রোগারোগ্য ও কথিত শবে বরাতের মত বিশেষ দিনে বিশেষ ফযীলত লাভের আশায় জালালী খতম পড়া হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন ভিত্তি নেই। নিঃসন্দেহে এটা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-

'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী পৃঃ ১০৯২, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/১৪০)।*

***প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪)ঃ একজন কবরবাসীর 'রূহ' বা আত্মা অপর কবরবাসীর আত্মার সাথে কি পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে?***

*-রফীকুল ইসলাম*
*গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।*

**উত্তরঃ** আত্মাসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ শাস্তিপ্রাপ্ত যা 'সিজ্জীনে' অবস্থান করে এবং অপরভাগ নে'মতপ্রাপ্ত যা 'ইল্লীয়ীনে' অবস্থান করে। সিজ্জীনে অবস্থানকারী আত্মাসমূহ শাস্তি ভোগরত। এদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যারা নে'মতপ্রাপ্ত তথা আরাম-আয়েশে রত থাকে, তারা পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আপন বন্ধু ও সমপর্যায়ের সৎকর্মশীল আত্মার সাথে মুলাক্বাত করে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেরূপ দেখা সাক্ষাত করে অনুরূপ 'বারযাখী' জীবনে এবং আখেরাতেও দেখা-সাক্ষাৎ করে।

আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মশীল যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সাথী' *(মায়েদাহ ৬৯)।*

আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কবয করে নিয়ে যাওয়ার পর পরই মুমিনের আত্মাকে মহান আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত আত্মাসমূহ এমনভাবে অভ্যর্থনা জানায়, যেমনভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় দুনিয়াতে' *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, কিতাবুর রূহ ৪২ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫ 'রূহ সমূহের অবস্থান স্থল' অনুচ্ছেদ)।*

***প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ কাউকে ধর্ম পিতা, ধর্ম ভাই ইত্যাদি বানানো বা ডাকা এবং তাদের সাথে নিজ পিতা বা ভাইয়ের মত চলাফেরা করা যাবে কি? তারা মাহরাম-এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি?***

*-আব্দুল্লাহ আল-মামূন*
*তালপাতিলা, মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তরঃ** আল্লাহ বলেন, 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ১০)।* তাই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়া ইসলামে দোষণীয় নয়। তবে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন এ সম্পর্কের মাধ্যমে কেউ কোন প্রকার শরী'আত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত না হয়। যদি এর মাধ্যমে শরী'আত বিরোধী কাজের আশংকা থাকে, তাহ'লে এ ধরনের সম্পর্ক গড়া মারাত্মক অপরাধ হবে, যা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে কেউ 'মাহরাম' এবং 'ওয়ারিছ' সাব্যস্ত হবে না। সেকারণ পর্দা সহ সার্বিক চলাফেরা শরী'আত মোতাবেক হ'তে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস এবং মুগীরা (রাঃ)-কে 'হে আমার বৎস!' বলে সম্বোধন করতেন *(মুসলিম ২/২১০ 'স্নেহের খাতিরে অন্যের সন্তানকে হে বৎস! বলে সম্বোধন করা' অনুচ্ছেদ)।*

Contents





অনুরূপভাবে নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলেও সম্বোধন করা যায়। যেমন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পালক পুত্র ছিলেন।

***প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬)ঃ জনৈক ইমাম বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দরস দিতে গিয়ে বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাক'আত ছালাত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাক'আত ছালাতের চেয়েও উত্তম। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-আলফাযুদ্দীন*
*দুর্গাদহ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।*

**উত্তরঃ** উল্লিখিত হাদীছটিসহ এ সংক্রান্ত আরও হাদীছ রয়েছে। তবে সব হাদীছই মওযূ' বা জাল। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, বিরাশি রাক'আতের চেয়েও উত্তম। *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৩৯-৬৪০, ২/৯৭ পৃঃ)।*

***প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭)ঃ আমি মাসিক আত-তাহরীকের একজন নিয়মিত পাঠিকা। সহজে জান্নাত লাভের উপায় জানতে চাই।***

*-শরীফা সুলতানা*
*হরিরামপুর, মিরগঞ্জ*
*বাঘা, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের জন্য সহজে জান্নাত লাভের যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, সে পদ্ধতি অবলম্বন করলেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম পালন করবে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে *(আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৪, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'নারীদের সাথে ব্যবহার ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক্ব' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছে চারটি মৌলিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ চারটি বিষয় ঠিকমত আদায় করলে যাবতীয় অন্যায় কাজ হ'তে বেঁচে থাকা সহজ হবে। ফলে জান্নাতে যাওয়াও সহজ হয়ে যাবে।

***প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮)ঃ জনৈক ইমাম ঈদের ছালাতে ভুলবশতঃ প্রথমে ছয় পরে পাঁচ মোট ১১ তাকবীর দেন। কিন্তু ছালাত শেষে সহো সিজদা করেননি। এতে ঈদের ছালাত পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়েছে কি?***

*-মুঈনুদ্দীন*
*সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।*

**উত্তরঃ** ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এরূপ করে থাকলে ছালাত সিদ্ধ হবে না। যেহেতু ইমাম ছাহেব ভুলবশতঃ তাকবীর কম দিয়েছেন, সেহেতু ছালাত শুদ্ধ হয়ে গেছে। এর জন্য সহো সিজদা লাগবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭০ 'দু'ঈদের তাকবীর' অনুচ্ছেদ)।*

***প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯)ঃ 'চুল পাকলে নেকী পাওয়া যায়' কথাটি কি ঠিক?***

*-ছাদেকুর রহমান*
*হরিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।*

**উত্তরঃ** উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হচ্ছে মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮, সনদ হাসান, 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)।* অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪৫৯, ঐ, দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন ২০০২, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮৩)।*

***প্রশ্নঃ (২০/৩৪০)ঃ ইমাম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সুস্থ শরীরে 'জানাবাতে'র গোসল না করে ইমামতি করেন, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হবে কি? বিষয়টি জানার পর কি মুক্তাদীদের পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে?***

*-আব্দুর রহমান*
*বামুন্দী বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।*

**উত্তরঃ** এরূপ করলে ইমামকে পুনরায় তার উক্ত ছালাতগুলি আদায় করতে হবে। কিন্তু মুক্তাদীদেরকে জানার পরও পুনরায় উক্ত ছালাতগুলি পড়তে হবে না। তাদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তারা (ইমামগণ) তোমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তারা তা সঠিকভাবে আদায় করে, তাহ'লে তোমাদের অনুকূলে হবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহ'লে উক্ত ছালাত তোমাদের অনুকূলে হবে এবং তাদের প্রতিকূলে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়; ফাৎহুল বারী হা/৬৯৪)।*

ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছ ঐ ব্যক্তির বিরোধী, যে ধারণা করে যে, ইমামের ছালাত নষ্ট হ'লে মুক্তাদীর ছালাতও নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি প্রমাণ করে যে, কেউ যদি বিনা ওযূতে লোকদের ছালাতে ইমামতি করে, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে *(ফাৎহুল বারী, ২/১৮৮ পৃঃ)।*

***প্রশ্নঃ (২১/৩৪১)ঃ জনৈক ব্যবসায়ী দেশী দ্রব্যের সাথে বিদেশী কম মূল্যের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করছে। আমি তার দোকানের একজন কর্মচারী। তার এই ব্যবসা কি হালাল হবে এবং এতে আমার গোনাহ হবে কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

***প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬)ঃ আমাদের মসজিদের সরদার ছাহেব মসজিদের মুছল্লীদের আদেশসূচক বাক্যে উপদেশ দেন। এতে কিছু লোক রাগান্বিত হয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাদের সকল দান ফেরত চায় এবং অন্য মসজিদে চলে যেতে চায়। এক্ষণে তারা দান ফেরত নিতে পারে কি? দান ফেরত না দিলে আমাদের কোন গুনাহ হবে কি?***

*-আব্দুল জাব্বার*
*সোনামুখী, চাপসী, নীলফামারী।*

**উত্তরঃ** কোন অবস্থাতেই দান ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা এটা গুনাহের কাজ। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একটি ঘোড়া একজন লোককে দান করেছিলাম। ঘোড়াটি সেখানে দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘোড়াটি কম মূল্যে বিক্রয় করবে জেনে বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তা ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বা ফেরত নিয়ো না। এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও না। ছাদাক্বা ফেরত নেওয়া কাজটি কুকুরের বমি করে তা পুনরায় চেটে খাওয়ার শামিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৯)*।

তবে সরদারকেও সবদিক চিন্তা করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে উপদেশ দান করতে হবে। যেন কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয়। অপরদিকে এই সামান্য কারণে মসজিদ পৃথক করার মানসিকতা পোষণ করাও শরী'আত পরিপন্থী যা অবশ্যই বর্জন করা উচিত।

***প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭)ঃ আমাদের বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত। যারা তাঁকে মৃত মনে করে আমরা তাদেরকে বেঈমান মনে করি। আমাদের এই আক্বীদা সঠিক কি-না, জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মনীর, জিন্নাহ ও মোস্তফা*
*ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ*
*কুমিল্লা।*

**উত্তরঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতামাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্বামী ও সন্তানের পিতা ছিলেন এবং অবশ্যই মানুষের ন্যায় তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। অতএব তিনি মৃত নন, এরূপ আক্বীদা সঠিক নয়। এ ধরণের আক্বীদা থেকে তওবা করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনার মৃত্যু হবে এবং (যারা আপনার শত্রু-মিত্র রয়েছে) তাদেরও মৃত্যু হবে' *(যুমার ৩০)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে ঠেস দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি ছিল এই যে,) আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনু আবুবকর মিসওয়াক হাতে আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। তাই আমি বললাম, মিসওয়াকটি আপনার জন্য নিব? তিনি মাথা নেড়ে হাঁ সূচক ইঙ্গিত করলেন। আমি মিসওয়াকটি নিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। মিসওয়াকটি শক্ত হওয়ায় তাঁর জন্য কষ্টকর হ'ল। আমি বললাম, আমি কি দাঁতে চিবিয়ে নরম করে দিব? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে আমি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি তা ব্যবহার করলেন (এ হ'ল আমার লালার সাথে তাঁর লালা মিলিত হওয়ার ঘটনা)। তাঁর সামনে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি তাতে দু'হাত প্রবেশ করিয়ে দু'হাত দ্বারা স্বীয় চেহারা মাসাহ করতে লাগলেন, এবং বললেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, নিশ্চয়ই মরণের কষ্ট বড় কঠিন'। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, الرفيق الأعلى 'উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর'। একথা বলতে বলতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর হাত ঢলে পড়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৭০৭ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, শহীদগণকে কুরআনে যে জীবিত বলা হয়েছে' সেটি হ'ল বারযাখী জীবনের কথা, দুনিয়াবী জীবনের কথা নয়।

***প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮)ঃ দাজ্জাল কার হাতে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে?***

*-আইনুল হক*
*ডিমলা, লালমণিরহাট।*

**উত্তরঃ** বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ্দ' নামক একটি ছোট শহরের প্রধান ফটকে ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২৪১ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়, 'দাজ্জালের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯)ঃ বর্তমানে 'আরশ' বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা কত এবং ক্বিয়ামতের দিন সংখ্যা কত হবে?***

*আবুল কালাম আযাদ*
*জলঢাকা, নীলফামারী।*

**উত্তরঃ** ক্বিয়ামতের দিন ৮ জন ফেরেশতা আরশ বহন করবেন *(আল-হাক্কাহ ১৭)*। তবে বর্তমানে সংখ্যা কত, এ বিষয়ে খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম মাওয়ার্দী বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, বর্তমানে আরশটি চারজনে বহন করছে এবং ক্বিয়ামতের দিন তা আট জনে বহন করবে' *(তাফসীরে মাওয়ার্দী ৪/২৯৬)*। তবে তিনি বর্ণনাটির কোন হাওয়ালা দেননি।

***প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০)ঃ মক্কা শরীফে প্রতি রামাযানে অবস্থান করলে এবং সেখানে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করলে এক লক্ষ রামাযানের ছওয়াব পাওয়া যায় বলে জনৈক হাজী ছাহেব সেখানে যান। আমিও এমন আশা পোষণ করেছি। আত-তাহরীক সঠিক ফৎওয়া প্রদান করে বলে বিষয়টি জানার জন্য আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম।***

*-এবাদুর রহমান*
*শিলিন্দা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** উক্ত মর্মে ইবনু মাজাহ-তে বর্ণিত একটি জাল হাদীছ (হা/৩১১৭ 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১০৬) রয়েছে *(সিলসিলা যঈফা হা/৮৩২, ২/২৩২ পৃঃ)*। তবে রামাযান মাসে মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করা ও সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করাতে অনেক নেকী রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসে এক ওমরা পালন করাতে একটি হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৯ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করলেও অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার এই মসজিদে (নববীতে) এক রাক'আত ছালাত আদায় করা অপর মসজিদে এক হাযার রাক'আত ছালাত আদায় করা অপেক্ষা শ্রেয়, মসজিদে হারাম ব্যতীত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯২, ২/২১৯ পৃঃ)*। কেননা সেখানে ছালাত এক লক্ষ ছালাতের সমান *= আহমদ, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি; মির'আত ২/৩৯৮; সনদ হাসান, আখবারু মাক্কাহ হা/১১৮৩, ২/৮৯-৯০ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১)ঃ আমি আমার স্ত্রীকে একটি তালাক দিয়েছিলাম, যা আমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। এরপর নিয়মানুযায়ী দু'মাসে আরো দু'টি তালাক দিয়েছি, যা লোকজন জানে। পূর্বের তালাকের জন্য আমরা তওবা করেছিলাম। আরও দু'টি তালাক হওয়ার পরও আমরা এক সাথে বসবাস করছি এই ভেবে যে, তওবার মাধ্যমে আল্লাহ হয়ত পূর্বের তালাকটি মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের একত্রে বসবাস শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*

**উত্তরঃ** তওবার মাধ্যমে তালাক মাফ হয় না। গোপনে হৌক বা প্রকাশ্যে হৌক সজ্ঞানে তিন মাসে তিনটি তালাক প্রদান করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। বর্ণনানুযায়ী স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। যেহেতু তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু তাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অতঃপর যদি সে (স্বামী) তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না অন্য স্বামীর সাথে তার বিবাহ হয়' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। মোটকথা কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি কখনো সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্বের স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে আসতে পারে। এছাড়া প্রচলিত হিল্লা প্রথার মাধ্যমে ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে না *(বিস্তারিত দেখুনঃ স.স প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক)*।

***প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২)ঃ দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ নাকি আসমানে আবদ্ধ থাকে? এর সত্যতা জানতে চাই।***

*-নিযামুদ্দীন*
*সাহেব বাজার, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে, এ মর্মে দু'টি 'যঈফ' হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ইরওয়া ২/১৭৭ পৃঃ, হা/৪৩২)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাম্‌দ ও দরূদ পাঠান্তে দো'আ করলে তা কবূল করা হয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৩০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'নবীর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদ পাঠান্তে নিজের জন্য দো'আ করাই হ'ল সুন্নাতী তরীকা।

***প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩)ঃ পরীক্ষা দেওয়া অবস্থায় জনৈকা মহিলার সাথে 'মা' সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম এবং এখনও মা বলে ডাকি। সে মাকে নিয়ে হজ্জে যেতে পারব কি?***

*-আফতাবুদ্দীন*
*চওড়া সাতদরগা, পীরগাছা, রংপুর।*

**উত্তরঃ** আপন মা ও দুধ মা ছাড়া শরী'আতে আর কোন মা নেই, যারা মাহরাম-এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা হারাম)। প্রশ্নে বর্ণিত মা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই সম্পর্কিত ছেলের সাথে সফর করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যেতে পারে না এবং কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪)ঃ বিবাহ সম্পাদনের সময় বর 'কবূল' 'আল-হামদুলিল্লাহ' না 'আল্লাহু আকবার' বলবে? আমাদের এলাকায় এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। এ বিষয়টির তথ্যভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-সুলায়মান*
*বিন্যাকুড়ি, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*

**উত্তরঃ** বিবাহ সম্পাদনের সময় বর কি বলবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন শব্দ হাদীছে নেই। তবে মানুষ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বুঝতে পারে এমন শব্দ স্ব স্ব ভাষায় ব্যবহার করলেই চলবে। যেমন আরবী শব্দাবলী–قَبِلْتُ، وَافَقْتُ

أَمْضَيْتُ، نَفَذْتُ অর্থঃ 'আমি কবুল করলাম' 'আমি একমত হ'লাম' 'আমি মেনে নিলাম' 'আমি বাস্তবায়ন করলাম' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১২৬ পৃঃ 'বিবাহ সম্পাদনের শব্দ সমূহ' অধ্যায়)*। 'আল্লাহু আকবার' এ স্থানে ব্যবহারের শব্দ নয়। অবশ্য 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে যদি 'কবুল করা' বুঝানো হয়, তবে তা বলা যাবে।

***প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫)ঃ ঘড়ির আযান বা এ্যালার্ম শুনে ফজরের ছালাত আদায় করা যাবে কি?***

*-শাহীদা খাতুন*
*মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।*

**উত্তরঃ** ঘড়ির আযান বা এ্যালার্ম-এর শব্দ ছালাতের সময় নির্দেশের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে আযান হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আযান একটি ইবাদত, যা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত শব্দে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে মুমিনকে আদায় করতে হবে। যার দ্বারা মুআযযিন নেকী লাভ করে এবং শয়তান বিতাড়িত হয়। ঘড়ির বা ক্যাসেটের আযানে কারু নেকী লাভের সুযোগ নেই। কাজেই যারা যখন ছালাত আদায় করবে, তখন তাদের জন্য আযান দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত হবে।

***প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ আমি একটি সরকারী কলেজের ৩২ শতাংশ পুকুরপাড় ১৭ বছর থেকে লীজ গ্রহণ করে আসছি। অরক্ষিত পুকুরপাড় অস্থায়ীভাবে ঘিরে রাখলে সেখানে কিছু গাছপালা বড় হয়েছে। এখন এসব গাছপালার হকদার কে হবে?***

*-ইসরাঈল*
*কলেজ মোড়, মেহেরপুর।*

**উত্তরঃ** অনাবাদী জমি যে ব্যক্তি শস্য উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে, সে জমি তারই হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১)*। তবে যে জমির মালিক বিদ্যমান, সে জমি মালিকের কথা অনুপাতে আবাদ করতে হবে, অন্যথায় পরিশ্রম বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া আবাদ করলে শস্য পাবে না। তবে শস্য আবাদ করতে যা খরচ হয়েছে, তা ফেরত পাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৯৭৯)*। এখন পুকুরের মালিকের সম্মতি সাপেক্ষে গাছের বিনিময়ে নির্ধারিত চুক্তিমতে অংশ নিতে পারে। অন্যথায় মালিককে সব ছেড়ে দিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের জমি অর্ধেক ভাগে দিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ভাগে জমি করা' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭)ঃ মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ বলেছেন, মোট ৩২টি স্থানে হাত তুলে দো'আ করা যায়। দো'আর ঐ ক্ষেত্রসমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-শফীউল আলম*
*বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।*

**উত্তরঃ** মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ ৩২টি স্থানে হাত তুলে দো'আ করা যায় একথা বলেননি; বরং তিনি বলেছেন, 'আইনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়' বইটিতে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে ৩২টি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেখানে ১৬টি স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৭ 'ইস্তেস্ক্বা' অনুচ্ছেদ)*। (২) বৃষ্টি বন্ধের জন্য এককভাবে হাত তুলে দো'আ করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা৫৯০২ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ; বুখারী ১/১৩৭ পৃঃ, মুসলিম ১/২৯৩ পৃঃ, 'ইস্তেস্ক্বা' অধ্যায়)*। (৪) উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ *(মুসলিম ১/১১৩ পৃঃ, হা/৩৪৬)*। (৫) কবর যিয়ারতের সময় *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ, হা/৯৭৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। (৬) কারু জন্য ক্ষমা প্রার্থনার লক্ষ্যে *(বুখারী ২/৯৪৪ পৃঃ, হা/৪৩২৩)*। (৭) হজ্জের সময় পাথর নিক্ষেপের পরে *(বুখারী ১/২৩৬ পৃঃ, হা/১৭৫১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। (৮) যুদ্ধক্ষেত্রে *(মুসলিম ২/৯৩ পৃঃ, হা/১৭৬৩ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। (৯) কোন গোত্রের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আদাবুল মুফরাদ ২০৯ পৃঃ, হা/৬১১)*। (১০) বায়তুল্লাহ দর্শনে *(আবুদাউদ হা/১৮৭২, মিশকাত হা/২৫৭৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। (১১) কুনূতে নাযেলাহ্র সময় *(বুখারী, জুয্উ রাফউল ইয়াদায়েন; আহমাদ, ইরওয়া হা/৪৩৪-এর ব্যাখ্যা ২/১৮১)*। (১২) খালিদ বিন ওয়ালীদের অপসন্দনীয় কাজের কারণে *(বুখারী ২/৬২২, হা/৪৩৩৯ 'মাগাযী' অধ্যায়)*। (১৩) ছাদাক্বা সংগ্রহকারীর ভুল তথ্য শুনে *(বুখারী ৯৮২ পৃঃ, হা/৬৬৩৬)*। (১৪) মুসাফির বিপদের সম্মুখীন হয়ে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। (১৫) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে মক্কায় রেখে ফিরে আসার সময় *(বুখারী ১/৪৭৫ পৃঃ হা/৩৩৬৪)*। (১৬) মুমিনকে কষ্ট বা গালি দেওয়ার প্রতিবাদে *(বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ২০৯ পৃঃ, হা/৬১০)*।

উপরোক্তগুলির মধ্যে বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত বাকী সবগুলিতে এককভাবে দো'আ করার জন্য, দলবদ্ধভাবে নয়। এক্ষণে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ইস্তেস্ক্বা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন দো'আর সময় দু'হাত উঠাননি, যাতে তাঁর দু'বগলের সাদা অংশ পরিদৃষ্ট হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৮; বুখারী ১/১৪০)*, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, এর অর্থ হ'ল الرفع البليغ। অর্থাৎ এমন উঁচু করা যাতে ইস্তেস্ক্বার দো'আর ন্যায় বগলের সাদা অংশ দেখা যায়' *(মুসলিম, শরহ নববী ১/২৯৩)*। ইবনু হাজার বলেন, এটি হ'ল (বৃষ্টি প্রার্থনার সঙ্গে খাছ) বিশেষ ধরনের (صفة) (مخصوصة) দো'আ, যেখানে অন্য সময়ে দো'আর চাইতে কিছু বেশী উঁচুতে হাত উঠাতে হয়' *(ফাৎহুল বারী হা/১০৩১-এর ব্যাখ্যা, ২/৬০০ পৃঃ)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত একই কথা বলেছেন *(ঐ, হা/১৫১১-এর ব্যাখ্যা ৫/১৭৯)*।

অনুরূপ ভাবে কুনূতে নাযেলাহ্‌র সময়, মুক্তাদীগণের 'আমীন' 'আমীন' বলার দলীল *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০)*। পাওয়া গেলেও ঐ সময় তাঁরা হাত উঠাতেন কি-না তার স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না।

***প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮)ঃ স্ত্রী আমার অবাধ্য ছিল। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কোর্টে গিয়ে মনের ক্ষোভে লিখিতভাবে তালাক প্রদান করি। তবে আমি মুখে তালাক উচ্চারণ করিনি এবং তালাকনামাও লিখিনি। তালাকনামা লিখে আমাকে পাঠ করে শুনায় ও স্বাক্ষর করতে বললে শুধু স্বাক্ষর করি। এ বিষয়টি আমার স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে পুনরায় আমাদের মাঝে বিবাদ লাগলে স্ত্রী তার বাপের বাড়ী চলে যায়। আমি তখন পূর্বে লিখিত তালাক নামা ডাক মারফত তার কাছে পাঠালে সে তা গ্রহণ না করে উল্টা আমার নামে যৌতুক গ্রহণের মামলা দায়ের করে। এর কিছুদিন পরে সে বাপের বাড়ী থেকে পালিয়ে আমার বাড়ীতে চলে আসে। আমরা দু'জনেই এখন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতে চাই। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?***

*-মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম*
*সাং গুয়ারাদী, ওয়াশীন, মাধাইনগর*
*তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী এক তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে ফেরত নিতে পারে। কারণ স্ত্রীকে দুই তহুরে দুই তালাক দেওয়ার পরেও ফিরিয়ে নেওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে তা হচ্ছে দু'বার। অর্থাৎ দুই তহুরে দুই তালাক পর্যন্ত ফেরত নিতে পারে। তৃতীয় তালাকের পর ফেরত নেওয়া যাবে না' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে জানা আবশ্যক যে, 'তালাক' কোন খেল-তামাশার বস্তু নয়। স্ত্রীকে শাসন করার অন্য পন্থা বের করুন। 'একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে জানতে পেরে রাগে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে রয়েছি। তখন একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আমি কি ওকে হত্যা করব না'? *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৯২; মুহাল্লা, মাসআলা নং ১৯৪৫)*।

***প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯)ঃ মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের ৩/৪ হাত দূরে একটি কবর আছে। কিন্তু কবরটি মসজিদের রেজিষ্ট্রিকৃত জমির মধ্যে নয়। এ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?***

*-শফীকুল ইসলাম*
*বিলনাথাড়, শেরপুর, বগুড়া।*

**উত্তরঃ** মসজিদের যেকোন পার্শ্বে কবর থাকলে, সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। বিশেষভাবে পশ্চিম দিকে থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ত্বাবারাণী, আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। আনাস (রাঃ) কবর সমূহের মাঝে মসজিদ নির্মাণ করা অপসন্দ করতেন' *(আহমাদ, সনদ শক্তিশালী, তাহযীর, পৃঃ ৯২)*। তবে কবর ও মসজিদের দেওয়ালের মাঝে পৃথক প্রাচীর থাকলে ছালাত জায়েয হবে *(তাহযীর, পৃঃ ১২৭)*।

***প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০)ঃ হেদায়া-তে রয়েছে, 'নিজে প্রলোভন দিয়ে কোন নারী কোন বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির সাথে যেনা করলে, তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না' (হেদায়া ২/৩৬৭ পৃঃ, অনুবাদঃ ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। প্রশ্ন হ'ল, নারী তো বিবেকহীন নয়, তার শাস্তি হবে না কেন? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুহাম্মাদ মুর্তযা*
*রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** 'হেদায়া' গ্রন্থকারের উপরোক্ত ভাষ্যটি শরী'আত পরিপন্থী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলা যেনা করলে তাকে 'রজম' করতে হবে। আর অবিবাহিত হ'লে 'একশত দোর্রা' মারতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮)*।

অতএব উক্ত মহিলার শাস্তি অবধারিত। তবে পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের কোন শাস্তি নেই। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর শরী'আতের বিধান কার্যকর হয় না (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) বালক, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না সে বুদ্ধি লাভ করে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, ইমাম যুফার, ইমাম শাফেঈ এবং আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর একটি মতে উক্ত মহিলার উপর হদ্দ রয়েছে *(হেদায়া পৃঃ ৫১৮ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)*।

**এম, এস মানি চেঞ্জার**

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

*বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ... মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, ... ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ... সরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপো... সহ এনডোর্সমেন্ট*

...সলাম
রাজশাহী

ফোনঃ ৭... ৭৫৯০২
মোবাইলঃ ... ৩০৯৬৬।